রাজস্থানের ইতিবৃত্ত

মহাত্মা লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল টড প্রণীত
রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে
সঙ্কলিত।

মিবার।

"There is not a petty state in Rajsthan that has not had its Thermopylea, and scarcely a city that has not produced its Leonidas But the mantle of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration.' ——TOD.

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।
কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।
সম্বৎ ১৯২৯।

অবতরণিকা।
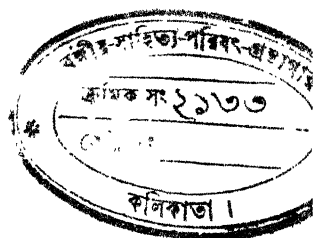
ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে স্বাধীনতা-বঞ্চিত হওয়ায়, তাহার শক্তি ও সম্পত্তি প্রভৃতিরও অনেক খর্ব্বতা হইয়াছে; কিন্তু এক বিষয়ে ভারতরাজ্যের মহিমা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ভূমণ্ডলে যত বিদ্যানুশীলন বৃদ্ধি পাইতেছে, পণ্ডিতমণ্ডলীর লক্ষ্য ভারতভূমির প্রতি ততই আকৃষ্ট হইতেছে। এরূপ আকর্ষণের প্রথম কারণ—ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব। হিমালয়ের দক্ষিণ-ভূভাগ কোন্ সময়ে ও কিরূপে প্রথমে প্রজা-সম্পন্ন হইয়াছিল, অদ্যাবধি নিঃসংশয়ে তাহার নিরূপণ হয় নাই। স্বরূপত, ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন বাস-বিশিষ্ট না হইলে এযাবৎ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারিত।[১] বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ দেশের অনেক পৌরাণিক বিষয়ের উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি সমুদয় সমাধা করিতে পারেন নাই। কাল-সহকারে গবেষণার সীমা পরিবর্দ্ধিত না হইলে ভারতবর্ষের পুরাণ-বৃত্তান্ত-বিষয়ক তর্কের শেষ হইবে না।

---

(১) ইংলণ্ডের জনৈক পণ্ডিত ওয়াল্টর রালি "পৃথিবীর ইতিবৃত্ত" নামে নিজ-রচিত গ্রন্থে প্রমাণ সহ লিখিয়াছেন যে, প্রলয় অথবা জলপ্লাবনের পরে সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে লোক-বসতি হইয়াছিল। পরে ভারতবর্ষের লোক দ্বারা অন্যান্য দেশ নিবসিত হয়। হিন্দুপুরাণেরও ঐরূপ মত। রৈবত রাজার একশত ভ্রাতা, যযাতির পুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ এবং আর আর অনেক ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইতে দেশান্তরে যাইয়া বাস করার উল্লেখ পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্তত বিদেশীয় একজন পণ্ডিতের দ্বারা পুরাণের মতের পোষকতা হওয়া আনন্দপ্রদ। কালক্রমে অপর দেশ হইতে ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার লোকাগমনের সম্ভাবনা এতদ্দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে না।

বিজ্ঞবর্গের ভারতের প্রতি মনোভিনিবেশের দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ দেশের সমাজবন্ধন, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মশাস্ত্র ও উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর অতি সামঞ্জস্য সম্বন্ধ এবং পৃথিবীর সকল জাতির তত্তৎ বিষয় হইতে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র। এনিমিত্ত অনুভূত হয় যে, প্রাচীন হিন্দু বা আর্য্যজাতি এ সকল বিষয়ে অন্য কোন জাতির উদাহরণ-চারী হয়েন নাই। হিন্দুর যে কিছু, সকলি হিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বরঞ্চ সভ্যতা ও বিদ্যাবিষয়ে অন্যান্য অনেক জাতি সম্ভবত আর্য্যগণের ছাত্র[১]। সুতরাং ঈদৃশ জাতির তথ্য নিরূপণে জ্ঞানার্থিগণের কৌতূহল অবশ্যই উদ্দীপ্ত হইতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষের পৌরাণিক গবেষণার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক রহিয়াছে ;—ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিবৃত্ত নাই। ইতিবৃত্তের অভাবে কোন পুরাতন বিষয়েরই তথ্য নিরূপণ হয় না। সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্য হইতে ভাবতবর্ষের যে পুবাবৃত্ত আহরণ করা যায়, তাহা সম্যক্ তুষ্টি-জনক নহে। যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই

---

(১) মনু লিখিয়াছেন, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে পৃথিবীর সকল ব্যক্তি আচার (সভ্যতা) শিক্ষা কবিবে। বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, মনুর এই বাক্য অসত্য হয় নাই। আরবগণ যাহাকে মিসর দেশ বলে, বোধ হয়, তাহার সংস্কৃত নাম মিশ্রদেশ। মিশ্র শব্দের অপভ্রংশ মিসব। সম্ভবত হিন্দু ও অন্যান্য জাতির মিলিত বাস স্থান ছিল, বলিয়া তাহার নাম মিশ্রদেশ। বিশেষত বর্ণ-বিভাগ ও উপাসনার বিষয়ে ভারত-বর্ষের সহিত প্রাচীন মিসরেব বিশেষ সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। অতএব অনুভূত হয়, মিসরের বিদ্যা ও সভ্যতার মূল ভারতবর্ষ। মিসরের ছাত্র গ্রীস ; গ্রীস হইতে রোম ; এবং রোম হইতে ইউরোপের সর্ব্বত্র বিদ্যা ও সভ্যতার বিস্তার হয়। হিব্রু সমাজেব ব্যবস্থাপন-কর্ত্তা মুসার মিসরে জন্ম এবং মিসবের রাজবাটীতে তাঁহার শিক্ষা বিধান হইয়াছিল। সিকন্দরিয়া নগরেব গ্রন্থসংগ্রহ দগ্ধ করিয়া মুসলমানেরা এ সকল তথ্য নির্ণয়ের পথাবরোধ কবিয়াছে।

অনৈসর্গিক অথবা দেশকাল-সমন্বয়-শূন্য। তৎসমুদয় গ্রন্থে, গ্রন্থনায়ক রূপে ভূপতিবর্গের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐতিহাসিক পুরুষ রূপে নহে। অতি প্রাচীন কালীন ইক্ষ্বাকু, পুরূরবা বা আধুনিক বিক্রমাদিত্য সকলেরই সংস্কৃত গ্রন্থে প্রায় তুল্যরূপ বর্ণনা। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সংস্কৃত ভাষায় দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার এবং ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ভূরি ভূরি গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ইতিবৃত্ত নাই।

যাঁহারা ঈদৃশ অভাবের হেতু নির্দ্দেশার্থে কহেন, হিন্দুগণের জাতীয় প্রকৃতি, প্রকৃত ইতিবৃত্তের অনুরাগী নহে, তাঁহাদিগের বাক্যে আমরা সম্যক অনুমোদন করিতে পারি না। হিন্দুর রুচি, নিরলঙ্কৃত সত্য অপেক্ষা অলঙ্কৃত বাক্যের অধিক অনুরাগী ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কেবল হিন্দু নহে, তারতম্য ভাবে সকল জাতিরই রুচি ঐ প্রকার। অতএব যাহা সমুদায় মনুষ্যজাতির প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহা জাতি বিশেষের ঈদৃশ অভাবের কারণ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে নিম্নোক্ত দুইটি বাক্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম এই যে, শাস্ত্র সমূ-হের মধ্যে ইতিবৃত্ত আধুনিক কালে সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; প্রাচীন কালে তাহার তাদৃশ গৌরব ছিল না। দ্বিতীয় এই যে, গ্রীক ও রোমক গ্রন্থকারগণের অনুকরণে এক্ষণে ইউরোপীয় ভাষায় যে প্রণালীর ইতিবৃত্ত প্রকটিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ হইতে অবিকল তৎপ্রণালীর ইতিবৃত্তের প্রত্যাশা করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। যেহেতু ভারতবর্ষের সকল শাস্ত্রেরই প্রকৃতি অপর জাতির শাস্ত্র হইতে বিভিন্ন।

সে যাহা হউক, উপরি উক্ত দুইটি বাক্য স্মরণ রাখিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঘটনাবলীর কোন প্রকার ঐতিহাসিক বিবরণ পুরাণ প্রণীত হওয়ার পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। বোধ হয়, ঐ সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ রাজবর্গের শৌর্য্য, ঔদার্য্য ও বদান্যতা-সূচক সরল গাথা[1] সমস্ত মাত্র। ঐ সমস্ত গাথাবলীর অবলম্বনে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। সেরূপ মূল না থাকিলে দীর্ঘকাল-প্রবাহী সূর্য্যচন্দ্রবংশীয় রাজগণের ধারাবাহিক নাম কিরূপে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমূহে সংগৃহীত হইল ?—গ্রন্থকর্ত্তা ঋষিগণের সর্ব্বজ্ঞত্ব অথবা কোন মূলের অস্তিত্ব ব্যতীত এরূপ নাম সংগ্রহের উপায়ান্তর উপলব্ধি হয় না। কিন্তু স্বভাবিক নিয়মানুসারে ঈদৃশ স্থলে কোন মূলের অস্তিত্বে বিশ্বস্ত হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। বিশেষত প্রচলিত পুরাণ গ্রন্থ সমূহের স্থানে স্থানে একের সহিত অন্যের এরূপ বাক্য-সমতা, যে, বোধ হয়,যেন কোন এক-মূল হইতে ঐ সকল বাক্য আহরিত হইয়াছে।

---

(১) পুরাণের স্থানে স্থানেও গাথার উল্লেখ দেখিতেপাওয়া যায় ; যথা——

"—ঐ দিলীপের যজ্ঞে পূর্ব্ব মুনিগণ প্রীত হইয়া এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, দিলীপকে যজ্ঞ করিতে যাহারা দেখিবে, তাহারাও স্বর্গগামী হইবে।"

হরিবংশ।

"—তাঁহার যজ্ঞে দেবর্ষি নারদ এই গাথা গান করিয়াছিলেন, যথা—কোন রাজা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বিক্রম অথবা শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমান হইতে পারিবেক না।"

ব্রহ্মপুরাণ।

"—গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার কীর্ত্তি বিষয়ক গাথা গান করিতে করিতে কহিতেন, কোন রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য গতি প্রাপ্ত হইবেন না।"

পদ্মপুরাণ।

ইত্যাদি।

ঐ সমস্ত সরল গাথার উপকরণ হইতে প্রকৃত ইতিবৃত্তের পরিবর্ত্তে অনৈসর্গিক বর্ণনা-বহুল পুরাণ সমূহ কি কারণে সমুদ্ভূত হইল? এতৎ প্রশ্নের উত্তর এই যে, পুরাণ-প্রণেতাগণের, পুরাণ গ্রন্থকে আধুনিক ইতিবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত করিয়া রচনা করিবার সংকল্প ছিল না, তাঁহাদিগের সময়ে তদ্রূপ ইতিবৃত্ত, বোধ হয়, ভারতীয়গণ প্রয়োজনীয় বোধ করেন নাই। ইউরোপখণ্ডেও ইতিপূর্ব্বে ইতিবৃত্তের ঈদৃশ গৌরব ছিল না, কালসহকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। অতএব পুরাণ রচনার সময়ে, ঘটনাবলীর যথাসত্য নীরস বর্ণনার প্রতি, ভারতবাসিগণের অনুরাগ সঞ্চার না হওয়ার অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

তবে কি উদ্দেশ্য সাধনার্থে পুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র আশু আমাদিগের এইরূপ সংস্কারের উদয় হয় যে, সাধারণ জনমণ্ডলীর শিক্ষার উপায় বিধান করাই পুরাণ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আর্য্য জাতির জ্ঞান নির্ঝর স্বরূপ শ্রুতি স্মৃতি, শূদ্রের স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না; বিশেষত তত্তৎশাস্ত্রের মর্ম্মাবধারণ করা অনায়াস-সাধ্য নহে; সুতরাং "লোক সকল অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ হইয়া ব্যাকুল হইতেছিল, ব্যাসদেব[১] দয়া করিয়া পুরাণরূপ সূর্য্যের দ্বারা তাহাদিগের নয়নান্ধকার দূর করিয়া দিলেন।" সূত জাতীয় লোমহর্ষণ

---

(১) প্রথম পুরাণ-প্রণেতা যে ব্যাসদেব, তাহাতে সংশয় নাই। পরে তৎশিষ্যবর্গ তদনুগামী হইয়াছিলেন। প্রাচীন কালে গুরুভক্তির আধিক্যবশত ও গ্রন্থের গৌরব বিধানার্থ কোন কোন পণ্ডিত স্বরচিত গ্রন্থ গুরু-প্রণীত বলিয়া পরিচিত করিতেন। মনুসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ স্বরূপত ভৃগুর রচনা। গ্রীস রাজ্যের প্রধান দার্শনিক প্লেটো স্বরচিত গ্রন্থের বক্তা রূপে স্বীয় গুরু সক্রেতিসকে পরিকল্পিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বাগ্রে যে ব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে ইহাও এক প্রমাণ যে, তাহার বক্তা ব্যাস-পিতা পরাশর।

নামা শিষ্যকে ব্যাসদেব পুরাণ রচনা করিয়া প্রথমত অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। বোধ হয়, ঐ সূতের সাতিশয় জ্ঞান পিপাসা দর্শনেই শূদ্র-জাতির প্রতি দ্বৈপায়নের অনুকম্পার উদয় হইয়াছিল[১]। রাজবর্গের স্তুতিবাদ ও রথচালনা সূতের জাতীয় ব্যবসায়। পূর্ব্বকালে জাতীয় ব্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করা হিন্দু সমাজে পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। তজ্জন্য, দ্বৈপায়ন উভয় পক্ষ রক্ষার্থে সূত-শিষ্যের জাতীয় ব্যবসায় রাজবর্গের কীর্ত্তি বর্ণনার উপলক্ষ মাত্র করিয়া, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের মর্ম্ম সংকলন পুরঃসর পুরাণ-সংজ্ঞক গ্রন্থ প্রণয়নের পদ্ধতি, প্রচলিত করিয়াছিলেন[২]। ব্যাসদেবের প্রভূত মনীষা-সম্ভূত এই রচনার প্রণালী অতি বিচিত্র। ইতিবৃত্ত, উপন্যাস ও কাব্যের প্রচুর লক্ষণ সত্ত্বেও ইহাকে প্রকৃত পক্ষে ইতিবৃত্ত, উপন্যাস বা কাব্য বলা যায় না। শ্রুতি স্মৃতির সারভাগ এবং অর্থ-শাস্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্রের উপদেশ সমূহ পরম কৌশলের সহিত ইহাতে পরিগ্রন্থিত হইয়াছে। যাহা সরল ও মধুর-পদশালী, যাহার অধ্যয়ন দ্বারা চিত্ত-বিনোদন ও জ্ঞানার্জ্জন উভয় প্রয়োজন সাধন হইতে পারে, পুরাণ প্রণেতাগণ এরূপ অভিনব রচনার অভিলাষী হইয়াছিলেন। অতএব পুরাণের, প্রকৃত ইতিবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত না হওয়া, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমূহ দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, পুরাণ প্রণেতা-

---

(১) ইহাও স্মরণ করা উচিত যে, শূদ্রজাতির সহিত ব্যাসদেবের সম্পর্ক ছিল; ব্যাসদেব ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভ-সম্ভূত।

(২) "ব্রাহ্মণেরা বহুকষ্টে ও অভিনিবিষ্ট-চিত্তে সংক্ষেপে বা সবিস্তরে যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাহা জ্ঞানের এক মাত্র সীমা, সেই বেদ শাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে।" মহাভারতের সর্ব্ব প্রথম অধ্যায়ের এতল্লিপি আমাদের মতানুকূল।

গণের ইতিবৃত্ত রচনার সংকল্প ছিল না। কার্য্যমাত্রেই কর্ত্তার অভি-প্রায়ানুযায়ী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, যদিও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি অতি প্রাচীন রাজগণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নিরূপণের এক্ষণে উপায় নাই; কিন্তু পুরাণ-বর্ণিত সময়ের পরবর্ত্তী সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি বংশীয়গণের ইতিবৃত্ত যত্ন দ্বারা আহরিত হইতে পারে। লঙ্কা-বিজয়ী রামচন্দ্রের, কপিধ্বজ অর্জ্জুনের ও নবরত্ন-শোভিত বিক্রমাদিত্যের বংশীয়েরা কোথায় কি ভাবে অবস্থিত হইলেন, যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থে কি রূপে মুসলমানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, এ সমস্ত বিবরণ সবিস্তার জ্ঞাত হওয়া অতি আবশ্যক। এই সকল ক্ষত্রিয় বংশ অদ্যাবধি-বিলুপ্ত হয় নাই। তদ্‌বংশীয়েরা পৌরাণিক কালের পরেও ভারতবর্ষে দীর্ঘ কালাবধি রাজত্ব করিয়াছেন। দীর্ঘকালাবধি জাতীয় বীর্য্য প্রভাবে বিজাতীয় শত্রুগণ হইতে ভারতের রক্ষা বিধান করিয়াছেন, এবং অব-শেষে ঘটনা চক্রে ভারত রাজ্য পর-হস্তগত হইলেও তাহার উদ্ধারার্থে পুনঃপুন প্রাণান্তিক যত্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। পৃথিবীর কোন রাজ-বংশই রাজ্য ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাঁহাদিগের ন্যায় বিক্রম ও অধ্য বসায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই। স্বাধীনতার অনুরাগ তাঁহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি। ভূমণ্ডলে আর কোন জাতির ইতিবৃত্তে ঈদৃশ স্বাতন্ত্র্যানুরাগ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্রমান্বয়ে আরব তাতার পাঠান মোগল প্রভৃতির উপদ্রবে রাজ্যচ্যুত ও বাসচ্যুত হইয়া তাঁহারা বন ও পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তথাচ তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।—বারম্বার শত্রুর হস্ত হইতে নিজ নিজ হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন।—বারম্বার শত্রুর প্রতি যথোচিত বৈর নির্য্যাতনের বিধান

করিয়াছেন।—কিন্তু কেবল শৌর্য্য ও সহিষ্ণুতায় কি হইবে? ভারতবর্ষের সকল অনিষ্টের নিদান গৃহ-বিবাদ। হিন্দুর বীর্য্য দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হইতে পারিত, হিন্দুর অনৈক্য প্রযুক্ত তাহা সম্পন্ন হইল না। যে গৃহ বিবাদের নিমিত্ত হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা অপহৃত হইল, সেই গৃহ বিবাদের নিমিত্তই তাহার আর উদ্ধার হইল না। দিল্লীর পৃথ্বীরাজ ও কনোজের জয়চন্দ্রের বিচ্ছেদ ঘটনা না হইলে, "কাগার" তটের যুদ্ধে গোরাধিপতি কখনই জয়লাভ করিতে পারিতেন না। উদয়পুরের রাণা প্রতাপ ও জয়পুরের বিখ্যাত মানসিংহের পরস্পর মৈত্রীভাব থাকিলে অতি দক্ষ আকবর সম্রাটের যত্নেও মোগল সাম্রাজ্যের রক্ষা বিধান হইত না। কালক্রমে যখন নানা কারণে মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, হিন্দু রাজবর্গ তখন এক-মন্ত্রণা-পরায়ণ হইতে যত্ন করিলেন মাত্র, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কালস্বরূপ বংশমর্য্যাদা তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক হইল। যাহা হউক, ছেদিত বিপুল বনের ইতস্তত দণ্ডায়মান কতিপয় বৃক্ষের ন্যায়—পতিত অট্টালিকার অবশিষ্ট স্তম্ভের ন্যায়—হিন্দু রাজবংশীয় পুরুষেরা অদ্যাবধি ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।[১] এক সময়ে অভ্রভেদী হিমালয় হইতে সিন্ধুবলয়িত সিংহল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পতাকা উড্ডীয়মান ছিল। পৃথিবীর অপরান্তবাসী গ্রীকগণের গ্রন্থেও হিন্দু রাজবর্গের শৌর্য্যবীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের ভূয়সী বর্ণনা রহিয়াছে। প্রত্যুত পৃথিবীতে কোন বংশই চন্দ্র সূর্য্য

---

(১) উদয়পুর, যোধপুর, কিষণগড় ও জয়পুরে সূর্য্যবংশীয়েরা; জয়লমীরে চন্দ্রবংশীয়েরা; অমর কোট ও হরাবতী রাজ্যে অগ্নি বংশীয়েরা অদ্যাবধি রাজত্ব করিতেছেন। তদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয় রাজগণের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও হিন্দুস্থানে বর্ত্তমান আছে।

বংশের ন্যায় এতাধিক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজ-পদবী রক্ষা করিতে পারেন নাই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত দেশীয় কোন মহাত্মাই এই সমস্ত ঐতিহাসিক বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হয়েন নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বহুতর আয়াসে ভারতের অনেক অজ্ঞাত বিবরণের আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু, বিদ্যা ও বিচক্ষণতা প্রভাবে তাঁহারা অনেক মহা মহা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াও, বিজাতীয়ত্ব নিবন্ধন সামান্য সামান্য বিষয়ে ভ্রম প্রমাদে নিপতিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, কি রূপে লুপ্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হয়, কি রূপে ত্রৈরাশিক অঙ্ক-চালনার প্রকরণে জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের সংকলন করিতে হয়, ভারতের পুরাণতত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব তদ্‌বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে আমাদিগের আর কোন অপেক্ষা নাই। বিষয়ের প্রয়োজন বোধ হইয়া উদ্যোগ ও শ্রমশালী হওয়ার আবশ্যকমাত্র। স্বদেশের ইতিবৃত্তের প্রয়োজন বর্ত্তমান কালে প্রায় সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সুতরাং তদ্বিষয়ে বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অগ্রে রোগের নিদান বা কারণ নিরূপণ না করিয়া চিকিৎসা করিলে তাহাতে উপকার হয় না। হিন্দুজাতির সামাজিক অবনতি রূপ রোগের প্রকৃত নিদান, ইতিবৃত্ত ভিন্ন জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তজ্জ্ঞানের অভাবে ভারতের উন্নতির যে কিছু চেষ্টা তাহা অপ্রণালীর চিকিৎসা মাত্র।

যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিতেরা হিন্দুরাজবংশের লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধারে যত্ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহাত্মা লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল টড সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধন্যবাদ ভাজন।—ষোড়শবর্ষব্যাপী সায়াস

গবেষণা দ্বারা রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত ও পৌরাণিক বিবরণের বিপুল গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি হিন্দুগণকে চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাজপুত জাতির বীর্য্য ও কীর্ত্তি ঘোষণায় টড সাহেব (বিজাতীয় হইয়াও) অতি উৎসুকভাবে স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "রাজস্থানে এরূপ ক্ষুদ্র প্রদেশ দৃষ্ট হয় না, যেখানে থরমোপলির[১] তুল্য রণক্ষেত্র নাই; এমন নগর নাই, যেখানে লিওনিডাসের[২] তুল্য বীর জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু, ইতিবৃত্ত প্রণেতার ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন লেখনীপ্রভাবে যাহা চির-বিস্ময়-জনক বিষয়ে পরিণত হইতে পারিত, কালের নিবিড় আবরণে তাহা ভৃশ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের নিরূপিত তথ্য সমুদয়ের প্রচার, সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই অভিনব গবেষণার উদ্দীপক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে টডের গ্রন্থ তদ্রূপ গবেষণার উদ্দীপক হইতে পারিবে, এই বিবেচনায় আমরা তাহার অনুবাদে প্রবর্ত্ত হইয়াছি।—আমাদিগের ক্ষমতার ত্রুটি বশত অনুবাদে গ্রন্থের গৌরবের খর্ব্বতা হইতে পারে; একারণ সবিনয়ে দেশীয় বিজ্ঞবর্গ সমীপে প্রার্থনা যে, আমাদিগের ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য হইলে তদ্বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক অবশ্যই বিদিত করিবেন এবং এতৎ প্রবন্ধের অনুকূল কোন বিষয় কাহারও জ্ঞাতসার

(১) গ্রীস রাজ্যের থরমোপলি নামক স্থানে পারস্য জাতির সহিত গ্রীকগণের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। গ্রীকগণের শৌর্য্যের প্রধান দৃষ্টান্ত রূপে ইতিবৃত্তে ঐ যুদ্ধক্ষেত্রের উল্লেখ হইয়া থাকে।

(২) লিওনিডাস গ্রীস রাজ্যের স্পার্টা প্রদেশের রাজা। তিন শত মাত্র সেনাসহ তিনি নির্ভয়ে পারস্যগণের বিপুল সৈন্য আক্রমণ করিয়া প্রভূত বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশান্তে থরমোপলির সমরে নিহত হইয়াছিলেন।

থাকিলে আমাদিগকে তাহাও বিজ্ঞাপিত করিতে কদাচ কার্পণ্য করিবেন না। আমরা একান্ত অনুরাগের সহিত এ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি। কেবল অর্থপ্রার্থী হইয়া মহাজনের মহা-শ্রমসম্ভূত গ্রন্থের গৌরব নষ্ট করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা যদিও মিবারের ইতিবৃত্ত হইতে টডের গ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু গ্রন্থের সকলাংশই অনুবাদ করিতে আমরা কৃত সংকল্প হইয়াছি। অনেকেই গ্রন্থের বিপুলত্ব প্রযুক্ত আদ্যোপান্ত সমাধা হওয়া পক্ষে আমাদিগের সমক্ষে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ সংশয় নিতান্ত অসঙ্গতও নহে। কিন্তু উক্ত সংশয় সম্বন্ধে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, শক্তি সত্ত্বে আমরা সম্পূর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।

এই অবতরণিকার সমাপ্তি সময়ে আমরা বিজ্ঞাপ্য কতিপয় বিষয় পাঠকগণের জ্ঞাতসার করিতেছি।

১ম—কোন ব্যক্তির বা ঘটনার কাল নিরূপণ করিতে কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে স্থানে স্থানে গ্রন্থকর্ত্তা টড সাহেব অতি ব্যাপক যুক্তি সমূহ প্রকটিত করিয়াছেন। তৎসমুদয় পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ ; কিন্তু নিতান্ত জটিল ও নীরস। একারণ আমরা স্থির করিয়াছি, গ্রন্থের কলেবরে সেই সকল মীমাংসার সার মাত্র রাখিয়া তদনুকূল যুক্তিও তর্ক সবিস্তার "পরিশিষ্ট" খণ্ডে প্রকটিত করিব। "[ক]" ইত্যাদি বর্ণমালার দ্বারা গ্রন্থের কলেবরে এক্ষণে তত্তৎ স্থান কৃতচিহ্নিত হইয়া রহিল। মিবারের ইতিবৃত্ত সমাপ্ত হইলে অব্যবহিত পরেই তাহার পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশ হইবে। ইহাও জ্ঞাত করিতেছি যে, ইতিবৃত্তে তদ্রূপ যুক্তিতর্কের ভাগ অত্যল্প;—প্রথম কতিপয় অধ্যায়ে কেবল তাহার প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় মাত্র।

২য়—সকল রাজ্যের ইতিবৃত্তের প্রথম ভাগ কাল্পনিক বর্ণনা-বিজড়িত। রাজস্থানের ইতিবৃত্তের প্রথম কিয়দংশও কাল্পনিক বর্ণনা পরিপূর্ণ। তন্নিমিত্ত আশু কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত অনৈসর্গিক বিবরণময় এক প্রকার পুরাণ মাত্র। কিয়দংশ অতিবাহিত হইলেই পাঠকবর্গ প্রকৃত ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

৩য়—গ্রন্থের ভাষা ও বিষয়, পরস্পরের উপযোগী হওয়া উচিত। ইতিবৃত্তের বিষয়, নিরলঙ্কৃত সত্য; সুতরাং তাহার ভাষা প্রচুর অলঙ্কার বিশিষ্ট হইলে অনেক দোষের সঞ্চার হয়। আমরা রচনাবিষয়ে প্রসাদগুণের প্রতি সমধিক লক্ষ্য রাখিয়াছি। অতএব ভরসা করি, সুবোধ পাঠকগণ ইহাতে কাদম্বরী বা মহাভারতাদির ন্যায় রসশালিনী ভাষার বা পদবিন্যাসচ্ছটার কদাচ প্রত্যাশা করিবেন না। যেহেতু উপন্যাসাদির ভাষা ইতিবৃত্তে নিন্দনীয়। তরুণের বিচিত্র পরিচ্ছদ প্রবীণ জনের উপযুক্ত নহে।

৪র্থ—পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পুরাতন গ্রন্থের অনুবাদ অতি দুরূহ কার্য্য। অতি বিচক্ষণ পণ্ডিতেরাও অনুবাদ কার্য্যে আশানুযায়ী যশোলাভ করিতে পারেন নাই। মূলের সহিত তুলনায় মলিন না হয়, ভূমণ্ডলে অদ্যাবধি এরূপ অনুবাদ প্রচার হয় নাই। অপরের অভিপ্রায় ভাষান্তর করা, অনুবাদ কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা; কিন্তু নিন্দার অনিবার্য্য হেতু অনুবাদ কার্য্যে যে কত উপস্থিত হয়, তাহা বিনা পরীক্ষায় হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। বিশেষত অনুবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়ও এক রূপ নহে। কাহারও মতে শব্দানুসারী, কাহারও মতে পদানুসারী—কাহারও মতে অনুবাদ কেবল ভাবানুসারী হওয়া উচিত। আমরা ইহার

কোন নিয়মেরই বিদ্বেষ্টা নহি। গ্রন্থের বিষয় ও অনুবাদের প্রয়োজন পক্ষে যে নিয়ম সঙ্গত হয়, তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার পরস্পর বিষম প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং টডের রচনার প্রণালী যাঁহাদিগের জ্ঞাতসার আছে, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, ঈদৃশ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ সম্ভাব্য ও যুক্তি-সঙ্গত নহে। আমরা অবিকল টডের পদানুসারী হইতে চেষ্টা করি নাই। মূল গ্রন্থের বিষয় সমস্ত সরল বাঙ্গালা ভাষায় সবিস্তার প্রকটিত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য, এবং সে উদ্দেশ্য সাধনে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিব না। পরন্তু তদ্বিষয়ে কত দুর যে কৃতকার্য্য হইব, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না। ইতি।

অনুবাদক।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়।
কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।
শ্রাবণ,—সম্বৎ ১৯২৯।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত

মিবার।

প্রথম অধ্যায়।

রাজপুত নামের হেতু ;— রাজস্থান ;— মিবার রাজ্য ;— যে সকল মূল হইতে ইতিবৃত্ত সংকলিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ ;— রামচন্দ্র হইতে মিবারের রাজবংশের উৎপত্তির বিবরণ ;— কনকসেন ;— তাঁহার সৌরাষ্ট্র দেশে আগমন ;— হুন অথবা পারদ জাতি কর্ত্তৃক বল্লভীপুরের বিনাশ।

পুরাকালে ক্ষত্রিয়েরা ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন, তজ্জন্য তদ্বংশীয়গণের উপাধি রাজপুত্র। চলিত ভাষায় তাঁহাদিগের আখ্যান রাজপুত। ঐ রাজপুত শব্দের বিকারে "রোজপুত" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজপুত জাতির বাস স্থানের নাম রাজস্থান।—পশ্চিমে সিন্ধুনদ; পূর্ব্বভাগে বুন্দেলখণ্ড; উত্তরে শতদ্রুনদের দক্ষিণস্থ মরুদেশ (যাহা জঙ্গলদেশ নামে প্রসিদ্ধ); দক্ষিণে বিখ্যাত বিন্ধ্যাচল; রাজস্থান ইতিপূর্ব্বে এইরূপ চতুঃ-সীমাবচ্ছিন্ন ছিল। তৎপরে গুজরাট ও মালব প্রদেশে মুসলমান

রাজ্য সংস্থাপিত হওয়ায় বিন্ধ্যাচলের পরিবর্ত্তে তৎপ্রদেশ-দ্বয় ইহার দক্ষিণ সীমা রূপে গণনীয় হইয়াছে।[১] রাজস্থানকে তদ্দেশীয়গণ চলিত ভাষায় "রাজবারা" ও সাধুভাষায় "রায়থানা" বলিয়া থাকে।—রায়থানা হইতে ইংরাজীতে তদ্দেশের "রাজপুতনা" নাম হইয়াছে।

মহাত্মা টড নিম্ন-লিখিত পর্য্যায়ে রাজস্থানের ইতিবৃত্ত প্রকটিত করিয়াছেন :—

১ম—মিবার,[২] বা উদয়পুর।

২য়—মারবার, বা যোধপুর।

৩য়—বিকানীর, এবং কিষণ্‌গড়।

৪র্থ—কোটা,
৫ম—বুন্দী, } বা হরাবতী।

৬ষ্ঠ—আম্বর, বা জয়পুর।

৭ম—জযলমীর।

৮ম—সিন্ধুনদ অবধি বিস্তৃত ভারতবর্ষের মরুদেশ।

এই আট খণ্ডের মধ্যে, মহাত্মা টড-অবলম্বিত পর্য্যায়ানুসারে, আমরা সর্ব্বাগ্রে মিবারের ইতিবৃত্ত বিবৃত করিতেছি।

রাজস্থানের মধ্যে মিবার ও জযলমীর রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আট শত বৎসরাধিক কাল অতীত হইল, ভারতবর্ষে

---

(১) গ্রন্থকর্ত্তা টড সাহেব এই সকল প্রদেশের ভূগোল-বৃত্তান্ত প্রথম অধ্যায়ে সবিস্তার লিখিয়াছেন। যদিও ইতিবৃত্তের অগ্রে ভূগোল-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু স্বত নীরস ভূ-বৃত্তান্ত সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণের হস্তে সমর্পণ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইল না। তদভাবে ইতিবৃত্ত বুঝিবার ব্যাঘাত না হয়, এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা হইল। রাজস্থানের মানচিত্রসহ ভূগোল-বৃত্তান্ত পৃথক এক খণ্ডে প্রকটিত হইবে।

(২) মিবারের সংস্কৃত নাম মধ্যপাট।

বিজাতীয় আধিপত্যের আরম্ভ হইয়াছে। এতৎকাল মধ্যে কত কত প্রাচীন রাজ্য পর-পীড়নে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মিবারের রাজবংশ অদ্যাবধি আপনাদিগের স্থানচ্যুত হয়েন নাই। গজননের অধিপতি সিন্ধুনদের "নীল জল"[১] পার হইয়া ভারতবর্ষে আগত হইবার পূর্ব্বে মিবার রাজ্যের যে আয়তন ছিল, এক্ষণেও তাহার প্রায় সেই আয়তনই রহিয়াছে। রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে সম্প্রতি অন্যান্য যে সকল রাজ্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় আধুনিক। কোন ক্ষত্রিয় রাজা শত্রু কর্ত্তৃক স্বস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া—অথবা কোন কোন রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখা পূর্ব্ব ভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়া ঐ সকল নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। মিবার রাজ্য তদ্রূপ আধুনিক নহে। এনিমিত্ত, মিবার-রাজের যদিও এক্ষণে পূর্ব্ব ক্ষমতার অনেক খর্ব্বতা হইয়াছে, তথাচ হিন্দু সমাজে তাঁহার বিশেষ গৌরব। মিবারের রাজার প্রচলিত উপাধি "রাণা"।

যে সকল মূল হইতে মিবারের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে, অগ্রে তদুল্লেখ করা যাইতেছে; তদ্দ্বারা ঐ সকল মূল বিশ্বাস্য কি না, তাহা পাঠকগণের বোধগম্য হইতে পারিবে।

ভট্ট উপাধি ধারী ব্রাহ্মণেরা রাজপুত রাজগণের বংশবৃত্তান্ত লিখিয়া থাকেন। গ্রন্থকার টড সাহেব কহেন, এই ইতিবৃত্ত রচনার নিমিত্ত মিবার-রাজবংশের ঐ সমস্ত ভট্ট-

---

(১) মিসর দেশের নীল-নদের নাম, সম্ভবত, এইরূপে জলের বর্ণানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে। সিন্দু বা সিন্দ বোধ হয়, শাক ভাষার শব্দ। নদীকে তাতার ভাষায় সিন এবং চীন ভাষায় ত্তসিন বলে। সিন্ধুনদের উচ্চভাগ-বাসীরা ঐ নদকে আবাসিন (অর্থাৎ নদের জনক) বলিয়া থাকে। বোধ হয়, ঐরূপে নীলনদের ঐ আবাসিন নামানুসারে, তৎসান্নিধ্য বশত, আরবগণ হইতে আবিসিনীয়া রাজ্য তন্নাম প্রথমত প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিরচিত গ্রন্থ অনেকানেক স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সান্দেরাই নগরের জনৈক জৈন[১] পুরোহিতের প্রদত্ত বংশ-পত্রিকা হইতে অনেক প্রাচীন বিবরণ আহরণ করা হইয়াছে।—রাজপুত রাজগণের রাজত্বের কাল নিরূপণ করিয়া জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থও অবলম্বিত হইয়াছে।—উদয়পুরের রাজবাটীতে রাজবংশের বৃত্তান্ত সংক্রান্ত চারিখানি হস্তাক্ষর গ্রন্থও হস্তগত হইয়াছিল;—ঐ গ্রন্থচতুষ্টয়ের নাম খোমানরাস, রাজবিলাস, রাজরত্নাকর ও জয়বিলাস।—তদ্ভিন্ন রাণা ও তাঁহার পারিষদবর্গের বাচনিক বর্ণনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলাম।—বাবর ও জাহাঙ্গীর শাহার বিরচিত গ্রন্থ এবং দিল্লীর সম্রাটগণের ও তন্মন্ত্রিবর্গের পত্রাদি হইতেও অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।—যে সকল সংস্কৃত ও পারসী গ্রন্থে প্রসঙ্গত মিবার-রাজবংশের উল্লেখ আছে, তৎসমুদায় হইতেও সারসঙ্কলন করা হইয়াছে।—মন্দিরাদির খোদিত লিপি হইতেও সময়-সমন্বয়-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।—বস্তুত, ষোড়শবর্ষব্যাপী গবেষণা দ্বারা যে কিছু অনুকূল উপকরণ হস্তগত হইয়াছে, তাহার কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। এই সকল মূলের প্রতি নির্ভর করিয়া মিবারের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে।

---

(১) জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিশেষ। বৌদ্ধগণের ন্যায় জৈনেরাও হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে জাতি-প্রভেদ প্রচলিত আছে। জৈনদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা পারশনাথ। গুজরাট ও রাজস্থানে এতদ্ধর্ম্মাবলম্বী অনেক লোক অদ্যাবধি রহিয়াছে।

প্রথমত মিবার-রাজগণের বংশবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইতেছে।

ক্ষত্রিয়গণ তিন প্রধান বংশে বিভক্ত ;—সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, ও অগ্নিবংশ[১]। ইহার মধ্যে অগ্নিবংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই তিন বংশের শাখা প্রশাখা দ্বারা রাজপুতগণের মধ্যে ছত্রিশটি কুল উৎপন্ন হইয়াছে। তৎসমুদায়ের নাম ও বিবরণ স্থলান্তরে প্রকটিত হইবে। মিবারের রাজকুল ঐ ছত্রিশকুলের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।[২]

মহদ্‌বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইতে সকল দেশের ও সকল কালের মনুষ্যগণের প্রবল ইচ্ছা। যদিও অনেক স্থলে ইহা উপহাস-জনক হয় বটে, তথাচ এরূপ ইচ্ছা যে স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে সংশয় নাই। মহাত্মা টড বলেন, রাজপুতগণের মধ্যে ঐ ইচ্ছার বিশেষ প্রবলতা লক্ষিত হয়। তাঁহারা আপনাদিগকে মনুষ্যের বংশজাত বলিতে অনিচ্ছুক,—কেহ কেহ দেবতাকে, কেহ কেহ দেবতুল্য পুরুষকে স্বীয় স্বীয় বংশের আদিপুরুষ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশে স্থান লাভ করিতে না পারিয়া অনেকে নিজ নিজ বংশকে দৈত্যবংশ বলিয়াও স্বীকার করেন, তথাচ নরলোক হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি অঙ্গীকার করেন না। কিন্তু বোধ হয়, কোন বংশের কুলকারিকা ঘটনাক্রমে বিনষ্ট হওয়ায় —অথবা কোন বংশের শাখা পিতৃধাম হইতে স্থানান্তরে বাস

---

(১) অগ্নিবংশ চারি শাখায় বিভক্ত : প্রমারা, পরিহার, চালুক অথবা শোলাঙ্কী, এবং চোহান।

(২) ইক্ষ্বাকু ও পুরূরবা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের ধারাবাহিক নাম সম্বলিত বংশ-পত্রিকা ও তৎসংক্রান্ত কাল সমন্বয়াদি বিবরণ এবং ছত্রিশ রাজকুলের নাম ও বৃত্তান্ত পৃথক খণ্ডে বর্ণন করা যাইবে।

করিয়া কালক্রমে আপনাদিগের স্বরূপ বংশ-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হওয়ায়, কুলাচার্য্যগণের কল্পনাশক্তি হইতে এরূপ অমূলক কুল-গৌরবের উৎপত্তি হইয়াছে।

সে যাহা হউক, যুনানী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, সেকন্দর শাহা দিগ্বিজয়কালে ভারতবর্ষে সমাগত হইলে পোরস[১] নামে জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। "ওজেনি"[২] নগরের অপর এক রাজা রোমের সম্রাট আগস্‌টসের নিকট উভয় রাজ্যের বাণিজ্য কার্য্য ব্যবস্থিত করণার্থে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহারও নাম পোরস[১]। এই উভয়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম পোরসকে, কেহ বা দ্বিতীয় পোরসকে মিবারের রাণাগণের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—পক্ষান্তরে অনেকের মতে রাণাগণ পারস্যদেশের নৌসেরোয়াঁ রাজার বংশ-সম্ভূত। রাণাগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ পরস্পর অসমঞ্জস অনেক সিদ্ধান্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু তৎসমুদায়ের বিশেষ বিশ্বাস্য প্রমাণ নাই [ক]। টড সাহেব কহেন, আমি এ সকল মতের পোষকতা করিতে পারি না। আমি এই বংশের যে মূল নিরূপণ করিয়াছি, তাহা পারস্য রাজবংশ অপেক্ষা প্রাচীন; এবং বংশাবলী বিষয়ে যাঁহারা নিতান্ত সন্দিগ্ধ; ভরসা করি, তাঁহারাও আমার মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইবেন।

---

(১) উজ্জয়িনীনগরে প্রমারা বংশীয় রাজগণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। টড সাহেব বলেন, চলিত ভাষায় তাঁহাদিগের বংশাখ্যান পুয়ার। পুয়ার হইতে পোরস নাম উৎপত্তির সম্ভব।—কিন্তু চন্দ্র বংশীয় পুরুর সন্তানগণের পুরুজ উপাধির বিকারে পোরস শব্দের উৎপত্তি হওয়াও অসঙ্গত নহে।

(২) উজ্জয়িনী।

যে বংশে লঙ্কা-বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে বংশজাত মহাপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ পুরাণে এবং কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্যে প্রচুর রূপে প্রদীপ্ত রহিয়াছে, মিবারের রাজবংশ সেই সূর্য্যবংশ-সম্ভূত। সূর্য্যবংশে পুরাকালে রঘুনামে জনৈক কীর্ত্তিমান রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে সূর্য্যবংশের অপর সংজ্ঞা রঘুবংশ। মিবারের রাজবংশ তন্নিমিত্ত 'সূর্য্যবংশী' ও 'রঘুবংশী' এতদুভয় আখ্যানের অধিকারী। অন্যান্য যে সকল রাজপুতেরা সূর্য্যবংশী বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন, তাঁহাদিগের তদ্রূপ মর্য্যাদার বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত হয়; কিন্তু মিবারের রাণাগণ যে, সূর্য্যের সন্তান, ইহা সর্ব্বসম্মত। এ কারণ মিবারের রাজা "হিন্দুসূর্য্য"[১] নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

রাণাগণের বংশাবলী সম্বন্ধে আম্বর (জয়পুর) প্রদেশের রাজা জয়সিংহও উক্ত রূপ মীমাংসা করিয়াছেন। জ্যোতিষ ও ইতিবৃত্ত বেত্তা এই পণ্ডিতরাজ কহেন যে, রামচন্দ্রের দুই পুত্র; লোহ (লব) ও কুশ। লোহ, লোহকোট অর্থাৎ লাহোর রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। লোহ হইতে ৫৫ পুরুষ পরে সূর্য্যবংশে সুমিত্র নামে এক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। এই সুমিত্র রাজা বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী। ভাগবত পুরাণেও তাঁহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিবারের রাণাগণ ঐ সুমিত্র রাজার সন্তান; সুতরাং রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লোহের

(১) মেঘাচ্ছন্ন দিবসে মিবারের রাজা, আপন প্রাসাদের "সূর্য্যগোকরা" নামক একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রজাগণকে দর্শন দান করিয়া থাকেন; তাহাতেই প্রজাগণের সূর্য্য দর্শন সিদ্ধ হয়।

বংশ-সম্ভূত। সুমিত্র রাজা হইতে এই বংশীয় পুরুষগণের ধারাবাহিক নাম জয়সিংহ কর্ত্তৃক তদ্‌গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে।

অন্যান্য স্থান হইতে আহরিত বংশপত্রিকার মধ্যে দশখানি পত্রিকায় প্রকাশ পায় যে, কনকসেন নামে এক ব্যক্তি মিবার রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি ২০১ সম্বতে ভারতবর্ষের উত্তর ভাগ হইতে সৌরাষ্ট্র দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ঐ উত্তর ভাগ লাহোর রাজ্য কি না, বংশপত্রিকায় তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, কনকসেনের অপর নাম কোশলাপুত্র। রামচন্দ্রের রাজ্যের সংস্কৃত গ্রন্থানুযায়ী নাম কোশলা[১]; অযোধ্যা স্বরূপত ঐ রাজ্যের রাজধানীর নাম মাত্র। কোশলার সহিত কনকসেনের নামান্তরের এইরূপ শব্দ সাদৃশ্য দ্বারাও জয়সিংহের মীমাংসার পোষকতা হইতেছে। বিশেষত লাহোর রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর ভাগস্থ বটে।

একে অতি পুরাকালীন বিষয়, তাহাতে বাসস্থানের পরিবর্ত্তন নিবন্ধন ও নূতন রাজ্যাধিকার বশত বংশের উপাধি পুনঃপুন পরিবর্ত্তিত[২] হওয়ায় বংশাবলী নিরূপণ করা নিতান্ত

---

(১) টড সাহেব লিখিয়াছেন যে, রামজননী কৌশল্যার নামানুসারে রামরাজ্যের কোশলা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু কৌশল্যার পূর্ব্বকাল হইতেই তদ্রাজ্যের কোশলা নাম প্রসিদ্ধ ছিল। অধিকন্তু সংস্কৃত শব্দের নিয়মানুসারে বরঞ্চ কোশলা হইতেই কৌশল্যা শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে।

(২) কনকসেন হইতে বহু পুরুষ পর্য্যন্ত 'সেন' উপাধি প্রচলিত ছিল।—তৎপরে ক্রমান্বয়ে 'আদিত্য', 'গিহ্লোট', 'আহারিয়া', 'শিশোদিয়া' ইত্যাদি বিবিধ বংশাখ্যানের সঞ্চার হয়; গিহ্লোট ও শিশোদিয়া উপাধি অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

"আদিত্য", বোধ হয়, সূর্য্যবংশ-সূচক উপাধি। গুহা নামে ঐ বংশীয় জনৈক রাজার নামানুসারে তৎপরে গোহিলোট উপাধি হয়, গোহিলোটের অপভ্রংশ "গিহ্লোট"।

সুকঠিন। বিশেষত প্রাচীন মর্য্যাদাশালী বংশ-তরুর মূল-দেশ কবিকুলের কল্পনা-লতা দ্বারা এরূপ নিবিড় বিজড়িত যে, তাহা অল্প শ্রমে বিযুক্ত হইবার নহে। অপিচ ঐ তরুর শাখা প্রশাখায় কালক্রমে দেব দৈত্যাদিরও আবির্ভাব হইয়াছে। লোকের বিশ্বাসও, স্বতঃসিদ্ধ, দীর্ঘশ্রুত বাক্যের অনুগামী হয়। তদ্বিরুদ্ধ মর্ম্মের কোন মীমাংসায় আশু কাহার প্রত্যয় হয় না। উদাহরণার্থে লেখা যাইতেছে যে, বাপ্পা রাওল নামে রাণাগণের জনৈক পূর্ব্ব পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র ৫০০ হস্ত পরিমিত ছিল; তিনি স্বয়ং ২০ হস্ত পরিমিত দীর্ঘকায় ছিলেন; মহাদেবী তাঁহাকে যে খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্ব ৩২ সের পরিমিত;—ইত্যাদি বাক্যে মিবারবাসিগণের প্রগাঢ় বিশ্বাস। যিনি এ সকল বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় তিনি নাস্তিক।

রাণাগণ এক্ষণে যদিও রামচন্দ্রের বংশ-জাত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, তথাচ হেতু বশত অনুমান হয় যে, তাঁহারা প্রথমত শাক-দ্বীপ[১] হইতে ভারতবর্ষে আগত হইয়াছিলেন। প্রাচীন

তৎপরে মিবারের বর্ত্তমান রাজধানী উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী আনন্দপুর আহার নগরে বাস করা প্রযুক্ত আহারিয়া উপাধি হয়। তদনন্তর মাহুপ নামে জনৈক রাজা বহুকষ্টে কোন স্থানে একটি শশক শিকার করিয়া তদ্ব্যাপারের স্মরণার্থে ঐ স্থানে শিশোদা নামে এক নগর স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন, তদবধি শিশোদিয়া উপাধি প্রচলিত হইয়াছে।

(১) শাক জাতির বাসস্থানের নাম শাকদ্বীপ। গ্রীক ভাষায় তাহার নাম সিথিয়া (scythia)। গ্রীক গ্রন্থে লিখিত আছে, কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্বভাগ-নিবাসী সমুদয় জাতির সাধারণ নাম শাক জাতি। ইহারা প্রথমে আরাক্‌সিস নদীর কূলে বাস করিত। আরাক্‌সিস নদীর আধুনিক নাম জাকসারতিস।

টড সাহেব কহেন, গ্রীক গ্রন্থের সিথিয়ার বর্ণনার সহিত পুরাণের শাকদ্বীপের বর্ণনার সমতা পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত আরাকসিস নদীর পৌরাণিক নাম আরব্রহ্ম। কিন্তু কোন্

কালীন শাক-দ্বীপ-বাসীরা সূর্য্যের উপাসনা করিতেন, রাণার পূর্ব্ব পুরুষেরাও সূর্য্য-উপাসক ছিলেন। ঐ উপাস্য দেবের অনেক ভগ্ন মন্দির তাঁহাদিগের পূর্ব্বধাম সৌরাষ্ট্র দেশে অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়। সূর্য্যের উপাসনা হইতে তদ্দেশের সৌরাষ্ট্র নাম হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রের শব্দার্থ সৌরগণের রাজ্য[১]। রাণাগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা সূর্য্য ও তৎপ্রতিনিধি অগ্নি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের উপাসনা করিতেন না। তৎপরে কালক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে লিঙ্গ-উপাসনা প্রচলিত হয়। টড সাহেব বলেন, সূর্য্যদেবের উদ্দেশে তৎসঙ্কেত প্রতিমা স্বরূপে, কিম্বা অন্য কোন দেবতাভাবে লিঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি প্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা যায় না। অন্যান্য যে সকল দেব দেবীর উপাসনা এক্ষণে রাজস্থানে প্রচলিত আছে, রাজপুতগণের মধ্যে অধুনা তাঁহাদিগের আবির্ভাব হইয়াছে।

সে যাহা হউক, এই গ্রন্থে কনকসেন হইতেই রাণাগণের ইতিবৃত্তের আরম্ভ করা হইল।

কনকসেন লাহোর হইতে কোন্ পথে সৌরাষ্ট্র দেশে আসিয়াছিলেন, তাহার নিরূপণ হয় না। সৌরাষ্ট্র দেশে প্রমারা বংশীয় কোন রাজার রাজ্য তিনি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া

পুরাণের সহিত গ্রীক গ্রন্থের তাদৃশ সমতা, তিনি তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পুরাণে শাকদ্বীপের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে কেবল এইমাত্র বিজ্ঞাতব্য বিবরণ দৃষ্ট হইল যে, শাকদ্বীপ-বাসিগণ সূর্য্য-উপাসক ছিলেন। পুরাণ ও মহাভারতের অনেক স্থলে শাক জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) সৌর শব্দে সূর্য্য-উপাসক ও সূর্য্যবংশীয় উভয়ার্থই সঙ্গত। অতএব সূর্য্যবংশীয়গণের রাজ্য প্রযুক্তও সৌরাষ্ট্র নামের উৎপত্তি হইতে পারে।

খৃষ্টীয় ১৪৪ অব্দে বীরনগর নামে এক নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কনকসেন হইতে চারি পুরুষ পরে বিজয়সেন নামে রাজা, বিজয়পুর নগর সংস্থাপন করেন। সৌরাষ্ট্র দেশের প্রান্তভাগে এক্ষণে যে স্থানে ধোল্‌কা নগর দৃষ্ট হয়, অনেকে অনুমান করেন, ঐ স্থানে বিজয়পুর অবস্থিত ছিল[১]। বিদর্ভ নগরও ঐ বিজয়সেনের দ্বারা সংস্থাপিত হয়। কালক্রমে ঐ নগর সিহোর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বিজয়সেনের স্থাপিত সমুদয় নগরের মধ্যে তাঁহার রাজধানী বল্লভীপুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দীর্ঘকাল ব্যাপী অন্বেষণান্তে এক্ষণে নিরূপিত হইয়াছে যে, ভোও নগরের ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে বালভী নামক যে গ্রাম আছে; উহাই অবসন্ন বল্লভীপুরের অবশেষ। শত্রুঞ্জয়-মহাত্মা নামে জৈনদিগের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে; তদ্দ্বারাও ঐ নগরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। মিবারের রাজবংশ বল্লভীপুর হইতে সমাগত হইয়াছেন, এরূপ প্রবাদ ছিল মাত্র। কিন্তু দীর্ঘকালাবধি তাহার কোন সন্তোষ-জনক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সম্প্রতি রাণার রাজ্যস্থ কোন ভগ্ন দেবালয়ের লিপি দ্বারা সে অভাব নিরাকৃত হইয়াছে। ঐ লিপিতে কোন মহান্ কার্য্যের বর্ণনান্তে উক্ত হইয়াছে যে, এ সমস্ত সত্য কি না, তাহার "সাক্ষী বালভীর প্রাচীর"। বিশেষত রাণা রাজসিংহের সময়ের বিরচিত এক খানি গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে,—"পশ্চিম ভাগে সুরাট দেশ;—যে দেশ সুপ্রসিদ্ধ। বর্ব্বর জাতীয়েরা ঐ দেশ আক্রমণ করিয়া বালকানাথকে পরাজয়

---

(১) কথিত আছে, পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাসের স্থান বিরাটপুর ঐ স্থানে অবস্থিত ছিল, তন্নিমিত্ত সামান্যত ঐ নগরকে বিজয়পুরবিরাটগড় বলা হইয়া থাকে।

করিল।[১] প্রমারার দুহিতা ভিন্ন আর সকলেই বল্লভীপুরের বিপ্লবে বিনষ্ট হইলেন।"

কনকসেনের বংশীয় শিলাদিত্য[২] রাজার সময়ে অসভ্য-জাতীয় শত্রুগণ বল্লভীপুর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিল। কনকসেন হইতে শিলাদিত্য অবধি সমুদয় রাজগণের নাম বা কার্য্যের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে, বল্লভীপুরে সূর্য্যকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড ছিল। যুদ্ধের সময়ে শিলাদিত্য আবাহন করিলে ঐ কুণ্ড হইতে সূর্য্যের রথের সপ্ত-শিরা অশ্ব সমুত্থিত হইত। ঐ অশ্বযুক্ত রথারোহণে রণে গমন করিলে কেহই তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিত না। শিলাদিত্যের জনৈক দুষ্ট কর্ম্মচারী বিপক্ষগণকে তদ্বিষয় বিদিত করিয়া গোরক্ত দ্বারা কুণ্ড অপবিত্র করিতে মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল। তদনুসারে কুণ্ড অপবিত্র হইলে পর, বিপক্ষের আক্রমণ সময়ে রাজা সকাতরে বারম্বার আবাহন করিলেন, তথাচ সূর্য্যের অশ্ব উপস্থিত হইল না। এই রূপে দেবানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াই বল্লভীপুর বিপক্ষের আক্রমণে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। রাজা শিলাদিত্য ও তাঁহার আত্মীয়বর্গও অসভ্যগণের সমরে নিহত হইয়াছিলেন। বল্লভীপুর সম্বন্ধে এই মাত্র প্রবাদ[৩] প্রাপ্ত

---

(১) টড সাহেবের মতে সূর্য্যের নামান্তর বালকানাথ। কিন্তু এ বিষয়ের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাইবেল গ্রন্থে প্রকাশ যে, হিব্রুজাতি এক সময়ে বাল্ (Baal) নামে এক দেবতার উপাসনা করিয়াছিলেন। বাল ও বালকানাথ এক দেবতা কি?

(২) কথিত আছে, সূর্য্যদেব তাঁহাকে এক শিলা প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ শিলা শত্রুপক্ষের অঙ্গে স্পর্শ করাইলেই তাহাদিগের মৃত্যু হইত। তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম শিলাদিত্য।

(৩) এতৎ প্রবাদের অলঙ্কার ভাগ পরিহার করিলে ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয় যে, নগরাবরোধকারি-বিপক্ষগণের কৌশল ক্রমে নগরের জল-সঞ্চয় অপেয় হইয়া উঠিয়াছিল,

হওয়া যায়। জৈন গ্রন্থানুসারে ২০৫ সম্বতে বল্লভীপুর বিনষ্ট হইয়াছিল।

গোরক্ত দ্বারা সূর্য্যকুণ্ড অপবিত্র করিয়া কোন্ অসভ্য জাতি বল্লভীপুর বিনষ্ট করিয়াছিল, নিঃসংশয়ে তাহার নিরূপণ হয় না। প্রাচীন পারস্য-বাসীরা বৃষকে পবিত্র পশু জ্ঞান করিত, অথচ সূর্য্যের উপাসনার্থে তাহারা বৃষকে বলি প্রদানও করিত। কিন্তু বোধ হয়, বল্লভীপুর-বিনাশক শত্রু পারস্য-বাসী নহে। প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দিতে সিন্ধুনদের কূলে পারদ[১]গণের একটি বিস্তৃত রাজ্য বিদ্যমান ছিল। বল্লভীপুর বিনাশের সমকালে শ্বেতবর্ণ হুন[২]জাতীয়েরাও ঐ নদের কূলবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। এই উভয়ের মধ্যে এক জাতির দ্বারা বল্লভীপুর বিনষ্ট হওয়ার অপেক্ষাকৃত অধিক সম্ভাবনা [খ]। পারদ ও হুন এতদুভয় জাতির আদি বাসস্থান শাকদ্বীপ। শাকদ্বীপ হইতে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারী অনেক অসভ্য জাতি কোন এক সময়ে ভারতবর্ষে ও ইউরোপ খণ্ডে গমন করিয়াছিল [গ]। ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সে সময়টি বিশেষ

তজ্জন্য হিন্দুগণ নগরের বহির্ভাগে আসিয়া সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। গাগরৌণ প্রদেশের খীচিবংশীয় রাজার সহিত যুদ্ধ সময়ে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিনও ঐরূপ কৌশল অবলম্বনে তৎস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

(১) পারথিয়ান (Parthian)। পুরাণের অনেক স্থানে পারদজাতির উল্লেখ আছে। সূর্য্যবংশীয় সগর রাজা পৃথক পৃথক বাহ্য চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছগণকে এক সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। যবনেরা সর্ব্বশির-মুণ্ডিত, শকজাতি অর্দ্ধশির-মুণ্ডিত, পারদেরা মুক্তকেশ এবং পহ্লবেরা শ্মশ্রুধারী হইয়া চিহ্নিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণ।

(২) হুন নাম ধারী প্রাচীন কালের অসভ্যজাতির উল্লেখ পুরাণে ও ইউরোপের ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লক্ষিতব্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সকল বিদেশীয়েরা হিন্দুস্থানে আসিয়া কালক্রমে হিন্দুজাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। রাজপুতগণের ছত্রিশ কুলের মধ্যে অনেক কুল শাকদ্বীপ হইতে আগত;—কিন্তু সে বিষয় অনেকে অনভিজ্ঞ। ঐ সকল বিদেশীয়েরা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দির পূর্ব্বে[১] হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু কত পূর্ব্বে তাহার নিরূপণ হয় না। এ বিষয়ের সঠিক অন্বেষণ করা বিশেষ আবশ্যক, অলীক কৌতূহল পরিতৃপ্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে; তদ্দ্বারা অনেক অজ্ঞাত সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে।[২]

সান্দেরাই নামক স্থান হইতে যে বংশ-পত্রিকা সংগৃহীত হয়, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, বল্লভীপুর বিনষ্ট হইলে পর তন্নিবাসিগণ মারবার রাজ্যে আসিয়া বালি, সান্দেরাই এবং

---

(১) তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হইবে।

(২) বিদেশীয়গণ কখন যে হিন্দুজাতি ভুক্ত হইয়াছেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু হিন্দুস্থানে (মিথিলা প্রভৃতি প্রদেশে) এক শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা অদ্যাবধি শাকল-দ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হইয়া আরোগ্যাভিলাষে সূর্য্যের উপাসনা করায় আদেশ হইয়াছিল যে, শাকলদ্বীপের সূর্য্য-উপাসকেরা ভিন্ন শাম্বের পীড়ার প্রতীকার অন্য কেহ করিতে পারিবে না। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দূত দ্বারা তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের বংশের অনেকে অদ্যাবধি চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন এবং উপাসনা ও আহার ব্যবহার ইত্যাদি সকল বিষয়েই এক্ষণে হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রতীত হইবে যে, বিদেশীয়গণের হিন্দুত্ব প্রাপ্তি নিতান্ত অবিশ্বাস্য বিষয় নহে। ইহারা শাকদ্বীপ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান ব্রাহ্মণজাতিতে সম্প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ-বিভাগ থাকার কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং বোধ হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মিসির নামে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা মিসর দেশ হইতে আসিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়েরও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

নাদোর নামে নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। ঐ সকল নগর অদ্যাবধি কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থায় আছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত হস্তাক্ষর-গ্রন্থসমূহে গাজনী[১] নামে আর এক নগরেরও উল্লেখ আছে। সৌরাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত হইয়া সূর্য্য বংশীয়েরা ঐ নগরে কিয়দ্দিবস বাস করিয়াছিলেন। কোন ভট্টের কারিকায় লিখিত আছে, "অসভ্যেরা গাজনী হস্ত-গত করিল। শিলাদিত্যের গৃহ জনশূন্য হইল। সেই গৃহ রক্ষা করিতে তাঁহার বীরবর্গ নিহত হইলেন। তাঁহার বংশের কেবল নাম মাত্র রহিল"।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গুহার জন্ম;—তাঁহার ইদরদেশ প্রাপ্তি;—গিহ্‌লোট নাম উৎপত্তির বিবরণ;—গিহ্‌লোটগণের প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি;—বাপ্‌পার বিবরণ;—বাপ্‌পার শৈব দীক্ষা,—চিতোর প্রাপ্তি;—বাপ্‌পার আশ্চর্য্য অন্তিম বিবরণ;—দ্বিতীয় হইতে একাদশ সম্বৎ অবধি মিবার ইতিবৃত্তের প্রধান কাল চতুষ্টয় নিরূপণ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, শিলাদিত্য রাজার সময়ে সূর্য্যবংশীয়গণের রাজধানী বল্লভীপুর বর্বর জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। রাজা শিলাদিত্য স্বগণ সহ সমরে

---

(১) কাম্বে নামক প্রসিদ্ধ আধুনিক নগরের নিকটে গাজনীনগর অবস্থিত ছিল।

নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিজনবর্গের মধ্যে রাণী পুষ্পবতী জীবিতা ছিলেন মাত্র। রাজার অন্যান্য সীমন্তিনীগণ স্বামীর সহগামিনী হইয়াছিলেন।

রাণী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতী[১] নগরের প্রমারা বংশীয় রাজার দুহিতা। বল্লভীপুর আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে পুষ্পবতী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল কামনায় স্বীয় পিতার রাজ্যস্থ জগদম্বা দেবীর উপাসনার্থে তথায় গমন করিয়াছিলেন। অভিলষিত বর লাভান্তে তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে পথি মধ্যে বল্লভীপুর ও বল্লভের বিনাশ বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া রাণী মালিয়া প্রদেশের এক পর্ব্বত গুহায় পলায়ন করিয়া রহিলেন। ঐ স্থানে ত্বরায় তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। বীরনগরের কমলাবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীকে স্বীয় সদ্যোজাত সন্তান সমর্পণ করিয়া রাণী পতি-লোক-প্রাপ্তি কামনায় চিতানলে তনু ত্যাগ করিলেন। পুষ্পবতী প্রাণত্যাগ সময়ে ব্রাহ্মণীকে অনুরোধ করিয়া যান যে, তিনি যেন এই বালককে ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়া রাজপুত বংশীয়া কন্যার সহিত পরিণীত করেন।

কমলাবতী সস্নেহে শিশুকে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং পর্ব্বত-গুহায় জন্ম প্রযুক্ত তাঁহার গুহা নাম রাখিয়াছিলেন।[২] কিন্তু গুহার প্রকৃতি দিন দিন অতীব অশান্ত হইয়া উঠিল। রাজপুত বংশীয় বালকগণের সহবাসে বন্য পশু পক্ষী হনন করিয়া গুহা কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একাদশ

---

(১) চন্দ্রাবতী নগরের আধুনিক নাম আবুনগর।—আবুনগর রাজস্থানের সিহোরী প্রদেশে অবস্থিত।

(২) সাধুভাষায় গুহার নাম গ্রহাদিত্য।

বর্ষ বয়সে তাঁহার প্রকৃতি নিতান্ত অদম্য হইয়া উঠিল। এতদ্ বিষয়ে রাজস্থানের দেশীয় প্রবাদ-বাক্যে কহে, "সূর্য্যের কিরণ কে আবরণ করিতে পারে?"

এতৎসময়ে ইদর[১] নামক প্রদেশ বন্য ভীল জাতির অধিকৃত ছিল; ঐ ভীলগণের তৎকালীন রাজার নাম মণ্ডলিকা। প্রতিপালক শান্তশীল ব্রাহ্মণগণের সহিত উগ্র-প্রকৃতি গুহার মিলন হইল না। তিনি সমপ্রচণ্ড ভীলগণের অনুরাগী হইয়া তাহাদিগের সহবাসে সর্ব্বদা বনে বনে ভ্রমণ করিতেন; এবং কালক্রমে ঐ "বনপুত্র"[২] জাতির এরূপ প্রীতি-ভাজন হইয়া উঠিলেন যে, ভীলেরা একদা ইচ্ছা পূর্ব্বক শৈল-কানন-সমন্বিত ইদর প্রদেশের আধিপত্য তাঁহাকে সমর্পণ করিল। আবুল ফজলের[৩] ও ভট্টগণের গ্রন্থে গুহার ইদর রাজ্য প্রাপ্তির বক্ষ্যমাণ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক দিন ভীল বালকেরা বন-মধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে আপনাদিগের জনৈক রাজা অবধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সকলেই একবাক্যে গুহাকে মনোনীত করিল। এক জন ভীল বালক তৎক্ষণাৎ স্বীয় করাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া তৎশোণিত দ্বারা গুহার ললাটে রাজটীকা প্রদান করিল। এই ক্রীড়ার ব্যাপার ইতঃপর কার্য্যত সত্য হইয়া উঠিল, যে হেতু ভীল-রাজা মণ্ডলিকা এতদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রীতি সহকারে ইদর রাজ্য গুহাকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু গুহা তদনন্তর বিনাপরাধে ও বিনা প্রয়োজনে ভীল-পতির প্রাণ-

---

(১) মিবারের দক্ষিণ সীমায় ইদর রাজ্য।

(২) ভীলেরা ভূমিপুত্র ও বন-পুত্র বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করে।

(৩) ইনি আকবর বাদশাহের জনৈক সভাসদ এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন। আইন আকবরী নামক গ্রন্থের রচনায় ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ নিদর্শন রহিয়াছে।

সংহার করিয়া নিতান্ত কৃতঘ্ন স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। গুহার নামানুসারে তাঁহার বংশীয়েরা গোহিলোট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। টড সাহেব বলেন, গোহিলোটের সাধুভাষা গ্রাহিলোট। গ্রাহিলোটের অপভ্রংশে গিহ্‌লোট উপাধির উৎপত্তি হইয়াছে।

গুহার বংশীয় আট জন রাজা ক্রমান্বয়ে ইদর প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদনন্তর কালক্রমে ভীলেরা বিজাতীয় আধিপত্যে বিরক্ত হইয়া (গুহা হইতে অষ্টম পুরুষ) নাগাদিত্য রাজাকে নিহত করিয়া ইদর রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিল।

কমলাবতীর বংশ-সম্ভূত ব্রাহ্মণেরা এতাবৎ গুহার গৃহের পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহারাই পুনর্ব্বার বল্লভী-রাজবংশের পরিরক্ষক হইলেন। বাপ্‌পা[1] নামে নাগাদিত্যের তিন বর্ষ বয়স্ক একটি পুত্র ছিল। ঐ শিশু পুরোহিতের দ্বারা প্রথমত ভাণ্ডীর[2] দুর্গে সমানীত হইয়া যদু-বংশীয়[3] জনৈক ভীলের নিকটে সমর্পিত হয়েন। ভীলের প্রতি বিশ্বাস না হওয়ায় রাজশিশু তথা হইতে তদনন্তর পরাশর কাননে পরিচালিত হইয়াছিলেন। পরাশর কাননের নিবিড়

---

(১) "বাপ্‌পা," শিশুর প্রতি স্নেহ-সূচক, সম্বোধন বাক্য মাত্র। কিন্তু নাগাদিত্যের পুত্রের এই নামের আর পরিবর্ত্তন হইল না। কোন কোন প্রাচীন লিপিতে তিনি শিলাধীশ নামে উক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বাপ্‌পা নামই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

(২) মিবারের জারোল নগরের প্রায় ৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাণ্ডীর দুর্গ।

(৩) রাজস্থানের পার্ব্বত্য ভীল জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম 'উজ্জ্বলা' (বিশুদ্ধ) ভীল; দ্বিতীয় রাজপুত জাতির মিলনে সমুৎপন্ন সঙ্কর ভীল। রাজপুত জাতির বংশানুসারে ঐ সঙ্কর ভীলেরা 'যদুবংশীয় ভীল', 'শোলাঙ্কী ভীল' প্রভৃতি বিবিধ নামে উক্ত হইয়া থাকে।

অভ্যন্তরে ত্রিকূট নামা পর্ব্বতের মূল-দেশে নাগেন্দ্র[১] নগরে ঐ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। বিপ্র-পালিত বাপ্পার বাল্যকাল ঐ বিজন পরাশর কাননে অতিবাহিত হইয়াছিল।

এই প্রদেশের পর্ব্বত-শিখরে, গুহা-মধ্যে ও নির্ঝর-মূলে অতি পুরাতন দেবালয় সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। অত্রত্য বিজনতা প্রভাবে, বিশেষত প্রাকৃতিক শোভার মাধুরী ও গাম্ভীর্য্য অবলোকনে সমাগত ব্যক্তি মাত্রের অন্তরে স্বতই দৈব-ভক্তির আবির্ভাব হয়। প্রাচীন কালে এতদ্দেশ-বাসীরা কেবল মাত্র এক সৃজনী-শক্তির উপাসনা করিতেন। ঐ শক্তির সঙ্কেত প্রতিমা ভুজঙ্গ-বলয়িত লিঙ্গাকৃতি ও তদানুষঙ্গিক বৃষ মূর্ত্তিকে ভীলেরাও ভক্তি করিত। প্রাচীন সময়ে মহাদেব ভিন্ন এতৎ প্রদেশে অন্য কোন দেবতার আধিপত্য ছিল না। উদয়পুরে অদ্যাবধি প্রতি বৎসর মহাদেবের পর্ব্বোৎসব হইয়া থাকে; ভিন্ন-তন্ত্র-পরায়ণ জৈন ও বৈষ্ণবেরাও ঐ উৎসবে সম্মিলিত হইয়া থাকেন। এই উৎসবে পূর্ব্বে যেরূপ সমারোহ হইত, এক্ষণে আর তাদৃশ হয় না, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে গঙ্গা-যমুনার তটবর্ত্তি-প্রদেশসমূহে যে সকল দেব দেবীর উপাসনা-পদ্ধতি প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; গিহ্‌লোট বংশীয়েরা এক্ষণে সেই সকল দেব দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং একমাত্র একলিঙ্গ দেবের প্রতি আর তাঁহাদের তাদৃশ অখণ্ড অনুরাগ নাই। কিন্তু তথাচ অদ্যাবধি একলিঙ্গ দেবের প্রচুর প্রভুত্ব

(১) এই নগরের প্রচলিত নাম নাগদা। ইহা উদয়পুরের ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এইস্থানে মিবারের রাজবংশ-সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন খোদিত লিপি টড সাহেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি লিপি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী সময়ের। ঐ সকল লিপিতে গিহ্‌লোটের পরিবর্ত্তে বংশের পূর্ব্ব উপাধি গোহিলোট লিখিত আছে।

রহিয়াছে; অদ্যাবধি মিবারের রাজার সর্ব্বপ্রধান উপাধি "একলিঙ্গের দেওয়ান"। উদয়পুর নগরের প্রায় ৩ ক্রোশ উত্তরে একলিঙ্গ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবালয়টি প্রকাণ্ড ও বহু ব্যয়ে বিনির্ম্মিত, কিন্তু তাদৃশ সুদৃশ্য নহে। উহা ধবল মারবল উপলে গঠিত এবং সযত্নে খোদিত ও অলঙ্কৃত। পরধর্ম্ম-দ্বেষ্টা মুসলমানগণ হইতে উহা বহুল পরিমাণে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে। একলিঙ্গ দেবের বেদীর সম্মুখে জীবিত বৃষের ন্যায় একটি বৃহৎকায় বৃষ-মূর্ত্তি নিষণ্ণভাবে অবস্থিত আছে। ঐ প্রতিমা ধাতু-বিনির্ম্মিত, এবং সুন্দর অবয়ব-সম্পন্ন। উহা শূন্য-গর্ত্ত; তন্মধ্যে অর্থ আছে কি না, জানিবার নিমিত্ত মুসলমানেরা একটি স্থান বিদারণ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্ভিন্ন উহার কলেবরে আর কোথাও কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না।[১]

বাপ্পার বাল্যকাল সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। বাপ্পা যদিও সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র, তথাচ অবস্থানুরোধে প্রতিপালক ব্রাহ্মণগণের গোচারণ করিতেন।[২] কথিত আছে, একদিন শরৎকালে গোচরণার্থে কানন মধ্যে গমন করিয়া বাপ্পা এককালে ছয় শত কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের বালক বালিকাগণ শরৎকালে

(১) উদয়পুরের উত্তরাংশে নায়েন নামক স্থানের পর্ব্বত-গুহা-মধ্যে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ নাই, কেবল বৃষ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; উহার নাম নন্দ। অনেক যাত্রী তথায় গমন করিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে ঐ বৃষ-মূর্ত্তির অবস্থান-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়; তদ্দ্বারা জনগণ বৎসরের শস্যোৎপত্তির শুভাশুভ অনুমান করিয়া থাকে। কিরূপে তাহার অবস্থান-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

(২) টড সাহেব কহেন, সূর্য্যবংশীয়েরা গোচারণ কার্য্য অপমান-সূচক জ্ঞান করেন না। তদ্দ্বারা ইহাই বোধ হয় যে, গোচারণ তাঁহাদিগের শাক-দ্বীপে বাস" সময়ের প্রাচীন ব্যবহার—অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। (?)

দোলায় আরূঢ় হইয়া ঝুলনা খেলা করিয়া থাকে। তদনুসারে নাগেন্দ্র নগরের শোলাঙ্কী বংশীয় রাজপুত রাজার কুমারী-কন্যা তথাকার অন্যান্য বালিকাগণ সহ বন মধ্যে ঝুলনা খেলিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহাদের দোলা বান্ধিবার রজ্জু ছিল না। বাপ্পাকে দেখিয়া কন্যাগণ তাঁহার নিকট রজ্জু প্রার্থনা করিলে বাপ্পা কহিলেন, অগ্রে তাঁহার সহিত "বিবাহ খেলা" না খেলিলে তিনি রজ্জু দিবেন না। বালিকাগণের নিকট সকল ক্রীড়ার তুল্য সমাদর; সুতরাং তাহারা বাপ্পার ইচ্ছানুসারে বিবাহ খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল। রাজকন্যার ও বাপ্পার পরিধেয় বসন গ্রন্থি-বন্ধন করত কুমারীগণ হাত ধরাধরি করিয়া প্রথানুসারে বাপ্পাকে সাঁতবার প্রদক্ষিণ করিল। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে ঐ রাজকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, বর পক্ষীয় জনৈক সামুদ্রিক ব্রাহ্মণ পাত্রীর কর পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "ইনি পূর্ব্বেই বিবাহিতা হইয়াছেন।" তৎশ্রবণে কন্যার পিতৃবংশী-য়েরা সভীতি চিত্তে এবিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বাপ্পার সহচর গোপালেরা পূর্ব্বোক্ত "ক্রীড়া-বিবাহের" বিষয় অবগত ছিলেন। বাপ্পা যদিও নিঃসংশয়ে জানিতেন যে, তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে যেরূপ সমীহ করে, তাহাতে তাহা-দিগের দ্বারা কখনই তদ্বিষয় প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তিনি ভয় প্রযুক্ত তাহাদিগকে পশ্চাদুক্ত প্রকরণে শপথ করাইয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত খুলিয়া ও হস্তে একটি উপল-খণ্ড লইয়া একে একে সঙ্গিগণকে গর্ত্তের নিকট বসাইয়া কহিলেন "শপথ কর, আমার ভাল মন্দ সকল বিষয়ই গোপন

রাখিবে ; আমার অবাধ্য হইবে না; এবং যেখানে যাহা কিছু শুনিবে, সকলই আমাকে বলিবে; নচেৎ তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম এই প্রস্তরের ন্যায় রজকের গর্ত্তে নিপতিত হইবে” বলিয়াই প্রস্তর খণ্ড গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। বাপ্পার সহচরগণ কেহই ক্রীড়ার কথা ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু ছয় শত সরলা বালার জ্ঞাত রহস্য কত দিন গোপন থাকিতে পারে? যাহা হউক, শোলাঙ্কী রাজা শুনিলেন, বাপ্পাই এই কাণ্ড করিয়াছেন। সহচরগণ-মুখে বাপ্পা এতৎ সম্বাদ পাইয়া তৎপ্রদেশস্থ পর্ব্বতের বিজন দেশে পলায়ন করিলেন। তদবধি ক্রমশ তাঁহার সৌভাগ্য সঞ্চার হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ ছয় শত রমণীর আর পরিণয় হইল না। তাঁহারা বাপ্পারই গলগ্রহ হইয়া রহিলেন। এ কারণ রাজপুত জাতির অনেক ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়েরা বাপ্পার সন্তান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

নাগেন্দ্র নগর হইতে পলায়ন সময়ে দুইজন ভীল বাপ্পার সহগামী হইয়াছিল। এক জন উন্দ্রী প্রদেশ বাসী; ইহার নাম বালেও। অপর জন অগুনা-পনোর[১] নামক স্থান নিবাসী; ইহার নাম দেব। এই দুই জন ভীলের নাম বাপ্পার নামের সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বাপ্পা চিতোরের

---

(১) টড সাহেব কহেন, ভারতবর্ষের মধ্যে অগুনাপনোর প্রদেশ অদ্যাবধি প্রাকৃতিক স্বাধীন অবস্থায় রহিয়াছে। অগুনা এক সহস্র গ্রামে বিভক্ত। তত্রত্য ভীলেরা স্বজাতীয় জনৈক প্রধানের অধীনে নির্ব্বিঘ্নে বাস করে। ঐ প্রধানের উপাধি রাণা। অপর কোন রাজ্যের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন সংস্রব নাই। বিগ্রহ উপস্থিত হইলে অগুনার রাণা ধনুঃশর-ধারী পাঁচ সহস্র সেনা সংগ্রহ করিতে পারেন। অগুনাপনোর মিবার রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার সময়ে বালেও স্বীয় করাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া তৎশোণিত দ্বারা তাঁহার ললাটে রাজতিলক প্রদান করিয়াছিল। তদনুসারে অদ্যাবধি বাপ্পার বংশীয় রাজগণের সিংহাসন আরোহণের দিবসে ঐ দুই ভীলের সন্তানেরা আসিয়া অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। অগুনা প্রদেশের ভীল স্বীয় শোণিত দ্বারা রাজললাটে তিলকার্পণ ও রাজার বাহু ধারণ করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া থাকে। উন্দ্রী প্রদেশের ভীল তাবৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজ-টীকার উপকরণ[১] দ্রব্যের পাত্র ধারণ করে। যে প্রথা পুরুষানুক্রমে এরূপে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, কিরূপে সেই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল, অনুসন্ধান দ্বারা তাহা অবগত হইলে অন্তঃকরণ বিপুল আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠে।

মিবারের রাজ-অভিষেকের সমুদয় প্রাচীন নিয়ম রক্ষা করিতে হইলে বিপুল ব্যয়ের আবশ্যক। একারণ তাহার অনেকাঙ্গ এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাণা জগৎসিংহের পরে আর কাহারো অভিষেক পূর্ব্ববৎ সমারোহে সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার অভিষেকে ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মিবারের অতি সমৃদ্ধ সময়ের সমগ্র বর্ষের উৎপন্ন ৯০ লক্ষ টাকা।

নাগেন্দ্র নগর হইতে বাপ্পার পলায়নের যে কারণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত বটে, কিন্তু ভট্ট কবিগণের গ্রন্থে তাঁহার প্রস্থানের অন্য প্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়।

---

(১) রাজটীকার প্রধান ও প্রাচীন উপকরণ জল-সংযুক্ত তণ্ডুল-চূর্ণ। তজ্জন্য রাজস্থানের চলিত ভাষায় রাজটীকার নাম "খুশকী"। কালক্রমে সুগন্ধি-দ্রব্য-চূর্ণ তদুপকরণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

তাঁহারা কবি-জন-সুলভ কল্পনা প্রভাবে দৈব ঘটনার আরোপ করিয়া উহার বিলক্ষণ শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। কাল্পনিক বিবরণে অলঙ্কৃত নহে, এরূপ সম্ভ্রান্ত বংশ অতীব দুর্লভ। প্রাচীন কালীন্ কোন্ মহাপুরুষের অনৈসর্গিক ইতিহাস নাই? [রোমের স্থাপনকর্ত্তা দেবপুত্র রমুলস ব্যাঘ্রীর স্তনপানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, গ্রীস রাজ্যের হর্কুলিশ ও ইংলণ্ডের আর্থর রাজার কত কত দৈত্যদলনের ও অন্যান্য অমানুষ-সাধ্য কার্য্যের বিবরণ শ্রুত হওয়া যায়।] বাপ্পাও শত শত ভূপাল কুলের আদি পুরুষ, লোকাতীত সম্ভ্রম-ভাজন এবং চিরজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব কোন অলৌকিক ঘটনা ব্যতীত তাঁহার মহত্ত্ব রক্ষা হয় না। সুতরাং আমরা ভট্টগণ বিবর্ণিত বাপ্পার সৌভাগ্য সঞ্চারের বিবরণ নিম্নে প্রকটিত করিতেছি :—

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাপ্পা ব্রাহ্মণগণের গোচারণ করিতেন। তাঁহার পালিত একটি গাভীর স্তনে ব্রাহ্মণেরা উপর্য্যুপরি কিয়দ্দিবস দুগ্ধ না পাইয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, বাপ্পাই ঐ গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধপান করিয়া থাকেন। বাপ্পা ঈদৃশ অপবাদে যদিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু গাভীর স্তনে স্বরূপত দুগ্ধ না দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের সন্দেহ সুতরাং অমূলক বলিতে পারিলেন না। পরে স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, ঐ গাভী প্রত্যহ একটি পর্ব্বতগুহায় গমন করে এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাহার স্তন পয়ঃ-শূন্য হয়। বাপ্পা গাভীর অনুসরণে এক দিন গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং দেখিলেন, তথায় বেতস বনে এক জন যোগী ধ্যানাবস্থায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক শিবলিঙ্গ।

ঐ শিবলিঙ্গের মস্তকে পয়স্বিনীর ধবল পয়োধার প্রচুররূপে পরিবর্ষিত হইতেছে।

পূর্ব্বকালের যোগীঋষিগণ ভিন্ন ঐ প্রাকৃতিক ও পবিত্র দেবস্থলী ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বাপ্পা যে যোগীকে ধ্যানাবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হারীত।[১] জন-সমাগমে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইল; তিনি বাপ্পার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বাপ্পা আত্ম-বৃত্তান্ত যে পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন, তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন। তদনন্তর যোগীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে সে দিবস গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ইতঃপর বাপ্পা প্রত্যহ একবার যোগীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার পাদ প্রক্ষালন, পানার্থে পয়ঃপ্রদান এবং শিব-প্রীতিকাম হইয়া ধুস্তুরা অর্ক প্রভৃতি শিব-প্রিয় বন-পুষ্প সমূহ চয়ন করিতেন। সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া যোগিবর তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত ও শৈব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং স্বকরে তাঁহার কণ্ঠে পবিত্র যজ্ঞসূত্র সমর্পণ পূর্ব্বক "একলিঙ্গের দেওয়ান" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বাপ্পার ভক্তি সন্দর্শনে ভগবতী সিংহবাহিনী পার্ব্বতী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত ভল্ল, ধনুঃ, সশর-তূণীর, করবাল ও চর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন।[২] বাপ্পা এইরূপে অনুগৃহীত হইয়া শিবোপাসনা

---

(১) হারীতের বংশীয় ব্রাহ্মণেরা অদ্যাবধি একলিঙ্গের পূজক-পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। টড সাহেবের সমকালীন পুরোহিত হারীত হইতে ষষ্ট্যধিক ষষ্টিতম পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে রাণার মধ্যবর্ত্তিতায় শিবপুরাণ প্রাপ্ত হইয়া টড সাহেব ইংলণ্ডের রয়েল আসিয়াটিক সোসাইটী (Royal Asiatic Society) সমাজে প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) কথিত আছে, মহাদেবী স্বহস্তেই ঐ সমস্ত দেবায়ুধে বাপ্পাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তদবধি মহাদেবের প্রতি অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাপ্‌পা শৈব-উপাসনায় দীক্ষিত ও দেবায়ুধ-সম্পন্ন হইলে পর, হারীত স্বর্গগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বাপ্‌পাকে তদ্‌বৃত্তান্ত বিদিত করিয়া কহিলেন, "তুমি আগামী কল্য অতি প্রত্যূষে এখানে উপস্থিত হইবে।" বাপ্‌পা নিদ্রার বশীভূত হইয়া আদেশানুরূপ প্রত্যূষে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তিনি গমন করিয়া দেখিলেন, হারীত তখন আকাশ-পথের কিয়দ্দূরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যুৎ-বিভ বিমান উজ্জ্বলাঙ্গ অপ্সরোগণ বহন করিতেছে। হারীত বিমানগতি স্থগিত করিয়া বাপ্‌পাকে নিকটস্থ হইতে আদেশ করিলেন। তাহাতে উচ্চ হইবার উদ্যমে বাপ্‌পার কলেবর তৎক্ষণাৎ ২০ হস্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাচ তিনি গুরুদেবের রথ প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। ইহাতে যোগী তাঁহাকে মুখ ব্যাদান করিতে কহিলেন। তদনুসারে বাপ্‌পা বদন ব্যাদিত করিলে, কথিত আছে, যোগিবর তাঁহার মুখবিবরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন।[১] বাপ্‌পা তাহাতে ঘৃণা বোধ করিয়া ঐ নিষ্ঠীবন পদতলে নিক্ষেপ করায় তদপরাধ বশত তাঁহার ভাগ্যে অমরত্ব লাভ হইল না। কেবল তাঁহার শরীর অস্ত্রশস্ত্রের অভেদ্য হইয়া রহিল। হারীত অদৃশ্য হইলেন। বাপ্‌পা এইরূপে দেবানুগৃহীত হইয়া এবং আপনাকে চিতোরের মোরি রাজবংশের দৌহিত্র জানিয়া আর আলস্যে কালক্ষেপ করা যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিলেন না। গোচারণে তাঁহার অত্যন্ত

(১) কথিত আছে, মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রচারক মহম্মদ স্বীয় প্রিয় দৌহিত্র হোসেনের বদনে এইরূপ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন।
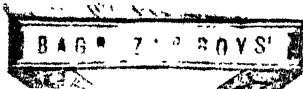
ঘৃণা জন্মিল। তিনি কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে অরণ্যবাস পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে গমন করিলেন। পথি মধ্যে নাহর-মুগরা[১] নামক পর্ব্বতে বিখ্যাত 'গোরকনাথ' ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ ঋষি তাঁহাকে আর একখানি দ্বিধার তীক্ষ্ণ করবাল[২] প্রদান করিয়াছিলেন। মন্ত্রপূত পূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলে ঐ তীক্ষ্ণ কৃপাণের আঘাতে পর্ব্বতও বিদীর্ণ হইতে পারে এবং বাপ্পা তৎপ্রভাবেই চিতোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভট্ট কবিগণের গ্রন্থে বাপ্পার নাগেন্দ্র নগর হইতে প্রস্থানের এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিবরণে মিবার-বাসীদিগের প্রগাঢ় বিশ্বাস।

মালবের ভূত পূর্ব্ব অধিপতি প্রমারা বংশীয়েরাই তৎকালে ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম ছিলেন। এই বংশের এক শাখার নাম মোরি। মোরি বংশীয়েরা এই সময়ে চিতোরের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু চিতোর তৎকালে প্রধান রাজপাট ছিল কি না, তাহার স্থিরতা নাই। বিবিধ অট্টালিকা এবং দুর্গ প্রভৃতিতে ঐ বংশের রাজত্ব কালের খোদিত লিপি বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মোরি রাজারা বিলক্ষণ পরাক্রমশালী ছিলেন।

---

(১) মিবারের রাজধানী উদয়পুরের পূর্ব্বভাগে প্রবেশ করিবার পথের ৩॥ ক্রোশ অন্তরে নাহরমুগরা পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতে রাজা এবং তৎপারিষদবর্গ মৃগয়া কালীন উপবেশন করিতেন। তাঁহাদের বসিবার স্থান সকল অদ্যাপি অসংস্কৃত এবং জীর্ণ অবস্থায় পতিত আছে।

(২) কথিত আছে, ঐ করবাল অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। রাণা ও সর্দ্দারগণ প্রতি বৎসর নিরূপিত দিবসে তাহার পূজা করিয়া থাকেন। ঐ করবাল প্রয়োগের মন্ত্র এই মর্ম্মের :—"হে অস্ত্র! গুরু গোরকনাথ এবং মহাদেব একলিঙ্গের আজ্ঞায়, তক্ষক নাগ এবং ঋষি হারীতের আজ্ঞায় এবং ভবানীদেবীর আজ্ঞায় তুমি আঘাত কর।"

বাপ্পা যৎকালে চিতোরে উপস্থিত হয়েন, তৎকালে মোরি বংশীয় মান রাজা সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। চিতোরের রাজবংশের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ[১] ছিল; সুতরাং বিশেষ সমাদর সহ রাজা তাঁহাকে সামন্ত পদে অভিষিক্ত করিয়া তদুচিত ভূমি-বৃত্তি প্রদান করিলেন। চিতোরের সর্দ্দারেরা সৈনিক-নিয়মে[২] ভূমি ভোগ করিতেন। তাঁহারা সমুচিত সম্মানাভাবে ইতিপূর্ব্বেই মান রাজার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে আগন্তুক বাপ্পার প্রতি তাঁহার সমধিক অনুরাগ সন্দর্শনে তাঁহারা সাতিশয় ঈর্ষান্বিত হইলেন। এই সময়ে চিতোর রাজ্য বিদেশীয় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সর্দ্দারেরা যুদ্ধার্থ আহূত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদ্যোগ করিলেন না। অধিকন্তু সৈনিক নিয়মানুসারে ভুক্ত ভূমির পাট্টা প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সাহঙ্কার বাক্যে কহিলেন, রাজা তাঁহার প্রিয়তর সর্দ্দারকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করুন।

বাপ্পা উপস্থিত যুদ্ধের ভার গ্রহণ করিয়া চিতোর হইতে যাত্রা করিলেন। সর্দ্দারেরা যদিও ভূমি-বৃত্তি-বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তথাচ লজ্জাবশত তাঁহারাও বাপ্পার অনুগামী

(১) বাপ্পার মাতা প্রমারা-বংশীয়া ছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান সকল প্রমারার সহিতই বাপ্পার মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ ছিল।

(২) সৈনিক নিয়ম (Feudal System)। এই নিয়মানুসারে ভুক্ত ভূমির করের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক সর্দ্দারকে স্বীয় স্বীয় বিত্তি-ভূমির পরিমাণানুরূপ নিরূপিত সংখ্যার সেনা সহ বিগ্রহ সময়ে বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। প্রাচীন কালে অনেকানেক রাজ্যে ভূমিসংক্রান্ত এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। রাজা ও সর্দ্দারগণের মধ্যে এবং সর্দ্দার ও তদধীন সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মূল নিয়মের আনুষঙ্গিক অন্যান্য নিয়ম সমুদয় পৃথক পৃথক রাজ্যে পৃথক পৃথক রূপে ব্যবস্থিত ছিল। রাজস্থানের সৈনিক নিয়মের বিবরণ ইতঃপর পৃথক এক খণ্ডে সবিস্তারে প্রকটিত হইবে।

হইলেন। সমরে বিপক্ষেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। বাপ্‌পা সর্দ্দারগণ সহ চিতোরে প্রত্যাগত না হইয়া স্বীয় পৈতৃক রাজধানী গাজনী নগরে গমন করিলেন। সেলিম নামে জনৈক অসভ্য তৎকালে গাজনীর সিংহাসনারূঢ় ছিল। বাপ্‌পা সেলিমকে দূরীভূত করিয়া তথাকার সিংহাসন জনৈক চৌর-বংশীয় রাজপুতকে প্রদান পূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত অসন্তুষ্ট সর্দ্দার-গণের সহিত প্রত্যাগত হইলেন। কথিত আছে যে, বাপ্‌পা এই সময়ে সেলিমের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জাত-রোষ সর্দ্দারগণ চিতোর রাজার প্রতি বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সকলে একবাক্যে নগর পরিত্যাগ করিয়া গমন করি-লেন। রাজা তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিবার মানসে বার-ম্বার দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সর্দ্দার-গণের কোপের সমতা হইল না। তাঁহারা কহিলেন, "আমরা রাজার নিমক খাইয়াছি, তজ্জন্য এক বৎসরকালমাত্র প্রতীক্ষা করিব। তদনন্তর তাঁহার ব্যবহারের বিহিত প্রতিশোধ প্রদান করিতে ক্রুটি করিব না।" বাপ্‌পার বীরত্ব ও উদার প্রকৃতির বশম্বদ হইয়া সর্দ্দারেরা তাঁহাকেই চিতোরের অধিপতি করি-বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সিংহাসন প্রাপ্তির প্রলো-ভনে বাপ্‌পার অন্তরে কৃতজ্ঞতা আর স্থান প্রাপ্ত হইল না। তিনি সর্দ্দারগণের সহায়তায় চিতোর নগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ভট্টকবিগণ লিখিয়াছেন, "বাপ্‌পা মোরি রাজার নিকট হইতে চিতোর লইয়া স্বয়ং তাহার 'মর' (অর্থাৎ মুকুট স্বরূপ) হইলেন। চিতোর প্রাপ্তির পরে সর্ব্ব-সম্মতি সহকারে বাপ্‌পা 'হিন্দুসূর্য্য', 'রাজগুরু' ও 'চকুয়া'

এই তিনটি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত উপাধির অর্থ সার্ব্বভৌম।

বাপ্পার অনেক পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় বংশের প্রাচীন স্থান সৌরাষ্ট্র রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। আইন আকবরি গ্রন্থে লিখিত আছে, আকবর সম্রাটের সময়েও ঐ বংশীয় পঞ্চাশ সহস্র পরাক্রান্ত সর্দ্দার সৌরাষ্ট্র দেশে বাস করিতেন। বাপ্পার অপর পাঁচ পুত্র মারবার দেশে গমন করিয়াছিলেন। গোহিল-ওয়াল নামক স্থানের গোহিল বংশীয়েরাও বাপ্পার সন্তান। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের বংশের মূল বিবরণ এক্ষণে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা ক্ষীর[১] প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল, তৎপূর্ব্বকালের পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম বা বংশের অন্য কোন বিবরণ তাহারা বলিতে পারে না। ঘটনাক্রমে তাহারা বালভীগ্রামে বাস করিয়াও জ্ঞাত হইতে পারে নাই যে, ঐ স্থান তাহাদিগের পৈতৃক ভূমি। ইহারা এক্ষণে আরবগণের সহবাসে বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

বাপ্পার চরম কালের বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। কথিত আছে, পরিণত বয়সে তিনি স্বীয় রাজ্য ও সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া খোরাসান রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, এবং তদ্দেশ অধিকার করত ম্লেচ্ছ বংশীয়া অনেক রমণীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল রমণীর গর্ব্ভে তাঁহার বহু সংখ্যক সন্তান সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

শ্রুত হওয়া যায়, যে একশত বর্ষ বয়সে বাপ্পা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত

---

(১) মারবার প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে লুণী নদীর নিকটে ক্ষীর ভূমি।

হইয়াছিলেন। দেলওয়ারা প্রদেশের সর্দ্দারের নিকট এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, বাপ্পা ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক্, ইরান্, তুরান্, ও কাফ্রীস্থান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়া তৎসমুদয় দেশীয়া কামিনীর পাণি-পীড়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ম্লেচ্ছ-মহিলার গর্ভে তাঁহার ১৩০টি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদিগের সাধারণ উপাধি 'নৌশিরা পাঠান'। এই সকল পুত্রের প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় মাতৃ-নামানুযায়ী নামে এক এক বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। বাপ্পার হিন্দু সন্তানের সংখ্যাও স্বল্প নহে। হিন্দু মহিলাগণের গর্ভে তিনি ৯৮টি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উপাধি "অগ্নি-উপাসি-সূর্য্যবংশী"। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, বাপ্পা চরম কালে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিয়া সুমেরু[১]-শিখরমূলে অবস্থিত হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণত্যাগ হয় নাই, জীবদ্দশাতেই ঐ স্থানে তাঁহার সমাধি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছিল। অন্যান্য প্রবাদে কথিত আছে যে, বাপ্পার অন্ত্যেষ্টি-

---

(১) কেহ কেহ কহেন হিন্দুগ্রন্থানুসারে পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রের নাম সুমেরু। কোন কোন গ্রন্থে সুমেরু তদ্রূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সত্য। কিন্তু পুরাণের বর্ণনায় বোধ হয়, কোন বিশেষ পর্ব্বতের নাম সুমেরু। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষে "কনকাচল সুমেরু বিরাজমান,— ইহার দক্ষিণে হিমবান, হেমকূট এবং নিষধ পর্ব্বত; উত্তরে নীল ও শ্বেত পর্ব্বত।" চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ ইলা স্ত্রীরূপে যথায় "আবৃত" হইয়াছিলেন, তাহার নাম ইলাবৃতবর্ষ। "সুমেরুর দক্ষিণে প্রথমত ভারতবর্ষ।" ইহাতে বোধ হয়, মধ্য আসিয়ার নাম ইলাবৃতবর্ষ। অনুসন্ধান করিলে সুমেরু আবিষ্কৃত হইয়া পৌরাণিক ভূগোল-বৃত্তান্তের অধিকাংশ পরিষ্কৃত হইতে পারে। কেবল নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গোলযোগ ঘটিয়াছে।

কেহ কেহ কহেন, পেশওয়ার ও জলালাবাদের মধ্যস্থলে প্রায় ১৪ শত হস্ত উচ্চ মার-কোহ নামে অতি অনুর্ব্বর যে এক পর্ব্বত আছে তাহাই হিন্দুপুরাণের সুমেরু।

ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার হিন্দু ও ম্লেচ্ছ প্রজাগণের মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইয়াছিল,—হিন্দুরা তাঁহার শরীর অগ্নিদগ্ধ এবং ম্লেচ্ছেরা ভূমি-প্রোথিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। উভয় দলে এ বিষয়ের বিবাদ করিতে করিতে শবের আবরণ তুলিয়া দেখিল শব নাই, তৎপরিবর্ত্তে কতক গুলি প্রফুল্ল শত দল রহিয়াছে। তাহারা ঐ সকল কমল লইয়া হ্রদে রোপণ করিয়াছিল। পারস্য দেশের নৌসেরোয়াঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রবাদও অবিকল এই রূপ।

মিবার রাজবংশের প্রধান পুরুষ বাপ্পার এই সংক্ষেপ-ইতিহাস প্রকটিত হইল। প্রাচীন কালীন অন্যান্য রাজ পুরুষ-গণের ন্যায় বাপ্পার কাহিনীও সত্য-মিথ্যা-বিজড়িত। সে যাহা হউক, চিতোরের সিংহাসনে সূর্য্যবংশীয়েরা দীর্ঘ কালা-বধি যে আধিপত্য করিয়াছেন, বাপ্পা হইতেই সেই আধি-পত্যের আরম্ভ। অতএব গিহ্লোটগণের চিতোরের রাজত্ব কত কালের, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে বাপ্পার জন্মকালের নিরূপণ করার আবশ্যক। বল্লভীপুর ২০৫ সম্বতে শিলাদিত্যের সময়ে বিনষ্ট হয়। শিলাদিত্য হইতে বাপ্পা দশম পুরুষ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উদয় পুরের রাজবাটীর বংশ-পত্রিকায় বাপ্পার জন্মকাল ১৯১ সম্বৎ লিখিত হইয়াছে। বিশেষত চিতোরের এক খোদিত লিপিতে প্রকাশ পায় যে, ৭৭০ সম্বতে চিতোর নগর মোরী-বংশীয় মান রাজার অধীনে ছিল [খ]। ঐ মান রাজার সময়ে অসভ্যগণ চিতোর নগর আক্রমণ করে। তাহাদিগকে পরাভব করিয়া তৎপরে বাপ্পা পঞ্চদশবর্ষ বয়সে চিতোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতএব ঈদৃশ বিবরণে বাপ্পার জন্মকাল ১৯১ সম্বৎ কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে ? কিন্তু উদয়পুরের রাজ-বংশের কুলাচার্য্য ভট্টগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঘটনা স্বীকার করিয়াও কহেন যে, বাপ্পা ১৯১ সম্বতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। টড সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে সৌরাষ্ট্র দেশের সোমনাথের মন্দিরের এক খোদিত লিপিতে [ঙ] জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বল্লভী-সম্বৎ নামে অপর একটি সম্বৎ প্রচলিত ছিল। ঐ সম্বৎ বিক্রমাদিত্যের সম্বতের ৩৭৫ বৎসর পরে আরম্ভ হয়। ২০৫ বল্লভী-সম্বতে বল্লভীপুর বিনষ্ট হইয়াছিল ; সুতরাং বিক্রমাদিত্যের সম্বতানুসারে তাহার বিনাশ কাল ২০৫+৩৭৫=৫৮০। যে প্রণালীতে টড সাহেব চিতোরের মান্ রাজার রাজত্ব, বল্লভীপুরের বিনাশ এবং কুলাচার্য্যগণের লিখিত বাপ্পার জন্ম সময়ের পরস্পর সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, তাহা বিলক্ষণ বুদ্ধিব্যঞ্জক বটে, কিন্তু জটিল ও নীরস; এ কারণ সবিস্তরে এ স্থানে প্রকটিত করা হইল না [চ]। তাঁহার মীমাংসার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বল্লভীপুর বিনাশের ১৯০ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের ৭৬৯ সম্বতে বাপ্পা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্যগণ ভ্রমবশত ঐ ১৯০ সংখ্যাকে বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ-ভুক্ত করিয়াছেন মাত্র। তৎপরে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বাপ্পা চিতোর রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ৭৬৯+১৫=৭৮৪ সম্বৎ তাঁহার চিতোর প্রাপ্তির কাল নিরূপিত হইল। ঐ সময় হইতে একাদশ শত বৎসরাবধি বাপ্পার বংশীয় ৫৯ জন রাজা ক্রমান্বয়ে চিতোরের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন।

ভট্টগণের গ্রন্থানুযায়ী বাপ্‌পার জন্ম কালের প্রাচীনত্ব রক্ষা হইল না। কিন্তু যে সময় টড সাহেব নিরূপিত করিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত আধুনিক নহে। তদনুসারে প্রকাশ পায় যে, বাপ্‌পা ফরাসী রাজ্যের কার্‌লোভিঞ্জীয়া বংশীয় রাজগণের ও মুসলমান সাম্রাজ্যের ওয়ালিদ খলিফার সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

আইতপুর[১] নগর হইতে মিবার রাজবংশের আর এক খোদিত লিপি সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ লিপি ১০২৪ সম্বৎ সময়ের। তৎকালে চিতোরের সিংহাসনে বাপ্‌পার বংশীয় শক্তিকুমার রাজা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ লিপিতে শক্তিকুমারের চতুর্দ্দশ জন পূর্ব্ব পুরুষের ধারাবাহিক নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাপ্‌পা ঐ চতুর্দ্দশ জনের মধ্যে এক জন; তিনি তাহাতে শীল নামে অভিহিত হইয়াছেন। রাজ-বাটীর বংশাবলী অপেক্ষা তল্লিপিতে একটি মাত্র অতিরিক্ত নাম লক্ষিত হয়; তদ্ভিন্ন আর সকল বিষয়েই সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিউম কহিয়াছেন "যদিও কবিগণ সূক্ষ্ম সত্যের তাদৃশ অনুরাগী নহেন, এবং যদিও তাঁহাদিগের রূপকে ইতি-বৃত্তের রূপান্তর ঘটনা হয়, তথাচ তাঁহাদিগের অত্যুক্তির মূলে সত্যের সত্ত্বা লক্ষিত হইয়া থাকে"। আমাদিগের বর্ণিত বিষয়ে হিউমের এতদুক্তির সারত্ব প্রতীয়মান হয়। জনসমাগম-শূন্য শ্বাপদ-পূর্ণ আইতপুরের কাননে যে সকল নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত,—যে সকল নাম কখন কোন জনের কর্ণগোচর হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না;—ভট্টকবিগণের বর্ণনা প্রভাবে মিবার রাজ-

---

(১) আইতপুর—সূর্য্যপুর। আদিত্য শব্দের অপভ্রংশ আইত। আইত শব্দের সংকীর্ণ-রূপ এত ;— যথা এতবার আদিত্যবার।

বংশের অতি প্রাচীন কালের সে সকল নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই (১০২৪ সম্বৎ) সময়ে ওয়ালিদ খলিফার সেনাপতি মহম্মদ বিন্‌কাসিম ভারতবর্ষে আসিয়া সিন্ধু দেশ জয় করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে মোরি-বংশীয় মানরাজার সময়ে যে অসভ্য রাজা চিতোর নগর আক্রমণ করায় বাপ্‌পা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তিনিও, বোধ হয়, ঐ বিন্‌কাসিম।

বাপ্‌পা ও শক্তিকুমারের মধ্যবর্ত্তী ৯ জন রাজা চিতোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ৯ জনের রাজত্ব কাল দুই শত বৎসর; অংশ মতে প্রতি রাজার রাজত্ব কাল ২২ বৎসর হয়। কথিত আছে,বাপ্‌পা চিতোর ত্যাগ করিয়া ৮২০ সম্বতে (৭৬৪ খৃ) ইরান্ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তদবধি দুই শত বৎসর মধ্যে ৯ জন রাজার রাজত্ব অসম্ভব নহে। তদনুসারে মিবারের ইতিবৃত্তের নিম্নোক্ত চারিটি প্রধান কাল নিরূপিত করা হইল। প্রথম, কনকসেনের কাল—খৃঃ ১৪৪; দ্বিতীয়, শিলাদিত্য এবং বল্লভীপুর বিনাশের কাল—খৃঃ ৫২৪; তৃতীয়, বাপ্‌পার চিতোরপ্রাপ্তির কাল—খৃঃ ৭২৮; চতুর্থ, শক্তিকুমারের রাজত্বের কাল—খৃঃ ১০৬৮।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাপ্পা ও সমর সিংহের মধ্যবর্ত্তী রাজগণ ;—বাপ্পার বংশ ;—আরবজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের বিবরণ ;—মুসলমানগণের আক্রমণ হইতে যে সকল রাজা চিতোর নগর রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তালিকা।

৭৮৪ সম্বতে বাপ্পা চিতোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিবারের ইতিবৃত্তের তৎপরবর্ত্তী প্রধান সময়, সমর সিংহের রাজত্ব কাল ;— সম্বৎ ১২৪৯। অতএব বাপ্পার ইরান্ রাজ্য গমনের সময় (৮২০ সম্বৎ) হইতে সমর সিংহের সময় পর্য্যন্ত ভট্টগণের গ্রন্থানুসারে মিবার রাজ্যের বৃত্তান্ত সম্প্রতি প্রকটিত হইতেছে। সমর সিংহের রাজত্ব কাল কেবল মিবারের ইতিবৃত্তের প্রধান কাল নহে, স্বরূপত সমুদয় হিন্দুজাতির পক্ষে একটি প্রধান সময়। তাঁহার রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষের রাজ-কিরীট হিন্দুর শির হইতে অপনীত হইয়া তাতার মুসলমানের মুণ্ডে আরোপিত হইয়াছিল। বাপ্পা ও সমর সিংহের মধ্যে চারি শতাব্দি কালের ব্যবধান। তৎকাল মধ্যে চিতোরের সিংহাসনে অষ্টাদশ জন রাজা উপবেশন করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহাদিগের রাজত্বের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাচ নিতান্ত নীরবে তত্তাবৎকাল উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। ঐ সকল রাজার লোহিত বর্ণ পতাকা, স্বুবর্ণময়ী সূর্য্যপ্রতিমায় শোভমান ছিল, এবং তম্মধ্যে অনেকের নাম তাঁহাদিগের রাজ্যস্থ শৈল-শরীরে, লৌহ-লেখনীর লিপি-যোগে অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে আইতপুরের যে খোদিত লিপির [ছ] উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্দারা বাপ্‌পা ও সমর সিংহের মধ্যবর্ত্তি শক্তি-কুমার রাজার রাজত্ব কাল (সম্বৎ ১০২৪) নিরূপিত হই-য়াছে। জৈনগ্রন্থে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শক্তিকুমারের চারি পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তি উল্লৎ নামে রাজা ৯২২ সম্বতে চিতোরের সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। ৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাপ্‌পা ইরান্ দেশে গমন করেন;—১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সমর সিংহের সময়ে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। এই উভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী সময়ে মিবার রাজ্য আর একবার মুসলমানগণের দ্বারা আক্রান্ত হও-য়ার বিবরণ, রাজবংশের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে খোমান নামে রাজা চিতোরের সিংহাসনস্থ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে, ৮১২ হইতে ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্গত কোন সময়ে, মুসলমানেরা চিতোর নগর আক্রমণ করিয়াছিল। খোমানরাস নামক গ্রন্থে ঐ আক্রমণ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত সবি-স্তার বিবৃত হইয়াছে। মিবার রাজ্যের পদ্য-বিরচিত ইতিহাস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে খোমানরাস সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন।

টড সাহেব বলেন, ভারতবর্ষের এতৎসময়ের ইতিবৃত্ত নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন। এ নিমিত্ত খোমানরাস প্রভৃতি হিন্দু গ্রন্থ হইতে তৎসম্বন্ধে যে কিছু আলোক লাভ হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ভারতবর্ষের এতৎকালীন যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ সত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা হিন্দুগ্রন্থের লিখিত বিবরণ অপেক্ষা অধিক সঙ্গত বা পরিচ্ছন্ন নহে। যাহা হউক, তদুভয় একত্রিত হইয়া থাকিলে, ভাবি-কালীন ইতিবৃত্ত-প্রণেতা তাহা হইতে অনেক উপকরণ লাভ করিতে

পারিবেন। এ নিমিত্ত (মুসলমান সাম্রাজ্যের আরম্ভ হইতে গজনন রাজ্য সংস্থাপন পর্য্যন্ত) ভারতবর্ষে আরব জাতির সমাগমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা যাইবে। কিন্তু আরব-সমাগমের সবিস্তর বিবরণ বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এল্‌মাকিন নামক গ্রন্থকার, খলিফাগণের ইতিবৃত্তে ভারতবর্ষের প্রায় উল্লেখ করেন নাই। আবুলফজলের গ্রন্থে অনেক বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তদ্‌-গ্রন্থ বিশ্বাস্যও বটে। ফেরেস্তা গ্রন্থে এ বিষয়ের একটি পৃথক্ অধ্যায় আছে, কিন্তু তাহার অনুবাদ যথোচিত ভাবে নিষ্পন্ন হয় নাই।[১] যাহা হউক, অগ্রে বাপ্‌পার বংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত বিবৃত করা যাইতেছে, পরে যথাযোগ্য স্থানে মুসলমান-গণের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত প্রকটিত হইবে।

গিহ্‌লোট বংশের চতুর্বিংশতি শাখা। তন্মধ্যে অনেক শাখা বাপ্‌পা হইতে সমুৎপন্ন। চিতোর অধিকারের অল্পকাল

---

(১) মহাত্মা টড সাহেব কহেন, ডাউ সাহেব ফেরেস্তার অনুবাদে যে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে আফগান জাতির উৎপত্তির বিবরণ অতীব প্রয়োজনীয়। মুসলমানগণের সহিত হিজরী ৬২ অব্দে যৎকালে আফগান জাতির প্রথম সমাগম হয়, তখন তাহারা স্থলিমান পর্ব্বতের নিকটস্থ প্রদেশে বাস করিত। ফেরেস্তা যে গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করিয়া আফগানগণের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার বাক্য উদ্ধৃত করত কহেন, "আফগানেরা কপ্ট জাতি ; তাহারা ফেরাউন উপাধি ধারী রাজগণের অধীনে প্রথমে বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে মুসার প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। যাহারা পূর্ব্বের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে নাই, তাহারা হিন্দুস্থানে পলায়ন করিয়া কোহি-স্থলিমানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিয়াছিল। সিন্ধু দেশ হইতে আগত বিন্‌কাসিমের সহিত তাহাদিগের সমাগম হইয়াছিল। হিজরী ১৪৩ অব্দে তাহারা কিরমান ও পেশওয়ার প্রদেশ এবং তৎসীমাবর্ত্তী সমুদয় স্থান অধিকার করিয়াছিল।" কোহিস্থানের ভূগোল বৃত্তান্ত, রোহিলা শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় ডাউ সাহেব স্বীয় অনুবাদে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পরে বাপ্পা সৌরাষ্ট্র দেশে গমন করিয়া বন্দর দ্বীপের ইসফগুল[১] নামক রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বন্দরদ্বীপবাসীরা ব্যানমাতা নামে এক দেবীর উপাসনা করিত। বাপ্পা ঐ দেবীর প্রতিমা ও স্বীয় বনিতা সহ চিতোরে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। গিহ্লোট বংশীয়েরা অদ্যাবধি ব্যানমাতার উপাসনা করিয়া থাকেন। বাপ্পা ঐ দেবীকে যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি চিতোরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন তত্রত্য অন্যান্য অনেক অট্টালিকা বাপ্পা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইসফগুলের কন্যার গর্ব্ভে বাপ্পার এক পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম অপরাজিত। দ্বারকা নগরীর নিকটবর্ত্তী কালিবাও নগরের প্রমারা-বংশীয় জনৈক রাজার কন্যাকেও বাপ্পা বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ রমণীর গর্ব্ভে ইতিপূর্ব্বে বাপ্পার আর এক পুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহার নাম আসিল। যদিও আসিল জ্যেষ্ঠ; তথাচ অপরাজিত চিতোরে জন্মিয়াছিলেন, একারণ তিনিই তথাকার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। আসিল সৌরাষ্ট্র দেশের কোন এক রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন।[২] তাঁহার সন্তান

---

(১) কথিত আছে, সমুদ্রে বন্দর-দ্বীপ ও স্থলে চোয়ল নামক স্থান ইসফগুল রাজার অধিকৃত ছিল। ইসফগুল চৌর-বংশীয় রাজপুত। অনল-পত্তন নগরের সংস্থাপন কর্ত্তা বেণ-রাজ বোধ হয় এই ইসফগুলের পুত্র। কুমারপালচরিত নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, বেণরাজের পূর্ব্ব পুরুষেরা বন্দর-দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বন্দর-দ্বীপ এক্ষণে পর্ত্তুগিস জাতির অধিকারে আছে। ইহার আধুনিক নাম ডিও। ঐ নাম পর্ত্তুগিস জাতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) আসিলের নামানুসারে একটি দুর্গের আসিলা-গড় নাম হইয়াছিল, বংশ-পত্রিকায় এরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। সংগ্রাম-দেবী নামক জনৈক রাজার নিকট হইতে কুমারেৎ (কামে) নগর অধিকার করার চেষ্টায় আসিলের পুত্র বিজয়পাল সমরে নিহত

পরম্পরায় তথায় বিপুল বংশ বিস্তার হইয়াছিল। এই বংশের উপাধি আসিলা গিহ্‌লোট।

অপরাজিতের রাজত্ব কালের বর্ণনীয় বিশেষ ঘটনা কিছুই নাই। অপরাজিতের দুই পুত্র; কালভোজ[১] ও নন্দকুমার। কালভোজ পিতার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাগদা নগরের পর্ব্বত উপত্যকায় টডসাহেব যে এক খোদিত লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কালভোজের বীরত্বের বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। কথিত আছে যে, কালভোজ বোরালিয়া হ্রদ খনন এবং হারীতের[২] আশ্রমের স্থানে একলিঙ্গদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নন্দকুমার ধরবংশীয় ভীমসেন রাজাকে নিহত করিয়া দক্ষিণ দেশে দেওগড় নামক দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন।

কালভোজের উত্তরাধিকারীর নাম খোমান। মিবারের

হইয়াছিলেন। বিজয়ের কোন স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটনার পূর্ব্বে তদ্‌ গর্ভস্থ পুত্র অকালে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; ঐ পুত্রের নাম সিতু। টড সাহেব কহেন, অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ভূত যোনি প্রাপ্ত হয়, হিন্দুগণের এইরূপ সংস্কার; ভূতের হিন্দুস্থানী নাম চুরাইল; সিতুর মাতার অস্বাভাবিক মৃত্যু বশত সিতুর বংশ চোরাইলা নামে প্রসিদ্ধ হয়। আসিল হইতে দ্বাদশতম অধস্তন পুরুষ বিজা, গিরনারের রাজা খিনগার দেবীর ভাগিনেয় ছিলেন, এবং মাতুলের নিকট হইতে সোমল নামক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুরাটের রাজা জয়সিংহ দেবের সহিত সমরে বিজা নিহত হইয়াছিলেন। ফেরেস্তা গ্রন্থে যে দেবীসালিমা বংশের উল্লেখ আছে, বোধ হয়, দেবী ও চুরাইলা, এই দুই নামের সংযোগে তন্নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

(১) কাল ভোজের অপর নাম কর্ণ।

(২) টড সাহেবের মিবারে অবস্থান সময়ে হারীত হইতে ষষ্ঠাধিক ষষ্টিতম পুরুষ একলিঙ্গ দেবের পৌরহিত্য পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন রাজা, বাপ্পা হইতে গণনায় ত্রিসপ্ততিতম পুরুষ; সম-পরিমিত সময়ে উভয় বংশের মধ্যে ছয় পুরুষের ব্যতিক্রম প্রকাশ পায়।

ইতিবৃত্তে খোমানের নাম অতি বিখ্যাত। তিনি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দিতে চিতোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে চিতোর নগর পুনর্ব্বার মুসলমানগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। মুসলমানগণের এতদাক্রমণ হইতে মিবার রাজ্য রক্ষার সবিস্তর বিবরণ পূর্ব্বোক্ত খোমানরাস গ্রন্থে প্রকটিত আছে। হিন্দু ধর্ম্মের দুর্গ স্বরূপ চিতোর নগরের রক্ষার্থে যে সকল রাজগণ খোমান রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তালিকা উক্ত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত গ্রন্থ খানি বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। এই গ্রন্থের কবি, স্বীয় নায়ক খোমান রাজার বীরত্বের বিবরণ অতি উৎসুকতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। মুসলমানেরা চিতোরেশ্বরের নিকট কর চাহিয়াছিল; চিতোর-পতি তাহাতে কিরূপ তাচ্ছল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিরূপ তুমুল সংগ্রামের পরে মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, খোমান তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া কিরূপে বিপক্ষ সেনাপতি মহম্মদকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন, এ সমস্ত, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে সবিস্তর প্রকটিত হইয়াছে। গজননের অধিপতি মহম্মদের সহিত এই মুসলমান সেনাপতির নামের সমতা লক্ষিত হয়, কিন্তু স্বরূপত এতদ্‌ঘটনার দুই শত বৎসর পরে গজনেশ্বর মহম্মদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।—এই মুসলমানী (মহম্মদ) নামের প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা আরবগণের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"পয়গম্বর"[১] উপাধি ধারী মহম্মদ হইতে যে রূপে প্রথমত

(১) "পয়গম" বার্ত্তা; "পয়গম্বর" বার্ত্তাবহ। ঈশ্বরের সমাচার মনুষ্য লোকে প্রচার

মুসলমান ধর্ম্মের ও সাম্রাজ্যের যুগপৎ সঞ্চার হয়, তদ্বিবরণ অনেক গ্রন্থে সবিস্তর প্রকটিত আছে; অতএব এ স্থলে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণ রাজ্যাধিকার বিস্তার করিয়া বোগদাদ নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রাজ-উপাধি খলিফা। খলিফা ওমারের রাজত্ব সময়ে আরবগণের ভারতবর্ষ অধিকারের প্রথম উদ্যম ইতিবৃত্তে লক্ষিত হয়। গুজরাট ও সিন্ধু দেশীয় বাণিজ্য আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে ওমার খলিফা তিগ্রিস নদীর সাগর-সঙ্গম স্থলে একটি বাণিজ্য স্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আবুল আয়াস নামক তাঁহার সেনাপতি সসৈন্যে সিন্ধু দেশে আগমন করিয়া তত্রত্য আরোর নগরে সমরে নিহত হইয়াছিলেন। ওমারের উত্তরাধিকারী ওসমান খলিফা ভারতবর্ষের অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত চর প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং সেনা সহ স্বয়ং ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যত ঘটে নাই। খলিফা আলির সেনাপতিরা সিন্ধুদেশের কিয়দংশ অধিকার করে, কিন্তু আলির মৃত্যুর পরে তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। অজিদ নামক খোরাসানের শাসন-কর্ত্তার সময়ে ও খলিফা আবদুল মেলেকের আধিপত্য কালে আরবেরা পুনর্ব্বার হিন্দুস্থান অধিকার করিতে যত্ন করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে স্থায়ী উপকার লাভ হয় নাই। তৎপরে ওয়ালিদ খলিফার রাজত্ব কালে মুসলমানেরা সমুদয় সিন্ধু রাজ্য ও তন্নিকটস্থ ভূভাগ

নিমিত্ত মহম্মদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মুসলমানগণের এই সংস্কার, তাঁহার "পয়গম্বর" উপাধির কারণ।

অধিকার করিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারস্থ সমস্ত হিন্দু রাজগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিল। এতৎ সময়ে কি প্রকার প্রবল আগ্রহ এবং তৎপরতার সহিত মুসলমানেরা রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল! গঙ্গা ও ইব্রো[১] উভয় নদীর কূলে তাহাদিগের শস্ত্র সঞ্চালিত হইয়াছিল। পরস্পর অতি দূরবর্ত্তী দুইটি প্রাচীন রাজ্য তাহাদিগের দ্বারা প্রায় একই সময়ে নিপাতিত হইল;—ইউরোপের "ইন্দ্‌লুস দেশে"[২] রদ্রিক বংশীয়গণের রাজ্য, ভারতবর্ষে "দাহিরদেশপতির"[৩] রাজ্য। হিজরি ৯৯ (সম্বৎ ৭৭৭, খ্রীষ্টীয় ৭১৮) অব্দে ওয়ালিদ খলিফার সেনাপতি বিন্‌কাসিম বহু সংগ্রামের পরে সিন্ধু দেশাধিপতিকে নিহত করিয়া তদ্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। সেনাপতি অন্যান্য উপহার দ্রব্যের সহিত সিন্ধু রাজের দুহিতাদ্বয়কে খলিফার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের চক্রান্তে স্বয়ং সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। পিতার নিধন জন্য বৈরনির্যাতন মানসে রাজকুমারীদ্বয় খলিফাকে কহিলেন যে, কাসিম অগ্রেই তাহাদিগের সতীত্ব নষ্ট করিয়া পরে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ওয়ালিদ এতৎ বিবরণ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কাসিমকে পশু চর্ম্ম মধ্যে সীবন করিয়া সত্বর স্বীয় সমীপে প্রেরণ করিতে ভারতবর্ষে আদেশ লিপি পাঠাইয়াছিলেন।

---

(১) স্পেন দেশের নদী বিশেষ।

(২) ইন্দ্‌লুস—(Andalusia) আধুনিক নাম স্পেন (Spain)

(৩) ভট্টগণের গ্রন্থে সিন্ধুদেশের তৎকালীন রাজার আখ্যান "দাহির-দেশ-পৎ" লিখিত আছে। ছত্রিশ কুলের মধ্যে দাহিরিয়া নামে এক বংশের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ঐ বংশ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দাহির, সিন্ধুরাজের নিজ নাম বা বংশের নাম অথবা সিন্ধুদেশেরই নামান্তর, তাহা নিরূপণ করা যায় না।

কাসিম কান্যকুব্জের রাজা হরচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্যোগে ছিলেন, এমন সময়ে ঐ নিষ্ঠুর সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। খলিফার আদেশানুসারে কাসিম চর্ম্মাবরণে প্রেরিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদবস্থাপন্ন কাসিমের মৃতকায় বোগদাদে উপস্থিত হইলে, সিন্ধুরাজের দুহিতাদ্বয় তদ্দর্শনে পিতৃ-বৈরের প্রতিশোধ হইয়াছে বলিয়া পরমাহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। কোপান্ধ খলিফা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, কাসিমের প্রতিকূলে কন্যাদ্বয়ের অভিযোগ কল্পিত মাত্র। সে যাহা হউক, কেহ কেহ কহেন, কাসিম কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয় কান্যকুব্জ কাসিমের পরবর্ত্তী অন্য কোন মুসলমান সেনাপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।

ইতঃপর মুসলমান ইতিবৃত্তে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় যে, খোরাসানের শাসনকর্ত্তা অজিদ, খলিফার প্রতিকূল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং অজিদের পুত্র সিন্ধু রাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা এই সময়ে ইউরোপ খণ্ড অধিকার করণার্থে সমধিক ব্যস্ত হইয়াছিল। তন্নিবন্ধন আর হিন্দুস্থানের প্রতি হস্ত ক্ষেপণের অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ইউরোপে মুসলমান সেনা ফরাসী রাজ্যের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া তুর নামক স্থানে, যুদ্ধে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে তাহারা জয় লাভ করিতে পারিলে ফরাসি জাতিকে বাইবেলের পরিবর্ত্তে কোরান অবলম্বন করিতে হইত।

তদনন্তর আব্বাস খলিফার সময়ে আল্‌মান্‌সুর নামে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী সিন্ধু দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। আল্‌মান্‌সুর সিন্ধুনদস্থ বিখর দ্বীপে কখন বা সিন্ধু রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী আরোর নগরে বাস করিতেন। তিনি আরোর নগরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নামানুসারে তাহার আল্‌মান্‌সুরা নাম রাখিয়াছিলেন। আল্‌মান্‌সুরের সিন্ধুরাজ্যের আধিপত্য সময়ে বাপ্‌পা ইরান্ দেশে গমন করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল-রসিদ স্বীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া পুত্রগণকে প্রদান করেন, তাহাতে খোরাসান্, জাবুলিস্থান, সিন্ধু ও হিন্দুস্থানের মুসলমান অধিকার সমূহ হারুণের দ্বিতীয় পুত্র আলমামুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হারুণের মৃত্যুর পরে স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হিজরি ১৯৮ (খৃঃ ৮১৩) অব্দে আল্‌মামুন স্বয়ং খলিফা হইলেন। আল্‌মামুন চিতোরের খোমান রাজার সমকালবর্ত্তী ছিলেন। ভট্ট-বিরচিত মিবারের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, খোমান রাজার সময়ে খোরাসানপতি মামুদ জাবুলিস্থান হইতে আসিয়া চিতোর নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, লিপিকরের প্রমাদ বশত ঐ আক্রমণ-কর্ত্তার স্বরূপ নাম মামুনের পরিবর্ত্তে, ভট্ট-গণের গ্রন্থে মামুদ নাম লিখিত হইয়াছে।

চিতোর আক্রমণের পর বিংশতি বৎসর সময়ের মধ্যে সিন্ধু ব্যতীত ভারতবর্ষের, আর সকল প্রদেশ হইতে মুসলমান করবাল অন্তর্হিত হইয়াছিল। হারুণের পৌত্র মোতাবক্কেলের সময় (৮৫০ খৃষ্টাব্দ) অবধি সিন্ধুরাজ্য মুসলমানগণের অধীনে ছিল। তৎপরে এক শতাব্দি মধ্যে মুসলমান সাম্রাজ্য বলহীন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। সম্রাটগণের অক্ষমতা নিবন্ধন

রাজ্যের সেনাগণ এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, প্রকাশ্য রূপে উচ্চ পণ প্রদাতাকে তাহারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন বিক্রয় করিয়াছিল। ইতঃপর সিন্ধু কিম্বা হিন্দুস্থানের অন্য কোন রাজ্যের উল্লেখ মুসলমান ইতিবৃত্তে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিয়ৎকাল পরে খোরাসানের শাসন-কর্ত্তা সবক্তগী, খলিফার অধীনত্ব ত্যাগ করিয়া এক নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। ঐ রাজ্য গিজনি নামে প্রসিদ্ধ। সবক্তগী হিজরি ৩৬৫ (খ্রীষ্টীয় ৯৭৫) অব্দে সসৈন্যে সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবাসিগণকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী করণাভিপ্রায়ে তাহাদিগের প্রতি অশেষ রূপ উপদ্রব করিয়াছিলেন। নবম শতাব্দির শেষ ভাগে সবক্তগী পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ভারতের ভাবি-বৈরী সবক্তগীর পুত্র মহম্মদ স্বীয় পিতার সমভিব্যহারে থাকিয়া "কাফের" দলন বিষয়ে বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে সবক্তগী আর ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে মহম্মদ, তাতার সেনাসহ ক্রমান্বয়ে দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ দেশের ধন-হরণ, প্রজা-নিধন, গ্রন্থ ও প্রতিমাদির বিনাশ, দেবালয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অট্টালিকা-নিকর নিপাতন, তাঁহার কৃত এ সমস্ত আসুরিক কার্য্য ইতিবৃত্তে সবিশেষ বিবৃত আছে। তিনিই ভারতবর্ষের প্রাচীনকালীন শোভা ও সমৃদ্ধির নিহন্তা। হিন্দুগণ তাঁহার কৃত ক্ষতির আর পূরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার সময়ের এক শতাব্দি কাল পরেই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানগণের হস্তগত হইল, সুতরাং বহুকালে যে সমস্ত বিষয় সঞ্চিত হইয়াছিল, ঈদৃশ স্বল্পকাল মধ্যে তাহার পুনঃসংস্থান কিরূপে সম্ভবিত হইতে পারে?

সোমনাথ ও চিতোরের মন্দির ভারতের পূর্ব্ব সৌভাগ্যের সাক্ষী স্বরূপে অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। আইতপুরের খোদিত লিপিতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, চিতোরের শক্তিকুমার রাজা সবক্তগীর সমকালবর্ত্তী ছিলেন। সবক্তগীর পুত্র মহম্মদের আক্রমণে আইতপুর বিনষ্ট হইয়াছিল [ভ]।

হিজরি প্রথম শতাব্দি হইতে চতুর্থ শতাব্দি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত আরব জাতির সংস্রবের যে বিবরণ মুসলমানগণের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে সংকলিত করা হইল। মোরিবংশীয় মানরাজার সময়ে ইতিপূর্ব্বে চিতোর নগর যে অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, যে আক্রমণ সময়ে বাপ্পা চিতোরের সেনানী-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, বোধ হয়, তদাক্রমণ কারীরাও আরব ভিন্ন অন্য জাতি নহে। অজিদ অথবা বিন্‌কাসিমের অধীনে আরবেরা সিন্ধুদেশ হইতে আসিয়া সে সময়ে চিতোর আক্রমণ করিয়াছিল। যে সকল যুদ্ধে খলিফাগণের পক্ষে জয়লাভ হইয়াছিল, মুসলমান-ইতিবৃত্তে কেবল তাহারই উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু খলিফার সেনাপতিগণ তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক হিন্দু রাজগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় বিগ্রহের বিবরণ হিন্দু রাজবংশের গ্রন্থ সমূহে বিবৃত রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত খলিফাগণের সময়ে হিন্দুস্থানে একটি তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক হিন্দু রাজগণ সে সময়ে বিপন্ন ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের তৎকালীন শত্রু কখন দৈত্য, কখন ইন্দ্রজালী কখন বা ম্লেচ্ছ নামে হিন্দু গ্রন্থ সমূহে উক্ত হইয়াছে। কখন সিন্ধুদেশের পথে কখন বা সিন্ধুপথে

তাহাদিগের আগমনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১] যদু, চোহান, চৌর এবং গিহ্‌লোট বংশীয় রাজগণের গ্রন্থে ৭৫০ হইতে ৭৮০ সম্বৎ (খৃষ্টাব্দ ৬৯৪—৭২৪) অবধি তাঁহাদিগের রাজ্য সংক্রান্ত বহুবিধ বিভ্রাট ঘটনার পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায়। যদুবংশের ভাট্টিশাখার জনৈক রাজা ৭৫০ সম্বতে পঞ্জাব প্রদেশস্থ সালপুর নগর হইতে বিতাড়িত হইয়া শতদ্রুর পর পারে মরুদেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার শত্রুর নাম ফরিদ। ঐ সময়ে আজমীরের চোহান বংশীয় রাজা মাণিকরায় অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সমরে নিহত হইয়াছিলেন।[২]

---

(১) হিন্দু রাজবংশের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রৌসনালী নামে একজন ফকীর গড়-বিটুলিতে আসিয়াছিলেন। (আজমীরের প্রাচীন নাম গড়বিটুলি)। তথাকার রাজার মবনী-পাত্রে ঐ মুসলমান কর স্পর্শ করায় রাজার আদেশানুসারে তাহার হস্তাঙ্গুলি কর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ অঙ্গুলি শূন্যপথে মক্কায় গমন করে। খলিফা, ঐ অঙ্গুলি যে রৌসনালীর, তাহা চিনিতে পারিয়া বৈর-নির্যাতন মানসে হিন্দুস্থানে একদল সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সেনাগণ অশ্ব-বণিকের বেশে গোপনে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়া আজমীর রাজ্য আক্রমণ করত তথাকার রাজাকে নিহত করিয়াছিল। ইহাতে অনুমিত হয়, রৌসনালী মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রচারের অভিপ্রায়ে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন। আজমীরের রাজা তাঁহাকে অপমান করায় খলিফার কোপের সঞ্চার হইয়াছিল। চোহান বংশের গ্রন্থে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অজয়পাল তৎকালে আজমীরের রাজা ছিলেন। সমুদ্র হইতে মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে উঠিবার সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করার নিমিত্ত অজয়পাল সসৈন্যে তাঞ্জোরে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগের সহিত সমরে নিহত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে অজয়পালের খোদিত প্রতিমূর্ত্তি শোভিত একটি বেদী অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ প্রতিমূর্ত্তি অশ্বারূঢ় ও তল্লহস্ত। প্রতিবৎসর ঐ স্থানে অজয়পালের মেলা নামে একটি মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে বহু লোক সমাগত হয়।

(২) ঐ আক্রমণ সময়ে লোট নামে মাণিকরায়ের একটি শিশু পুত্র প্রাকারের উপরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। সহসা শত্রুপক্ষের শরাঘাতে তাঁহার প্রাণান্ত হয়। ঐ সময়ে লোটের চরণে রজত নির্ম্মিত অলঙ্কার ছিল। চোহান বংশীয়েরা তদবধি চরণে রৌপ্যাভরণ আর ধারণ করেন না। অদ্যাবধি [illegible] পূজা করিয়া থাকেন। অকালনিহত সন্তানগণ রাজস্থানে [illegible] পরিগণিত হয়েন।

পঞ্জাবস্থ সিন্ধুসাগর নামক দোয়াব হইতে খীচিবংশীয় প্রথম রাজা এবং গোলকন্দার হরবংশীয় রাজা প্রায় এক সময়েই স্ব স্ব রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। হিন্দু গ্রন্থে লিখিত আছে, তাঁহাদের ঐ শত্রু দানব জাতীয়, এবং তাহার নাম "গর্-আরাম" অর্থাৎ বিশ্রাম-বিহীন।—হিমালয়ের নীহারমণ্ডিত প্রদেশের অনতিদূরবর্ত্তী গজলিবন্দ[১] নামক স্থান হইতে তাহার আগমনের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। পত্তন নগর সংস্থাপনকর্ত্তার পূর্ব্ব পুরুষও ঐ সময়ে সৌরাষ্ট্রের সমীপবর্ত্তী বন্দর দ্বীপ হইতে বিতাড়িত হয়েন। এই সমস্ত ঘটনার সময়ে খলিফার অধীনে অজিদ নামে জনৈক মুসলমান খোরাসানের শাসন কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন,—এবং সেনাপতি বিন্‌কাসিমের দ্বারা সিন্ধুদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ নিমিত্ত বোধ হয়, অজিদ অথবা বিন্‌কাসিমের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত হিন্দুরাজ্য সমূহের বিপ্লব ঘটনা হইয়াছিল। তৎকালে প্রমারাবংশীয়গণের রাজপাট কখন চিতোরে, কখন বা উজ্জয়িনী নগরে প্রতিষ্ঠিত হইত এবং তাঁহারাই সে সময়ে হিন্দুরাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন [ঋ]।[২] তন্নিমিত্ত প্রমারাবংশীয়

---

(১) গজলিবন্দ—হাতির কানন। গজলিবন্দ হইতে লঙ্কা—এবং সিন্ধু নদের পশ্চিম পার হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আয়ত একখানি হিন্দু-মানচিত্র টড সাহেব রয়েল আসিয়াটিক সোসাইটি সমাজে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মানচিত্রে গজলিবন্দের স্থান অঙ্কিত আছে।

(২) চাঁদভট্ট লিখিয়াছেন, প্রমারাবংশীয়েরা হিন্দুস্থানের সার্ব্বভৌম ছিলেন। রাম প্রমারা স্বীয়রাজ্য বিভাগ করিয়া অধীন রাজবর্গকে দান করিয়াছিলেন। তাহাতেই পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্য সমূহ সমুত্থিত হইয়াছিল। চিতোরের মোরিবংশীয় রাজার সভায় অনেক ছিন্তি-ভোগী রাজা থাকিতেন, ইহাতে প্রমারাবংশের প্রাধান্য সূচক চাঁদভট্টের বাক্য সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। টড সাহেব কহেন, গ্রীক রাজা সেলুকসের সহিত যাঁহার মৈত্রীভাব ও বিবাহ-সম্বন্ধ ছিল,—সেই বিখ্যাত রাজা চন্দ্রগুপ্তও মোরি-বংশ-সম্ভূত।

মানরাজার সময়ে চিতোর নগর আক্রান্ত হইলে তাহার রক্ষার্থে অন্যান্য রাজগণ সসৈন্যে চিতোরে সমাগত হইয়াছিলেন। " আজমীর, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের রাজগণ; এবং অঙ্গুৎসি নামক হুনরাজ; উত্তর প্রদেশের রাজা বুসা; ঝারিজা বংশের রাজা শিও; জঙ্গল দেশের জোহিয়া; আম্বুরিয়া, সেপৎ, কুল-হর, মালন, ওহির, হুল" এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক রাজাও সসৈন্যে আসিয়া মানরাজার সহকারী হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের সহিত হিন্দু নামের সমতা[১] নাই, এবং এই সকল রাজবংশ এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সাহায্যকারিগণের মধ্যে দেবিল প্রদেশ হইতে আগত "দাহির-দেশপতি" বিশেষ গৌরবের সহিত বর্ণিত হইয়াছেন। কাসিম যে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছিলেন, দাহির-দেশপতি বোধ হয় তাঁহারই পুত্র। হিন্দু গ্রন্থে দেবিল নামের পরিবর্ত্তে ভ্রম ক্রমে যদিও "দিল্লী" লিখিত হইয়াছে, তথাচ ইহাই অপেক্ষাকৃত অধিক সম্ভব যে, সিন্ধুরাজ কাসিম কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর, তৎপুত্র চিতোরে

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রমারা বংশ প্রচুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্তের পরেও সে প্রাধান্যের খর্ব্বতা হয় নাই। বোধ হয়, চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রীক সমাগম নিবন্ধন, খোদিত প্রতিমা ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ বিষয়ে হিন্দুগণ অভিনব আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বারোলি নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে গ্রীক জাতির শিরস্ত্রাণের খোদিত প্রতিকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরের উপরিস্থ কামকুম্ভা (কামনা-কুম্ভ) সংজ্ঞক বিচিত্র কারু কার্য্যের সহিত গ্রীক জাতির শিল্প-কৌশলের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

(১) হিন্দু নামের সহিত ইহাঁদিগের নামের প্রভেদ বশত টড সাহেব অনুমান করেন যে, ইহাঁরা শাকদ্বীপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া হিন্দুস্থানে বাস করিয়া কাল-ক্রমে হিন্দু জাতিতে মিলিত হইয়াছিলেন। ৭২৮ খৃঃ অব্দে চিতোরের মান রাজার সময়ে ঐ সকল বিদেশীয় বংশ হিন্দু মধ্যে পরিগণিত থাকার বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার কত পূর্ব্বে তাঁহারা হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা যায় না।

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পিতৃবৈরী আরবগণের সহিত সাগ্রহে সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

মান রাজার সময়ে চিতোর রক্ষার্থে বাপ্পাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহার প্রভাবেই পরাজিত হইয়াছিল। তাহারা সমুদ্র পথে সমাগত হয়, কিন্তু পরাভব প্রাপ্ত হইয়া সৌরাষ্ট্রের পথে প্রস্থান করিয়াছিল। বাপ্পা তাহাদিগের অনুসরণে পৈতৃক রাজধানী গাজনী নগরে গমন করিয়া অসুরবংশীয় সেলিমকে পরাভব করত তদ্রাজ্য স্বীয় ভাগিনেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। সেলিমের কন্যার সহিত বাপ্পার পরিণয়ের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।[১]

তৎপরে ৮১২ হইতে ৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে খোমান রাজার রাজত্বকালে মুসলমানেরা পুনর্ব্বার চিতোর নগর আক্রমণ করে। খোমানরাস গ্রন্থে ঐ আক্রমণ কর্ত্তার নাম খোরাসান-পতি মামুদ লিখিত আছে।—কিন্তু যে সকল রাজা খোমান রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন;

---

(১) এই স্থানে টড সাহেব কহেন, সেলিমের কন্যার সহিত বাপ্পার বিবাহের বৃত্তান্ত যে ভট্ট গ্রন্থে লিখিত আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়; যে হেতু মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও লজ্জাজনক। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা ভট্টগণের সত্যশীলতা সুচিত হইতেছে। এই মুসলমান-সংযোগের প্রভাবেই বোধ হয়, বাপ্পা অবশেষে চিতোরের রাজত্ব ও হিন্দুসূর্য্য উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম দেশে গমন করত নৌশিরা পাঠানবংশের পিতা হইয়াছিলেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাপ্পা হিন্দু ধর্ম্ম পরিহার করত প্রাচীন বয়সে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। তৎকালীন মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক বিখ্যাত ব্যক্তিগণের দলে বাপ্পা ছিলেন কি না, তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না: ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সহ অবশ্যই নামেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সুতরাং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক দল মধ্যে বাপ্পা থাকিলেও তাহা নিরূপণ করার উপায় নাই।

তাঁহাদিগের তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখিলে গজনন-পতি মামুদের (মহম্মদের) দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ আক্রমণের কাল নিরূপিত হয়। তন্নিমিত্ত ইহাই সম্ভব যে, হারুণ খলিফার পুত্র মামুন স্বরূপত ঐ আক্রমণের কর্ত্তা। হারুণ খলিফার রাজ্য-বিভাগ কালে মামুন খোরাসান এবং সিন্ধু প্রভৃতি হিন্দুস্থানের মুসলমান রাজ্য সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—বিশেষত তিনি খোমানের সমকালবর্ত্তীও ছিলেন।

মিবার রাজ্যের এতৎসময়ের যথেষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদভাব পূরণার্থে, যে সকল হিন্দুরাজগণ খোমানকে সাহায্য করিয়াছিলেন, উপরি-উক্ত গ্রন্থানুসারে তাঁহাদিগের তালিকা নিম্নে প্রকটিত করা হইল।

“গাজ্‌নি হইতে গিহ্‌লোট; আসার হইতে তাক; মাদোলাই হইতে চোহান; রাহিরগড় হইতে চালুক; সেতু-বন্ধ হইতে জিরকিরা; মণ্ডোর হইতে কইরাভি; মাঙ্গরোল হইতে মাকবাহানা; জইৎগড় হইতে জোরিয়া; তারাগড় হইতে রিবর; নিরবর হইতে কচবা; সাঙ্কোর হইতে কালুন; জয়নগড় হইতে দশাম; আজমীর হইতে গোড়; লোহাদর গড় হইতে চণ্ডানো; কাসুন্দি হইতে ধর; দিল্লী হইতে তুয়ার; পত্তন নগর হইতে ধৃতরাষ্ট্র চৌর; ঝালোর হইতে শনিগরা; সিরোহি হইতে দেওরা; গাগরৌণ হইতে খীচি; জুনাগড় হইতে যদু; পাত্রি হইতে জহালা; কনোজ হইতে রাঠোর; চটিয়ালা হইতে বাল্লা; পিরণগড় হইতে গোহিল; জষল গড় হইতে ভাট্টি; লাহোর হইতে বুসা; রোনিজা হইতে সঙ্কালা; খিরলিগড় হইতে সিহত; মণ্ডলগড় হইতে নাকুম্পা;

রাজোর হইতে বীরগুজর; করণগড় হইতে চণ্ডাইল; সিকর হইতে সিকরওয়ালা; অমরগড় হইতে জইৎবা; পালি হইতে বিরগোটা; খন্দরগড় হইতে ঝারিজা; কাশ্মীর হইতে পরিহার [*]।”

খোরাসান-পতি চিতোর আক্রমণ করিলে এই সকল বংশীয় রাজগণ খোমান-রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যে বংশীয় রাজার যে বাসস্থান তালিকায় লিখিত আছে, তাহার পর্য্যালোচনা দ্বারা এতৎ আক্রমণ কালের প্রাচীনত্ব প্রতীয়মান হয়। খোদিত লিপিও ইহার প্রাচীনত্বের প্রতিপোষক। খোমান রাজা শক্রুগণের সহিত চতুর্বিংশতি সংখ্যক মহাযুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। রোমের সম্রাটগণের সিজর (Ceaser) আখ্যানের ন্যায়, খোমানের নাম, তদুত্তরাধিকারিগণের গৌরবসূচক উপাধিরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। খোমান মিবার বাসিগণের নিকট এরূপ সম্ভ্রমের পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, উদয়পুরে কেহ ক্ষুৎত্যাগ করিলে অথবা কাহারও পদস্খলন হইলে নিকটস্থ জন অদ্যাবধি এই আশীস্-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, —“খোমান তোমাকে রক্ষা করুন্।”

খোমান জীবদ্দশাতেই ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রণানুসারে স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র জগরাজকে সিংহাসন অর্পণ করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ঐ মন্ত্রণা-প্রদাতাগণকে নিহত করিয়া, পুনর্ব্বার স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার সাতিশয় বিদ্বেষ ভাবের উদ্রেক হওয়ায় তাঁহার রাজ্য প্রায় ব্রাহ্মণ-শূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপরে খোমানের অপর পুত্র মাঙ্গোল রাজ্য-লোভে স্বীয় পিতাকে

নিহত করেন। কিন্তু সরদারগণ পিতৃহন্তা মাঙ্গোলকে মিবার হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। মাঙ্গোল উত্তর মরু প্রদেশে লোধর্‌বা রাজ্য অধিকার করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ মাঙ্গোলিয়া গিহ্‌লোট নামে প্রসিদ্ধ।

খোমানের উত্তরাধিকারীর নাম ভর্ত্তৃভট। চলিত ভাষায় তাঁহার আখ্যান 'ভাট্টো'। ভর্ত্তৃভট ও তদুত্তরাধিকারীর সময়ে মিবারের অধিকার সীমা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। মিহি নদীর তীর হইতে আবু পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রদেশে যে সকল বন্য জাতি বাস করিত, তাহারা সকলেই চিতোরের অধীন হইয়াছিল। তৎকালে যে সকল দুর্গ বিনির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যে কেবল ধোরণগড়, ও উজারগড় অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাট্টো স্বীয় ত্রয়োদশ পুত্রকে মালব ও গুজরাট প্রদেশে পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্যে[১] প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুত্রের বংশ ভাট্টিরা গিহ্‌লোট নামে প্রসিদ্ধ।

ভাট্টোর পরবর্ত্তী পঞ্চদশ জন রাজার যে বিবরণ ভট্টগণের গ্রন্থে লিখিত আছে, তন্মধ্য হইতে 'পুরাণকীট' ব্যক্তিগণের রুচির উপযোগী কোন কোন বিষয় আহরিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সাধারণ পাঠকবর্গের চিত্তানুরঞ্জন হইবে না। তৎকাল সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, চিতোরের গিহ্‌লোট ও আজমীরের চোহানবংশীয় রাজগণের মধ্যে পরস্পর কখন সাতিশয় বৈর কখন বা সমধিক সৌহার্দ্দ ভাবের

(১) ঐ ত্রয়োদশ রাজ্যের মধ্যে দুইটির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর একাদশটির নাম এই ;—কুলানগর, চম্পানীর, চম্বিতা, ভোজপুর, লুমারা, মীমখোর, সোদাক্র, যোধগড়, সান্দপুর, আইতপুর, গজাবিতা।

সঞ্চার হইত। চিতোরের বীরসিংহ রাওল, কওয়ারিও নামক স্থানের যুদ্ধে আজমীরের দুর্লভ চোহানকে নিহত করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে চোহান বংশের ভট্টগণ লিখিয়াছেন, "চোহানগণ এক্ষণে এরূপ পরাক্রান্ত যে চিতোরের রাজগণের সমকক্ষ হইয়াছেন।" তদনন্তর দুর্লভের পুত্র বিশালদেব মুসলমানগণের দমনার্থে চিতোরের রাজার পক্ষ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনার প্রমাণ ভট্টগণের গ্রন্থে ও খোদিত লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউরোপের গুয়েল্ফিক বংশীয় প্রাচীনকালীন রাজগণের সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত-প্রণেতা বিখ্যাত গিবন সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, খোমান হইতে সমর সিংহ পর্য্যন্ত মিবারের রাজগণের প্রতি তদ্বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। —"ইহা অনুভব হয় যে, তাঁহারা নিরক্ষর ও নির্ভীক ছিলেন। যৌবনকালে পরসম্পত্তি হরণ ও বৃদ্ধবয়সে দেবালয় নির্ম্মাণ করিতেন। তাঁহারা অস্ত্র, অশ্ব ও মৃগয়া প্রিয় ছিলেন।" তদ্ভিন্ন চিতোরের ঐ রাজগণের সম্বন্ধে ইহাও বলা যাইতে পারে, যে, পরদল উপস্থিত না থাকিলে তাঁহারা ঘরদলে বিগ্রহের সূচনা করিয়া লইতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

চাঁদ ভট্টের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ;—অনঙ্গপাল ;—পৃথ্বীরাজ ;—সমরসিংহ ;—তাতারগণের দ্বারা চোহানরাজের পরাজয় ;—সমরসিংহের বংশ ;—রাহুপ ;—মিবাররাজের উপাধি ও বংশাখ্যানের পরিবর্ত্তন ;—রাহুপের উত্তরাধিকারিগণ।

দ্বিতীয় সম্বতের কনকসেন ও চতুর্থ সম্বতের বল্লভীপুরের সংস্থাপনকর্ত্তা বিজয়সেন হইতে ত্রয়োদশ সম্বতের সমরসিংহ পর্য্যন্ত গিহ্‌লোট বংশীয় রাজগণের ধারাবাহিক নাম নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা যায় না। যাহা হউক, এই সুদীর্ঘ বংশাবলীরূপ মণিমালার আদ্য ও অন্তমণি (কনকসেন ও সমরসিংহ) যে অকৃত্রিম, তাহাতে সংশয় নাই। আদ্যন্ত অকৃত্রিম বলিয়া অপর সমস্ত যে কৃত্রিম, এরূপ নহে। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য অনেক রাজরত্নের সত্যতাও, সপ্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সম্প্রতি ঊনবিংশতি শতাব্দি পর্য্যন্ত আমরা এই বংশের বৃত্তান্ত পরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলাম।

সমরসিংহ ১২০৬ সম্বতে জন্ম গ্রহণ করেন। টড সাহেব কহেন, গিহ্‌লোট বংশের গ্রন্থে সমরসিংহের বিবরণ অপ্রাপ্য নহে; কিন্তু এ স্থলে তাঁহার চরিত্র, কার্য্য ও তৎসমকালীন ঐতিহাসিক বিবরণ সমুদয় দিল্লীর ভট্ট[১] বিরচিত গ্রন্থ হইতে

(১) ঐ ভট্টের নাম চাঁদ ভট্ট। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত পৃথ্বীরাজের ভট্ট ছিলেন। টড সাহেব চাঁদভট্টের গ্রন্থের ব্যাখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন যে, চাঁদের গ্রন্থে তাঁহার সমকালীন ভারতবর্ষের সকল রাজ্যের ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি, ঊনসপ্ততি অধ্যায়ে বিভক্ত

সঙ্কলিত করা হইল। অন্যান্য বৃত্তান্ত প্রকটিত করার পূর্ব্বে, দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের সময়ে ভারতবর্ষের রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ছিল, ঐ ভট্টের বাক্যের অনুবাদ দ্বারা তাহা বিবৃত করা যাইতেছে। "পত্তন নগরে চালুক-বংশীয় লৌহকায় ভোলাভীম রাজা ছিলেন।—আবু পর্ব্বতের উপরে জইৎ প্রমার, যিনি সমরে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় অচল।—

এক লক্ষ শ্লোকে, পৃথ্বীরাজের বীরত্ব বর্ণনার, যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে প্রধান প্রধান বংশের সকল রাজপুতেরাই স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের বিবরণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ কারণ সকল রাজপুত বংশেই চাঁদের গ্রন্থ সঞ্চিত থাকা দৃষ্ট হয়। "সমররূপ ঘনঘটা হিমাচল হইতে ভারত-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে," কিরণাসের পথে যাঁহারা "রণ-তরঙ্গের বারি পান করিয়াছিলেন," চাঁদ বিবর্ণিত সেই সকল বীর্য্যবান পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে রাজপুতেরা স্বীয় স্বীয় বংশের অন্বয় করিয়া থাকেন। পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ ব্যাপার, তাঁহার মিত্রদল, তাঁহার অধীন বহুসংখ্যক করদ রাজবর্গ, ও তাঁহাদিগের বাসস্থান ও বংশাবলী, এ সমুদয়ের সবিশেষ বিবরণ চাঁদের গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তন্নিমিত্ত ঐ গ্রন্থকে, হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্ত ও ভূগোল বিবরণের অমূল্য সংগ্রহ বলিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন হিন্দুস্থানের আচার, ব্যবহার, উপাসনা-পদ্ধতি, এবং হিন্দুগণের তৎকালীন বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ও ঐ গ্রন্থ হইতে আহরিত হইতে পারে। চাঁদের গ্রন্থ যিনি উত্তম রূপে পাঠ করিয়াছেন, হিন্দুস্থানে তিনি অতি মান্য। যিনি আমার [টড সাহেবের] গুরু ছিলেন, ব্যবসায়ী ভট্টেরাও চাঁদের গ্রন্থের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। তিনি পাঠ করিতেন, আমি শুনিতে শুনিতে অতিক্রত অনুবাদ করিতাম। এইরূপে ত্রিশ সহস্র শ্লোক অনুবাদ করিয়াছিলাম। মূল গ্রন্থের ভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি ছিল; তন্নিমিত্ত অনুবাদ করিতে করিতে সময়ে সময়ে বোধ হইত যে, গ্রন্থকর্ত্তা-কবির উৎসুকতা আমার অন্তরে যেন প্রাদুর্ভূত হইতেছে। তথাচ তাঁহার উক্তির ছটা রক্ষা করিতে অথবা তাঁহার উপমার প্রগাঢ়ত্ব সম্যক বোধায়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি, এ কথা বলা, কেবল অলীক গর্ব্ব প্রকাশ করা মাত্র। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, চাঁদের গ্রন্থের প্রকৃত পাঠক রাজপুত-জাতীয়েরা;—তাঁহাদিগকে আমি বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত ছিলাম;—চাঁদের গ্রন্থের প্রচলিত ভাব ও দৃষ্টান্ত সমূহ রাজপুতগণের আলাপনে আমি প্রত্যহ শুনিতে পাইতাম:— এ কারণ প্রকৃত কবিজনের পক্ষেও যে সকল ভাবার্থ বোধ করা দুষ্কর হইত, আমি সে সকল ভাবার্থ বোধগম্য করণে সক্ষম হইয়াছি এবং আমার গদ্যানুবাদ তন্নিবন্ধন প্রয়োজন সাধনের উপযোগী হইয়াছে।

মিবারে রাজা সমর সিংহ, যিনি অনেক পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন,—যিনি দিল্লীশ্বরের বিপক্ষের পথাবরোধক লৌহ-তরঙ্গ স্বরূপ।—এই সকলের মধ্যস্থলে নিজ বলে বলিষ্ঠ মণ্ডোরের রাজা সগর্ব্ব নির্ভীক নাহাররাও, যিনি মারুর বল,—যিনি কোন জনকে শঙ্কা করেন না।—দিল্লীতে সর্ব্ব প্রধান অনঙ্গ, যাঁহার আজ্ঞায় মাণ্ডোর, নাগোর, সিন্ধু, ও সমীপবর্ত্তী প্রদেশ সম্বলিত জলবৎ[১] এবং পেসোয়ার, লাহোর, কাঙ্গারা, কাশী, প্রয়াগ ও দেওগড়ের রাজবর্গ সমাগত হইতেন। অনঙ্গের বিক্রমে সীমার-দেশ[২]-পতিগণ সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন।"

ভাট্টি[৩] বংশীয়েরা ইতিপূর্ব্বে জাবুলি স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া পঞ্জাব প্রদেশস্থ সালবাহন নগরে প্রথমত বাস করিয়াছিলেন। তদনন্তর ক্রমান্বয়ে তানোত, দিরাবল,[৪] ও লোধরুবা[৫] নগরে বাস করিয়া পৃথ্বীরাজের সময়ে, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান রাজ্য জয়লমীরের সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে জয়লমীর রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয় নাই। ভাট্টিগণ ঐ অপ্রসিদ্ধ স্থানে বাস করিয়া খলিফার অধীন সিন্ধু দেশস্থ সেনাপতিগণের সহিত কতিপয় শতাব্দি পর্য্যন্ত তুমুল বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সিন্ধু নদের কূলবর্ত্তী তাকনগর

---

(১) কোন্ প্রদেশের নাম "জলবৎ" তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। টড সাহেব কহেন, বোধ হয় সিন্ধুনদের জল সান্নিধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম জলবৎ।

(২) টড সাহেব কহেন,—শীত-প্রধান দেশের নাম সীমার।

(৩) ভাট্টি, যদুবংশের এক শাখা।

(৪) ভাট্টিবংশীয়েরা পঞ্জাব প্রদেশে দিরাবল নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

(৫) লোধরুবা নগর ভাট্টিগণ যুদ্ধ দ্বারা অধিকার করিয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের পূর্ব্বাধিকার;—সময়ে সময়ে মুসলমানগণের হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার সাধনেও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তৎকালীন প্রধান প্রধান রাজ্য সমুদয় হইতে ভাট্টি বংশের বাসস্থান দূরে অবস্থিত ছিল; একারণ পৃথ্বীরাজের সময়ের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের রাজ্যতন্ত্র ব্যাপারে ভাট্টিবংশের বিশেষ সংস্রব ঘটনা হয় নাই। চাঁদের গ্রন্থে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অখিলেশ নামে পৃথ্বীরাজের জনৈক প্রধান সামন্ত ভাট্টিরাজার ভ্রাতা ছিলেন। চাঁদভট্ট দিল্লীর অনঙ্গপাল বংশকে হিন্দুস্থানের রাজবর্গের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বরূপত সে সময়ে তাঁহারাই ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম ছিলেন। বীলনদেব নামে এক ব্যক্তি এই অনঙ্গপাল বংশের আদি পুরুষ। বীলনদেব পূর্ব্বে জনৈক ধনবান "ঠাকুর" ছিলেন; পরে জনশূন্য[1] ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইয়া অনঙ্গপাল[2] নাম ধারণ করেন। ঐ অনঙ্গপাল নাম ইতঃপর তাঁহার বংশের আখ্যান রূপে প্রচলিত হওয়ায় তদ্বংশীয় সকল রাজাই অনঙ্গপাল উপাধিতে বিখ্যাত হয়েন। অনঙ্গপাল বংশের ঊনবিংশতি জন রাজা চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন। চাঁদের গ্রন্থে যে অনঙ্গপালের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি ঐ বংশীয় শেষ রাজা। আজমীরের চোহান বংশীয় রাজগণ দিল্লীর প্রভুত্বাধীন ছিলেন; কিন্তু বিশালদেব চোহানের সময়ে সে প্রভুত্বের অনেক খর্ব্বতা

---

(১) বিক্রমাদিত্যের সময়ে রাজপাট উজ্জয়িনী নগরে পরিচালিত হওয়ায়, ইন্দ্রপ্রস্থ শ্রী-হীন হইয়া ক্রমশ জনশূন্য হইয়াছিল।

(২) টড সাহেব 'অনঙ্গপাল' পদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা,—অনঙ্গ—অঙ্গহীন; পাল—পালন-কর্ত্তা। অর্থাৎ বিনষ্ট পদার্থের পালক।

হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম পদের নিমিত্ত, কনোজের রাঠোর বংশীয় রাজার সহিত দিল্লীর অনঙ্গপাল বংশীয় শেষ রাজার যুদ্ধ ঘটনা হয়। ঐ যুদ্ধে আজমীরের সোমেশ্বর নামা রাজার সাহায্য প্রভাবেই অনঙ্গপাল জয়ী হইয়া সার্ব্বভৌম পদ রক্ষায় সক্ষম হইয়াছিলেন। তদুপকারের প্রতিশোধার্থে সোমেশ্বরকে দিল্লীশ্বর আপনার এক দুহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ দুহিতার গর্ব্ভে সুবিখ্যাত বীর পৃথ্বীরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। অনঙ্গপালের অপর তনয়ার সহিত কনোজের রাঠোর বংশীয় রাজা বিজয়পালের বিবাহ হয়; ঐ তনয়ার তনয় জয়চন্দ্র। দিল্লীশ্বরের পুত্র সন্তান ছিল না; এনিমিত্ত তিনি স্বীয় সিংহাসন চোহান বংশীয় দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন। দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্তি সময়ে পৃথীরাজের বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র। মাতামহের ঈদৃশ পক্ষপাত ব্যবহার সূত্রে দৌহিত্র দ্বয় জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে পরস্পর সাতিশয় বিদ্বেষ ও ঈর্ষার সঞ্চার হয়, এবং তন্নিবন্ধনই ভারত রাজ্যকে মুসলমানগণের আয়ত্তাধীন হইতে হইল। পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর জয়চন্দ্র তাঁহার সার্ব্বভৌম পদ অস্বীকার করত আপনাকে তৎপদবীর স্বরূপ ভাজন বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১]।

---

(১) সার্ব্বভৌম পদ প্রাপ্তি নিমিত্ত জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ ব্যতীত ঐ যজ্ঞে আর সমুদয় রাজবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন। জয়চন্দ্র তাঁহাদিগের স্বর্ণ প্রতিমার প্রতিনিধি প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন। যজ্ঞ সমাধা হইলে পর জয়চন্দ্রের কন্যা সঞ্জুক্তা, স্বয়ম্বরা হইবার সময়ে, সমাগত সমস্ত নৃপতিগণকে পরিহার করিয়া, পিতৃবৈরী পৃথ্বীরাজের কাঞ্চন প্রতিমার গলে মাল্যার্পণ করেন। ইত্যবকাশে পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে কনোজে উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রামান্তে সঞ্জুক্তাকে হরণ করিয়া লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ ও বহুসংখ্যক সেনা নিহত হইয়াছিল। কথিত আছে, এই সঞ্জুক্তার প্রেমে আশক্ত

চোহান বংশের চিরশত্রু পত্তনের রাজা এবং মণ্ডোরের পরি-হার বংশীয়েরা এই বিবাদে জয়চন্দ্রের সহকারী হইয়াছিলেন। পরিহার বংশীয় রাজা, পৃথ্বীরাজের সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ সম্বন্ধ ধার্য্য করিয়া, পরে ঐ বিবাহ প্রদানে অসম্মত হওয়ায় চোহান সম্রাট তাঁহার প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করেন। এই যুদ্ধই, ভুবন বিখ্যাত বীর পৃথ্বীরাজের প্রথম উদ্যম, এবং এই যুদ্ধে যে জয় লাভ করেন, তাহাই তাঁহার ভাবী রণকীর্ত্তির প্রথম সূচনা। কনোজ ও পত্তনের রাজা, পৃথ্বীরাজকে দমন রাখিবার অভিপ্রায়ে দুর্ম্মন্ত্রণার বশীভূত হইয়া তাতার দেশীয় সৈন্য আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল সৈন্যের যোগে হিন্দু রাজগণের গৃহ বিবাদের উপলক্ষে, সাহেবুদ্দিন গোরী[১] ভারত ভূমি অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের ভগ্নী পৃথাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধ নিবন্ধন, বিশেষত উভয়ের প্রকৃতির সমতা বশত চিতোর-পতির সহিত দিল্লীশ্বরের সাতিশয় সৌহার্দ্দের সঞ্চার হইয়াছিল। কালস্বরূপ কাগ্‌গার[২] তটের যুদ্ধ পর্য্যন্ত ভারত-বর্ষের তৎকালীন গৃহ বিবাদ জনিত সমুদয় বিভ্রাটে উভয়ে এক পক্ষ ছিলেন। হিন্দু রাজগণের মধ্যে গৃহ বিবাদ আবহ-

---

হইয়া পৃথ্বীরাজ ইতঃপর রাজকার্য্য পরিত্যাগ করত নিরন্তর অন্তঃপুরে বাস করিতেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা উপন্যাস অপেক্ষাও মনোহর। মিবারের ইতিবৃত্তের সহিত তাহার বিশেষ সংস্রব নাই, এ কারণ টড সাহেব তাহা সবিস্তার প্রকটিত করেন নাই।

(১) গোরীবংশ পাঠান জাতির এক শাখা। গোরীবংশীয়েরা গজনন রাজ্য ধ্বংস করেন। তাঁহাদিগের রাজ্য গোর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

(২) কাগ্‌গার নদী পূর্ব্বকালে বিকানীর ও জবলমীর রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদের সহিত সম্মিলিত ছিল। এই নদী এক্ষণে মরুভূমির বালুকায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহার অপর দুই নাম খগ্‌গর ও হাকরা।

মান কাল প্রচলিত থাকার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সে গৃহ বিবাদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। বৈর-ভাবাপন্ন দুই রাজার বংশ-মহিমা কীর্ত্তন করত কোন কুলাচার্য্য মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধন দ্বারা পুনর্ব্বার মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিতেন। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এবং আরব্য ও পারস্য ভাষার ইতিবৃত্তে অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু রাজগণের এইরূপ গৃহ-বিবাদের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গৃহ-বিবাদের নিমিত্তই হিন্দুগণকে পরাধীনতা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে, এবং তন্নিমিত্তই তাহাদিগকে পরাধীন থাকিতে হইবে।

কনোজ ও পত্তন এতদুভয় রাজ্যের রাজার সহিত সমর সিংহকে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল[১]। বক্ষ্যমাণ ঘটনায় পৃথ্বীরাজ সাহায্য প্রার্থী হইয়া প্রথমত সমরসিংহকে আহ্বান করেন। নাগোর প্রদেশের কোন স্থানে প্রাচীন সময়ের স্থাপিত বিপুল পরিমিত গুপ্ত অর্থ থাকার সমাচার পাইয়া দিল্লীশ্বর তাহা হস্তগত করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন। এতাধিক অর্থবল প্রাপ্ত হইলে পৃথ্বীরাজের বিক্রম আরও পরিবর্দ্ধিত হইবে, এই আশঙ্কায় কনোজ ও পত্তনের রাজা তাঁহাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে গোরাধিপতি সাহেব-

(১) পত্তনের রাজা সিদরায়-জয়সিংহ চিতোর নগর অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মিবারের ভট্টগণের গ্রন্থে মিবারের গ্লানি-সূচক এই বিষয়ের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। জয়সিংহের অধীন অষ্টাদশ নগরের মধ্যে চিতোর নগর পরিগণিত থাকা দৃষ্ট হয়। বিশেষত টড সাহেব এক খোদিত লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐ লিপি জয়সিংহের উত্তরাধিকারী কুমারপাল কর্ত্তৃক ১২০৭ সম্বতে চিতোর নগরে সংস্থাপিত হয়। এতদ্দ্বারা জয়সিংহের চিতোরাধিকার নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে।

উদ্দিনকে আহ্বান করেন। পৃথ্বীরাজ এইরূপে সঙ্কটাপন্ন হইয়া সমরসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ দৌত্যকার্য্যে পৃথ্বীরাজের অধীন লাহোর প্রদেশের শাসনকর্ত্তা চাঁদপুন্দির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইতঃপর সাহেবুদ্দিনের রাবি নদী পার হইবার সময়ে তাঁহার পথাবরোধ করায় চাঁদপুন্দির সমরে নিহত হয়েন। এই দৌত্য কার্য্যের আরম্ভ অবধি চাঁদ-পুন্দিরের মৃত্যু পর্য্যন্ত, তাঁহার সবিশেষ বিবরণ চাঁদ ভট্টের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাঁদপুন্দির চিতোর-রাজের নিমিত্ত যে সকল উপহার দ্রব্য লইয়া গিয়াছিলেন, যেরূপে চিতোর-পতির সহিত তাঁহার সম্ভাষণ হইয়াছিল, সমরসিংহ যেরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং যেরূপ কথোপকথন হইয়া অবশেষে চাঁদপুন্দির বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভট্ট-রাজ সে সমস্ত বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। চাঁদের গ্রন্থে সমরসিংহের বেশ ভূষার যেরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং চাঁদপুন্দির তাঁহাকে যেরূপ বাক্যে সম্বোধন করিয়া-ছিলেন, তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, চিতোরের রাজগণ সে সময়ে "একলিঙ্গের দেওয়ান" উপাধির উপযুক্ত বাহ্য চিহ্ন সমুদয় ধারণ করিতেন।—সমরসিংহের গলদেশে পদ্মবীজের মালা এবং মস্তকে জটাভার ছিল;—চাঁদপুন্দির তাঁহাকে "যোগীন্দ্র" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। সমরসিংহ পৃথ্বী-রাজের আহ্বানানুসারে দিল্লীনগরে গমন করিয়া উপস্থিত বিষয়ে এইরূপ মন্ত্রণা অবধারিত করিয়াছিলেন যে, পত্তনের রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ ঘটিত সম্বন্ধ আছে, এ নিমিত্ত পৃথ্বীরাজ পত্তনপতির প্রতিকূলে এবং সমরসিংহ সাহেবুদ্দিনের

বিরুদ্ধে রণ যাত্রা করিবেন। সমরসিংহ সাহেবুদ্দিনের সহিত সমরে লিপ্ত রহিলেন; পৃথ্বীরাজ, গুজরাট হইতে যুদ্ধ জয় করিয়া সত্বর তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন। উভয়ের সম্মিলিত সৈন্য দ্বারা মুসলমান সেনা পরাভূত ও তাহাদিগের সেনাপতি বন্দী হইয়াছিল।[১] এই যুদ্ধ জয়ের পর পূর্ব্বোক্ত যে গুপ্ত অর্থ দিল্লীশ্বরের হস্তগত হইয়াছিল, সমরসিংহ তাহার অংশ গ্রহণ করেন নাই ; পুরস্কার স্বরূপে তাঁহার সেনাগণকে পৃথ্বীরাজ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছিলেন মাত্র। এইরূপ সামান্য সামান্য বিগ্রহে কতিপয় বর্ষ অতিবাহিত হইলে পর দিল্লীর পরিত্রাণার্থে চিতোরপতিকে পুনর্ব্বার বর্ম্মধারণ করিতে হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ পুনঃপুন বহুসংখ্যক যুদ্ধে জয়ী হইয়া নিতান্ত গর্ব্বিত ও অলস-পরবশ হইয়া উঠিলেন; তজ্জন্য মুসলমানেরা কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনায় পুনর্ব্বার ভারতরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। পত্তন, কনোজ, এবং ধার প্রভৃতি প্রদেশের রাজগণ পৃথ্বীরাজের প্রতি বিদ্বেষ পরতন্ত্র হইয়া

---

(১) সাহেবুদ্দিন মহম্মদ পৃথ্বীরাজের সহিত সমরে ইতিপূর্ব্বে পরাভূত হইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করত মর্ম্মান্তিক বেদনায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন যে, ঐ যুদ্ধে পরাজিত হওয়া অবধি এক দিবসের নিমিত্তেও, তাঁহার সুখে নিদ্রা হয় নাই। ঈদৃশ মর্ম্ম-বেদনার বাক্যে অনুমিত হয় যে, সাহেবুদ্দিন যথার্থই হিন্দু সম্রাটের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। হিন্দুর স্বতঃসিদ্ধ দয়াশীলতা গুণে তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। হিন্দুর মহিমা-সূচক ঈদৃশ অনেকানেক ঘটনা কেবল হিন্দুর লিখিত ইতিবৃত্তের অভাব নিবন্ধন ভূমণ্ডলে অপ্রচার রহিয়াছে।

মুসলমানের ইতিবৃত্তে কেবল এই মাত্র লিখিত আছে যে, পৃথ্বীরাজের শরাঘাতে মহম্মদ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন ;—কেবল জনৈক কিঙ্করের কৌশলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

এই আক্রমণ সময়ে পর-দল নিবারণের কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না; প্রত্যুত যাহাতে গর্ব্বিত পৃথ্বীরাজকে পরাভব প্রাপ্ত হইতে হয়, গোপনে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন[১]। কিন্তু সেই পর দল কর্ত্তৃক চরমে তাঁহারা সকলেই পরাভব প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদিগের পরম সমৃদ্ধিশালী সেই সকল রাজ্য অনতিবিলম্বে সমূলে বিনষ্ট হইল।

মুসলমানগণের পুনরাগমনের সংবাদে সমরসিংহ দিল্লীর উদ্দেশে পুনর্ব্বার চিতোর হইতে যাত্রা করিলেন;—কিন্তু আর তাঁহাকে চিতোরে পুনরাগত হইতে হইল না। তাঁহার চিতোর হইতে প্রস্থানের সবিস্তার বিবরণ চাঁদ কবি স্বীয় গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন। সমরসিংহ যাত্রাকালে স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণের প্রতি চিতোর রক্ষার ভারার্পণ করিয়াছিলেন; একারণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অসন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণ দেশের বিদর প্রদেশে গমন করেন। আবিসিনিয়া দেশীয় এক ব্যক্তি তৎকালে তথাকার সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। 'হাবসি পাদসা' নামে প্রসিদ্ধ ঐ ব্যক্তি সমাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। সমরসিংহের অপর এক পুত্র (এই সময়ে হউক, অথবা ইতঃপর বর্ণিত চিতোরের বিপ্লব সময়েই হউক) নেপাল রাজ্যে গমন করিয়া তথায় গিহ্লোট বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। চাঁদ ভট্টের গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নাম "মহাযুদ্ধ"। ঐ অধ্যায়ে সমরসিংহের রীতি প্রকৃতি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। সমর-

---

(১) সাহেব-উদ্দীন মহম্মদ পরাভব প্রাপ্তির পরে ভয় প্রযুক্ত হিন্দুস্থান আক্রমণে বিরত ছিলেন। কথিত আছে, জয়চন্দ্রের গোপন-উৎসাহে পুনর্ব্বার তাঁহার সাহস উদ্দীপিত হইয়াছিল।

সিংহের আগমনে দিল্লীনগরে গীত বাদ্যাদি মহোৎসব হইতে লাগিল এবং প্রজাবর্গ তাঁহাকে পরিত্রাতা জ্ঞান করিয়া পরম পুলকিত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ পারিষদগণসহ দিল্লী হইতে চারি ক্রোশ অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্বীয় সহোদরার সহিত পৃথ্বীরাজের প্রথম সম্ভাষণ ও পূর্ব্ব পরিচিত উভয় পক্ষীয় সামন্তগণের পরস্পর সন্দর্শনের মনোহর বর্ণনা চাঁদ কবির গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজদূষণ আলস্যের উল্লেখ করিয়া সমরসিংহ পৃথ্বীরাজকে সাতিশয় ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।

চাঁদ ভট্টের মহাযুদ্ধ সংজ্ঞক অধ্যায় পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, সমরসিংহ ও পৃথ্বীরাজ উভয়ের বর্ণনায় গ্রন্থকার নির্বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন;—পাঠের সময় পাঠকের চিত্ত উভয়ের অভিমুখে তুল্যরূপে আকৃষ্ট হইতে থাকে। যুদ্ধের মন্ত্রণাবধারণ সময়ে ও কাগ্‌গার তটাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার কালে সমুদয় কার্য্যই সমরসিংহের মতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি যে কোন বিষয়ে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, চাঁদ কবি তাহা নিজ গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন। চাঁদের গ্রন্থে সমরসিংহের অতি উদার বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সমরে নির্ভীক, নিশ্চল ও কৌশলজ্ঞ;—মন্ত্রণায় দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও সদ্বক্তা—এবং সকল বিষয়েই ভদ্র ও ধার্ম্মিক ছিলেন। নিজ সেনাগণ তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত ছিল, এবং পৃথ্বীরাজের সেনানায়কেরাও তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; ভাবি মঙ্গলামঙ্গলের লক্ষণ সমুদয়ের সেরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যা আর কেহই

করিতে পারিতেন না; ব্যূহ রচনার সেরূপ কৌশল আর কাহারও জ্ঞাতসার ছিল না; সমরকালে অশ্ব ও আয়ুধ চালনার তৎপরতা, তাঁহার তুল্য আর কোন জনেই লক্ষিত হইত না। যুদ্ধ যাত্রার পথে দৈনন্দিন পর্য্যটনের অবসান হইলে অথবা সংগ্রামের অবকাশ কালে, সমরসিংহের উপাদেয় বক্তৃতার উপভোগ ও উপদেশ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সামন্তগণ তাঁহার শিবিরে সমবেত হইতেন। চাঁদ কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থের রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের অধিকাংশই খোমান[১] রাজের বক্তৃতা হইতে আহরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মনীতি, রাজদূতের আচরণ, রাজমন্ত্রীর লক্ষণ, রাজার প্রতি রাজপুত জাতির যথোচিত ব্যবহার, ঐহিক ও পারত্রিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক যে সমস্ত উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ও রূপক তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, চিতোরের অধীশ্বর মনীষী সমরসিংহই তৎসমুদয়ের উপদেষ্টা।

কাগ্‌গার নদীর কূলে হিন্দু ও মুসলমানগণের তিন দিবস পর্য্যন্ত অবিরাম ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। তৃতীয় দিবসে সমরসিংহ ও তৎপুত্র কল্যাণ ব্যাদিতবদন অন্তকের ন্যায় অসংখ্য যবন সেনা সংহার করত, বলবীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অবশেষে চিতোরের ত্রয়োদশ সহস্র সেনা ও প্রসিদ্ধ সামন্তগণ সহ সমরক্ষেত্রে শয়ান হইলেন[২]। তাঁহার প্রিয়া মহিষী

---

(১) খোমানের নাম চিতোরের রাজগণের উপাধিরূপে প্রচলিত হইয়াছিল।

(২) কনোজ ও পত্তন প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ যদিও পৃথ্বীরাজের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া এই যুদ্ধে আগমন করেন নাই, তথাচ দিল্লী, আজমীর ও চিতোরের যে বিপুল সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে মুসলমান পক্ষে জয়লাভ হওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। মুসলমানেরা কেবল প্রতারণা দ্বারা জয়ী হইয়াছিল। তদ্বিবরণ এই :—কাগ্‌গার

পৃথ্বীরাজের সহোদরা পৃথা শ্রুত হইলেন,—যবনগণের বিশ্বাস-ঘাতকতায় স্বামী নিহত হইয়াছেন,—সহোদর বিপক্ষের করে বন্দী হইয়াছেন,—দিল্লী ও চিতোরের প্রসিদ্ধ বীরপুরুষেরা কাগ্‌গার নদীর কূলে অস্ত্র-শয্যায় চির-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন।—সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া মুসলমানেরা দিল্লীতে

নদীর এক পারে হিন্দু সৈন্য ও অপর পারে মুসলমান সৈন্য অবস্থিত হইলে পর পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পুর্ব্বে সাহেবুদ্দিনকে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, "তুমি ইতিপুর্ব্বে সমরে পরাভূত হইয়া পুনর্ব্বার সমাগত হইয়াছ। অতএব যদি তুমি নিজ জীবনকে ভার বোধ করিয়া থাক, তবে যুদ্ধ কর ক্ষতি নাই, কিন্তু সেনাগণকে কেন অকালে কালগ্রাসে নিক্ষেপ করিবে! যদি কল্যাণ বাঞ্ছা থাকে, তবে এখনও স্বদেশে প্রতিগমন কর, নতুবা রজনী প্রভাত হইলে আমাদের রণ-মত্ত মাতঙ্গ, দিগ্বিজয়ী তুরঙ্গ ও শোণিতপায়ী সৈন্যগণ তোমার সকল দলবল বিনষ্ট করিবে।" সাহেবুদ্দিন হিন্দুগণের যুদ্ধের আয়োজন দর্শনে ভীত হইয়া উত্তর পাঠাইলেন, "আমি ভ্রাতার আদেশানুসারে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, সুতরাং তাঁহাকে এ বিষয়ে পত্র লিখিলাম, তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই করিব, পত্রের উত্তর না পাইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না; এবং প্রত্যাগমন করিতেও সক্ষম হইতেছি না। প্রার্থনা করি, আপনারাও দ্বিতীয় সংবাদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত যুদ্ধে বিরত থাকিবেন।" হিন্দুরাজগণ এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধের বিরাম ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাহাতে সেনাগণ আমোদ প্রমোদে রাত্রি জাগরণ করত নিশীথ সময়ে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে পর, মিথ্যাবাদী মুসলমানগণ নিঃশব্দে নদী পার হইয়া বিশ্বাস-প্রসুপ্ত হিন্দু-সেনাগণকে সহসা আক্রমণ করিল। কোলাহল-প্রবুদ্ধ ও যবনের এতাদৃশ বিসদৃশ বিশ্বাস ঘাতিতায় জাতরোষ—রণদক্ষ হিন্দুসেনাগণ সত্বর প্রস্তুত হইয়া শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবর্ত্ত হইলেন। সাহেবুদ্দিন তদ্দর্শনে আপনার কতকগুলি সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র সংস্থাপিত করত অবশিষ্ট কতিপয় সৈন্য লইয়া এক এক বার আক্রমণের ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও এক এক বার পলায়নের ভাণ করিয়া পশ্চাদ্ভাগে হটিতে লাগিলেন, প্রত্যুত যথোচিত নিয়মে বা সবলে সমর করিলেন না। তিন দিবস ব্যাপী এইরূপ চাতুরী-যুদ্ধে হিন্দুসৈন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন মহম্মদের স্বতন্ত্র-স্থাপিত অনাক্লান্ত সেনাদল সমরে অবতীর্ণ হইয়া পরিশ্রান্ত হিন্দুসৈন্যগণকে পরাভূত করিল। কেবল শৌর্য্য দ্বারা ন্যায় যুদ্ধে মুসলমানেরা কদাচই ভারতভূমি অধিকার করিতে পারিত না। অনৃতাচার মুসলমানগণকে আপনাদিগের ন্যায় সত্য-পরায়ণ জ্ঞান করিয়াই হিন্দুগণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন!!

আসিবার পূর্ব্বেই চিতানলে তনুত্যাগ করত স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। মুসলমানেরা দিল্লীতে উপস্থিত হইলে চোহানরাজ-বংশীয় শেষ পুরুষ রয়নসিংহ রাজধানীর রক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্ন বিফল হইল!—তিনি সমরে নিহত হইলেন!!—যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ—অনঙ্গপালের দিল্লী—এইরূপে অসভ্য তাতার জাতির অধিকৃত হইল!!!—পরম গরীয়ান দিল্লীশ্বর মুসলমানের হস্তে বন্দী;—দিল্লীর প্রধান সহায় চিতোরপতি সমরশায়ী;—উভয় রাজ্যের প্রধান প্রধান সেনা সামন্ত সংগ্রাম-নিহত;—সুতরাং মুসলমান-গণকে আর কে নিবারণ করে! অনতিবিলম্বে হিন্দুকুলকলঙ্ক জয়চন্দ্রকে স্বকর্ম্মের অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইল। তিনি পাঠান-সেনানী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওত সমরে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলেন। পলায়ন কালে গঙ্গা-প্রবাহে নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহার প্রাণত্যাগ ও পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। অতএব দিল্লীর সম্রাট্-সিংহাসন অধিকার করণার্থে সাহেবুদ্দিনের প্রতিযোগী হইতে পারে, এরূপ হিন্দু রাজা আর কেহই রহিলেন না। এই সময় হইতে ভারতবর্ষে দেশ-উৎ-সাদন, ধন-লুণ্ঠন ও ভয়াবহ প্রজা-হত্যার আরম্ভ হইল। অতি দীর্ঘকালাবধি হিন্দুগণকে ঐ সমস্ত উপদ্রব ভোগ করিতে হইয়া-ছিল। হিন্দুর ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বা শিল্প-সংক্রান্ত যে কিছু প্রিয়—যে কিছু আদরণীয় বস্তু ছিল, অসভ্য শত্রু মুসলমান কর্ত্তৃক তৎসমুদায়ই বিনষ্ট হইল। তেজীয়ান রাজপুতগণ নীরবে এ সমস্ত পীড়ন সহ্য করিতে পারেন নাই।—তাঁহারা সুযোগ প্রাপ্তি মাত্রে অটল বীর্য্য ও অবিচল অধ্যবসায় সহকারে শস্ত্র-

হস্তে পাড়কগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। কখন মুসলমানগণের অধিকার সীমার সংকীর্ণতা সাধন করিয়াছেন।—কখন বা পরাজিত হইয়া অদৃষ্টের অনুযায়ী আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।—এইরূপে কত কত মুসলমান বংশের রাজত্বের অবসান হইয়া গিয়াছে। রাজস্থানে এরূপ একটিও পন্থা ছিল না,—যাহা পীড়িত রাজপুতের ও পীড়ক মুসলমানের রুধিরপ্রবাহে পরিপ্লুত হয় নাই।—কিন্তু কিছুতেই ফল লাভ হইল না।—নব নব মুসলমান বংশ ক্রমান্বয়ে সমাগত হইতে লাগিল।—এক বংশের রাজত্বের অবসান হইলে আর এক বংশ সম্প্রবিষ্ট হয়[১]।—সকল বংশই তুল্যরূপ নির্দ্দয়;—হত্যা, অপহরণ ও নিপাতন সকল বংশের নিকটই পুণ্যপ্রদ বলিয়া পরিগণিত। বহুকালব্যাপী ঈদৃশ বিগ্রহে অনেক রাজপুত কুল নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে;—নামের স্মৃতি ভিন্ন এক্ষণে তাঁহাদিগের আর কিছুই নাই।

পৃথিবীতে কোন জাতির সহিত রাজপুতজাতির প্রকৃতির তুলনা হইতে পারে না। বহু শতাব্দি ব্যাপী সর্ব্ব-হারক পীড়নের প্রভাব অতিক্রম করিয়া, পৈতৃক ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, সভ্যতা ও বিক্রম পৃথিবীর আর কোন্ জাতি ঐরূপ রক্ষা করিতে পারে? রাজপুত জাতি যেরূপ উগ্র ও নির্ভীক, তদ্রূপ সময়োচিত ধৈর্য্যগুণশালী।—প্রয়োজনানুসারে নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সুযোগ সময়ে এরূপ বৈরনির্য্যাতন-দক্ষ জাতি

---

(১) পাঠান, খিলিজী, তোগলক, সৈয়দ, লোদী ও মোগল;—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় মুসলমানেরা ক্রমান্বয়ে হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিশেষ বিবরণ ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীতে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহারা হত্যাকে ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করে, তাদৃশ শত্রুগণ হইতে যত প্রকারের পীড়ন সমুৎপন্ন হইতে পারে, এবং মনুষ্য-প্রকৃতি সেই সমস্ত পীড়ন যে পরিমাণে ধারণ করিতে পারে, তাহার উদাহরণ-ভূমি এক মাত্র রাজস্থান। রাজপুতেরা দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণের পীড়নে এক এক বার ধরাসাৎ হইয়াছেন, কিন্তু স্থিতিস্থাপক পদার্থের ন্যায়, সেই নিপীড়ন প্রভাবেই পুনর্ব্বার উল্লম্ফিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রতি বিভ্রাটে তাঁহাদিগের সাহসাস্ত্র পরিশাণিত হইয়াছে মাত্র। এরূপ আচরণ আর কোন জাতির ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন বৃটন[১] জাতিকে অচিরাৎ রোমান-গণের আধিপত্যে অবনত হইতে হইয়াছিল;—কোনক্রমে তাহারা আপনাদিগের পূর্ব্বের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে নাই। পুনর্ব্বার ঐ বৃটনেরা অগৌণে সাকসন[২] জাতির অধীনত্ব এবং সাকসনেরা অবিলম্বে দিনামার[৩] জাতির দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল, এবং এই সকলের মিলনোৎপন্ন সঙ্কর জাতি পুনশ্চ অতি শীঘ্র নরম্যাণ[৪]গণের প্রভুত্বে অবনত হইয়াছিল। এক-মাত্র যুদ্ধের জয় পরাজয় দ্বারা ইহাদিগের রাজ্য রক্ষার বা অপক্ষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; এবং জেতৃগণের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থায় অতি সত্বর পরাজিতগণের পূর্ব্বের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সকল জাতির সহিত তুলনা করিলে

---

(১) ইংলণ্ডের আদিম নিবাসী জাতির নাম "বৃটন"।

(২) ইহারা প্রাচীনকালে ইউরোপের মধ্যভাগে বাস করিত। নামানুসারে বোধ হয় ইহারা শাকজাতির শাখা বিশেষ।

(৩) ইউরোপের ডেনমার্ক সংজ্ঞক দেশ এই জাতির বাসস্থান।

(৪) এই জাতি পুরাকালে ফরাসী রাজ্যে বাস করিত।

রাজপুত জাতির কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব গৌরব ও মহিমা প্রকাশ পায়! রাজপুতজাতি বহু পরিমিত ভূমি চ্যুত হইয়াছেন, কিন্তু এক তিল পরিমাণে জাতীয় ধর্ম্ম বা আচার ব্যবহার চ্যুত হয়েন নাই। রাজপুতগণের অনেকানেক রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে;—সমৃদ্ধিশালী কনোজ ও শোভমান পত্তননগর হইতে রাঠোর ও চালুকের মহিমা চিরদিনের নিমিত্ত অস্তমিত হইয়া স্বদেশের প্রতি বৈরাচরণ পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের অভেদ্য দুর্গ স্বরূপ একমাত্র মিবার রাজ্যের গিহ্লোটগণ নিরাপদে থাকিবার আশয়ে কখনই নীচভাবাপন্ন হয়েন নাই;—মানের অনুরোধে সকল সময়েই সকল বিপদ স্বীকার করিয়াছেন;—সেই পুণ্য প্রভাবে তাঁহাদিগের রাজ্য অদ্যাবধি প্রাচীন সীমায় অবস্থিত রহিয়াছে। সমরে সমরসিংহের প্রাণত্যাগ অবধি তদ্বংশীয়েরা আবহমানকাল স্বদেশের সম্ভ্রম, স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রচুর পরিমাণে শোণিত ব্যয় করিয়া আসিতেছেন।

সমরসিংহের অনেক পুত্রের[১] মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কর্ণ ই তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। কর্ণের অপ্রাপ্ত ব্যবহার সময়ে তাঁহার মাতা পত্তনরাজবংশের দুহিতা কর্ম্মদেবী অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও চিতোরের রক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। কর্ম্মদেবী স্বয়ং সমরক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া কুতুবুদ্দিনের সহিত জয়পুরের সন্নিকটে সংগ্রাম করিয়াছিলেন।—নয় জন রাজা

---

(১) এক পুত্রের নাম কল্যাণরায়, তিনি কাগ্‌গার তটের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। অপর এক পুত্রের নাম কুম্ভকর্ণ, তিনি বিদর রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন। আর এক পুত্র নেপাল রাজ্যে গমন করেন, তাঁহার বংশ 'গোরখা' নামে প্রসিদ্ধ।

এবং রাবৎ উপাধি ধারী একাদশ জন সরদার এই যুদ্ধ সময়ে রাজমাতার অধীনে সমর ক্ষেত্রে গমন করেন। কুতুবুদ্দিন এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইয়াছিলেন।

সম্বৎ ১২৪৯ (খৃঃ ১১৯৩) অব্দে কর্ণ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মিবার রাজ্যে তাঁহার সন্তানগণ[১] দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারেন নাই। রাজবংশের জ্যেষ্ঠ শাখা কি কারণে অরম্য মরুভূমে গমন করিয়া নূতন নগর[২] সংস্থাপন পুরঃসর তথায় বংশ বিস্তার করিলেন এবং কি রূপেই বা কনিষ্ঠ শাখা চিতোরের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তদ্বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ শ্রুত হওয়া যায়। সাধারণ প্রবাদ এইরূপ যে, কর্ণের দুই পুত্র ;—মাহুপ ও রাহুপ। কিন্তু স্বরূপত তাহা নহে। স্বরয-মল (সূর্য্যমল্ল) নামে সমরসিংহের এক ভ্রাতা ছিলেন। স্বরযমলের পুত্রের নাম ভারত ;—সমর সিংহের পুত্রের নাম কর্ণ। কর্ণের রাজত্ব কালে শত্রু-পক্ষীয়গণের ষড়যন্ত্র নিবন্ধন ভারত চিতোর ত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশে গমন করেন। ভারত তত্রত্য মুসলমান রাজার নিকট হইতে আরোর নগর গ্রহণ করত তথায় বাস করিয়া ভাট্টি বংশীয় এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ রমণীর গর্ভে রাহুপ জন্ম গ্রহণ করেন। কর্ণ চোহান বংশীয় এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মাহুপ তদ্গর্ভজ সন্তান। মাহুপ মাতুল কুলের বশবর্ত্তী হইয়া নিয়ত চোহান-গণের ভবনে বাস করিতেন। ভ্রাতৃব্য ভারতের দেশান্তর

---

(১) সিরবাম নামে তাঁহার এক পুত্র বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশের নাম সিরবানি।

(২) ঐ নগরের নাম দজরপুর। 'দজরা' অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে তন্নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

গমন এবং নিজ পুত্র মাহুপের অযোগ্যতা নিবন্ধন কর্ণ রাজা মনস্তাপে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ঝালোরের সনিগরা বংশীয় সরদার, কর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যার পুত্রের নাম রিন্ধোল (রণধবল)। রণধবলের পিতা প্রধান প্রধান গিহ্‌লোটগণকে প্রবঞ্চনা দ্বারা নিহত করিয়া স্বীয় পুত্রকে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতে মাহুপ সক্ষম ছিলেন না, এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার যত্নও ছিল না। এইরূপে বাপ্‌পার সিংহাসন চোহানগণকে অধিকার করিতে দেখিয়া জনৈক কুলাচার্য্য সিন্ধুদেশে গমন করিয়া ভারতকে তদ্‌বৃত্তান্ত বিদিত করেন। ভারত সিন্ধুদেশীয় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের রাজ্য উদ্ধার মানসে মিবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। চিতোরের অধীন সমুদয় সরদারগণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। তদনন্তর পালি নামক স্থানে সনিগরাগণকে সমরে পরাভব করিয়া ভারত চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ভারতের পুত্র রাহুপ সম্বৎ ১২৫৭ (খৃঃ ১২০১) অব্দে চিতোরের রাজ-পদে অভিষিক্ত হইয়া অত্যল্প কাল পরেই নাগর নামক স্থানে মুসলমান সেনাপতি সমস্থদ্দিনকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই রাজার সময়ে গিহ্‌লোটগণ শিশোদিয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। যেরূপে ঐ নূতন বংশাখ্যানের সঞ্চার হয়, ইতিপূর্ব্বেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু মিবার রাজগণের পূর্ব্বের রাওল[১] উপাধি পরিবর্ত্তিত হইয়া রাহুপের

(১) ডঙ্গরপুরের গিহ্লোট রাজগণের ও জয়শলমীরের যদুবংশীয় রাজগণের রাওল

রাজত্ব কালে বক্ষ্যমাণ ঘটনায় প্রচলিত রাণা উপাধির উৎপত্তি হয়।—মণ্ডুরের পরিহারবংশীয় রাজগণ ইতিপূর্ব্বে রাণা উপাধি ধারী ছিলেন; মকল নামে তদ্বংশীয় জনৈক রাজাকে সমরে ধৃত করিয়া রাহুপ নিজ রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। পরাভূত পরিহাররাজ নিজ-রাজ্যের গদবার নামক প্রদেশ ও স্বীয় 'রাণা' উপাধি রাহুপকে অর্পণ করত তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। রাহুপ জয়কীর্ত্তির ঘোষণায় ঐ রাণা উপাধি স্বয়ং ধারণ করেন এবং তদবধি চিতোরের রাজগণ ঐ রাণা উপাধিতে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইয়াছেন। মুসলমানগণের অতীব উপদ্রব সময়ে রাহুপ ৩৮ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাতেই অনুমিত হয় যে, রাজকার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁহার দ্বারা পতনোন্মুখ মিবার রাজ্যের রক্ষণ ও বর্দ্ধন উভয় কার্য্যই যথোচিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। রাহুপের পরবর্ত্তী রাজগণের রাজত্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে তাঁহার রাজত্বের ঔৎকর্ষ্য সমধিক প্রতীয়মান হয়। রাহুপ ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক সময় মধ্যে তৎপরবর্ত্তী নয় জন রাজার রাজত্বের অবসান হইয়াছিল।

রাহুপ হইতে লকুমসিংহ (লক্ষ্মণসিংহ) অবধি ৫০ বৎসর কালের মধ্যে ক্রমে নয়জন রাজা চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রায় সম-পরিমিত স্বল্পকাল রাজ্য ভোগ করিয়া

উপাধি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। যদুবংশীয় রাজগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা দীর্ঘকালাবধি সিখিয়া দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইউরোপের উত্তরভাগে পূর্ব্বকালে যে শাক-জাতি বাস করিত, তাহাদিগের সরদারগণেরও বোধ হয় রাওল উপাধি ছিল। যিনি নর্‌মাণ্ডী রাজ্য আক্রমণ করেন, তিনিও রাওল উপাধি ধারী ছিলেন, রাওলের অপভ্রংশে এক্ষণে ইতিবৃত্তে তিনি রোলন ও রোলো নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ইহাঁরা একে একে সকলেই স্বর্গগত হইয়াছিলেন। এই নয় জনের মধ্যে ছয়জন সমরে নিহত হয়েন।—মুসলমানগণের অধিকার হইতে পুণ্যতীর্থ গয়াধাম উদ্ধারার্থে তথায় গমন করিয়া ক্রমান্বয়ে ঐ ছয়জন রাজা সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন[১]। স্বধর্ম্মের প্রতি হিন্দু রাজাদিগের ঈদৃশ প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে মুসলমানগণের অন্তরে দয়ার সঞ্চার না হউক, কিন্তু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত (রাজা পৃথ্বীমল্ল গয়ার উদ্ধারার্থে প্রাণত্যাগ করার পরে) মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্রাট আলাউদ্দিনের সময় পর্য্যন্ত আর কোন রূপ উপদ্রব করে নাই। কিন্তু এই অবকাশ মধ্যে চিতোর রাজধানী একবার রাণাগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। যে হেতু ভন্‌সি রাণার[২] রাজত্ব-

---

(১) খ্রীষ্টের জন্মভূমি প্যালেষ্টাইন্ প্রদেশ, মুসলমানগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করার মানসে ইউরোপের খ্রীষ্টিয়ান রাজগণ এক সময়ে মহাসমারোহে ও বহ্বায়াস সহকারে নিজ নিজ রাজ্য হইতে তুরস্ক (Turkey) দেশে আসিয়া ঘোরতর সমর করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ঐ ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিস্তর লোকের প্রাণান্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ঐ যুদ্ধের উপলক্ষে, তৎকালীন অপেক্ষাকৃত অধিক সভ্য আসিয়া-বাসিগণের সমাগম লাভে বিদ্যা ও সভ্যতা বিষয়ে ইউরোপীয়েরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় ইতিবৃত্তে ঐ যুদ্ধ "ক্রুসেড" নামে প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টিয়ানরাজগণের ঐ ধর্ম্ম-যুদ্ধের সহিত হিন্দুরাজাদিগের গয়া-ক্ষেত্র উদ্ধার সম্বন্ধীয় যুদ্ধের বিশেষ সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

(২) ভন্‌সি রাজার দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্র, চম্বল নদের কূলস্থিত একটি ভূমি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রের সন্তানেরা চন্দ্রাবৎ নামে প্রসিদ্ধ। মিবারের অধীন সরদার দলের মধ্যে চন্দ্রাবৎগণ বিশেষ পরাক্রান্ত। তাঁহাদিগের পূর্ব্বের বাসস্থান রামপুরা (ভানপুরা)। ঐ রামপুরা বৃত্তির বার্ষিক আয় নয় লক্ষ টাকা। ইতঃপর রাণা জগৎসিংহ স্বীয় ভাগিনেয়, জয়পুরের রাজপুত্র মধুসিংহকে রামপুরা বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন; তাহার সৈনিক নিয়মানুযায়ী পাট্টা টড সাহেবের হস্তগত হয়। ঐ পাট্টায় তদ্‌বৃত্তি ভোগের এই নিয়ম লিখিত আছে যে, যুদ্ধ সময়ে দুই সহস্র অশ্ব ও পদাতিক, বৃত্তিভোগীকে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে হইবে। ঐ পাট্টা প্রাপ্তির রাজপ্রণামী ৭৫ সহস্র টাকা। মধুসিংহ দুরবস্থার সময়ে মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রামপুরা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়

কালের প্রধান ঘটনা ইহাই লিখিত আছে যে, তিনি চিতোর

অবশেষে যখন পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, তখন ঐ সম্পত্তি মহারাষ্ট্রীয় হুল্‌কারকে প্রদান করিলেন। সৈনিক নিয়মের বৃত্তি ভূমি এইরূপ হস্তান্তর করা প্রথা বিরুদ্ধ; বিশেষত মধুসিংহের পক্ষে এতদাচরণ নিতান্ত কৃতঘ্নতা-সূচক হইয়াছিল।—এতদ্দ্বারা মিবার রাজ্যের কলেবর হইতে একটি প্রধান অঙ্গ প্রথমত স্খলিত হইয়া যায়। সে যাহা হউক, আমদগড় সম্বলিত ঐ বৃত্তির কিয়দংশ চন্দ্রাবৎগণ রাজবারার বিবিধ বিভ্রাট সময়েও, ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপনাদিগের অধিকারে রাখিয়াছিলেন। যদিও ঐ সম্পত্তির ভোগাধিকার হুল্‌কারের ইচ্ছাধীন; তথাচ টড সাহেবের সমকালীন রাও উপাধিধারী ঐ বৃত্তিভোগী তরুণ পুরুষ, তদ্বৃত্তির প্রাচীন প্রভু রাণার নিকট হইতেই তাহার পাট্টা বহালের অনুমতি-সূচক করবাল গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা প্রাচীন প্রথার প্রতি সমধিক আনুরক্তি সংসূচিত হয়। টড সাহেব কহেন, নায়ক বালক হইলে যে বিবিধ অনিষ্ট ঘটনা হয়, ভারতবর্ষে ইহা প্রবাদ-বাক্যরূপে প্রচলিত আছে। ঐ বৃত্তির নায়কের বালকত্ব নিবন্ধন দুষ্ট ব্যক্তিগণের চক্রান্তে আমদগড় হইতে হুল্‌কারের অধিকারে অনেক উপদ্রব ঘটনা হইতে লাগিল। আমরা [ব্রিটিস্ গবর্ণমেন্ট] হুল্‌কারের মিত্র এবং দেশের শান্তি-রক্ষক সুতরাং আমদগড়ের প্রাচীর উড়াইয়া দিয়া সকল উপদ্রব নিবারণ করিয়া দিলাম। টড সাহেব কহেন, এই কার্য্যটি, আমাদিগের প্রভুত্বের কঠোর ও অমেলক প্রকৃতির এবং রাজপুতগণের সহিত আমাদিগের সন্ধির অনিশ্চিত লক্ষণের বহু উদাহরণ মধ্যে একটি উদাহরণ। ঐ বৃত্তির পূর্ব্ব-স্বামিগণের ও আধুনিক অধিকারী হুল্‌কারের এবং অভিনব ভোগ কর্ত্তা গোফুর খাঁর স্বত্বের বিবাদ জনিত গোলযোগ নিবারণ করা অতি কর্ত্তব্য কার্য্য;—কিন্তু পূর্ব্ব-বৃত্তান্তজ্ঞ পার্শ্ববর্ত্তী রাজবর্গ ও সাধারণ জনগণ এই বলিয়া বিলাপ করেন যে, পাঁচ শত বৎসর প্রবাহী একটি প্রাচীন নাম সহসা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তজ্জনিত লাভের অধিকাংশ অনেক আধুনিক পাঠানের ভোগে পরিণত হইয়াছে। আমাদিগের অনেক সন্ধি-বন্ধনের প্রণালী এইরূপ (ঘূর্ণিকার ন্যায়) অবোধগম্য, অব্যবস্থিত ও বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন। অনেক স্থলে আমাদিগের আশ্রয় দানের পরিণামে কেবল অপকার উৎপন্ন হয়। আমরা সকলের বিবাদে মধ্যস্থ হইয়া থাকি এবং আমরা রাজস্থানের প্রধান শান্তি-রক্ষক, কিন্তু সন্ধি সম্বন্ধীয় ঈদৃশ প্রণালী নিবন্ধন আমাদিগের ঐ পদবীতে কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতার লক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্ত, কিম্বা দেশবাসিগণের ব্যবহারের প্রতি তাচ্ছিল্য বশত, অথবা ন্যায় পরতার বিরোধী সুবিধার অনুরোধে, এসমস্ত ব্যাপারের অধিকাংশ ঘটনা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণী যাবৎ কার্য্যত ঘটনা না হইবে,—যাবৎ একমাত্র সিক্কা (মুদ্রা) হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র প্রচলিত না হইবে তাবৎকাল ইহার নিবারণ হইবে না।

নগর পুনরাধিকার করিয়া সর্ব্বত্র রাণা উপাধি প্রচলিত করিয়াছিলেন। রাহুপ হইতে লক্ষ্মণসিংহ পর্য্যন্ত নয় জন রাজার দুইটি মাত্র স্মৃতিচিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তাহার আদ্যন্ত অসম্বদ্ধ ও অসমঞ্জস। এ নিমিত্ত তৎসমুদয় বিবরণ পরিহার করত আমরা মিবার রাজবংশের একটি মহান ঘটনার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; তাহার অধিকাংশ বিবরণ যদিও কল্পিত উপাখ্যানের লক্ষণাক্রান্ত, তথাচ উহা যে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাণা লক্ষ্মণসিংহ;—আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর নগরের আক্রমণ;—ভীমসিংহের উদ্ধারার্থে চিতোরের সরদারগণের কৌশল;—চিতোর রক্ষার্থে রাণা ও তৎপুত্রগণের প্রাণান্তিক চেষ্টা;—তাতারদিগের দ্বারা চিতোরের বিপ্লব;—চিতোরের ধ্বংস;—রাণা অজয়সিংহ;—হামির;—তৎকর্ত্তৃক চিতোরাধিকার;—মিবার রাজ্যের খ্যাতি ও সম্পদ;—ক্ষেত্রসিংহ;—লাক্ষা।

লক্ষ্মণসিংহ সম্বৎ ১৩৩১ (খৃঃ ১২৭৫) অব্দে পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণের রাজত্ব, চিতোরের ইতিবৃত্তের একটি প্রধান সময়। তাঁহার রাজত্ব কালে পাঠান সম্রাট, আলাউদ্দিন, চিতোর অধিকার করিয়া অতি অসভ্য ও নিষ্ঠুরের ন্যায় তন্নগর বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন। হিন্দুর গৌরব-

সূচক কতিপয় শিল্প-কীর্ত্তি কেবল চিতোর নগরেই অবশিষ্ট ছিল, আর আর সকল স্থানের মনোহর অট্টালিকাদি মুসলমানেরা ইতিপূর্ব্বেই বিনষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু আলাউদ্দিন চিতোর নগর অধিকার করিয়া, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে শোভাশূন্য করিয়াছিলেন। পাঠান সম্রাট উপর্য্যুপরি দুইবার চিতোর রাজধানী আক্রমণ করেন। প্রথম আক্রমণে নগরের প্রতি কোন রূপ উপদ্রব করিতে পারেন নাই; কিন্তু ঐ আক্রমণে চিতোরের প্রধান প্রধান বীরবর্গ নিহত হইয়াছিলেন। তদনন্তর দ্বিতীয় আক্রমণে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নগর অধিকৃত ও উৎসাদিত হয়। ইতিপূর্ব্বে চিতোর নগর যতবার আক্রান্ত ও পরাধিকৃত হইয়াছে, তাহার সবিস্তর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে সকল আক্রমণের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তন্মধ্যে আলাউদ্দিনের এই আক্রমণই সর্ব্ব প্রথম।

লক্ষ্মণসিংহ, অপ্রাপ্ত ব্যবহার বয়সে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন; এ নিমিত্ত তাঁহার পিতৃব্য ভীমসিংহের প্রতি রাজকার্য্যের সম্পূর্ণ ভার সমর্পিত হইয়াছিল। ভীমসিংহ সিংহল দ্বীপের চোহানবংশীয় হামিরসাঙ্কের কন্যাকে বিবাহ করেন, ঐ রমণী শিশোদিয়াগণের অসংখ্য বিভ্রাটের হেতুভূতা হইয়াছিলেন। পরম রূপবতী ঐ রাজমহিষীর নাম পদ্মিনী। টড সাহেব বলেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বোত্তমা সুন্দরীগণ পদ্মিনী আখ্যানের প্রকৃত অধিকারিণী। প্রবাদ ও কাব্যের যশঃকীর্ত্তন প্রভাবে ঐ সকল পদ্মিনী নায়িকাগণের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। ভীমপত্নী পদ্মিনীর রূপ, গুণ, মহিমা ও মৃত্যুর কাহিনী এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ রাজস্থানে একটি প্রসিদ্ধ

প্রবাদ রূপে অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। ভট্ট কবিগণ কহেন, আলাউদ্দিন কেবল পদ্মিনীর প্রতি আশক্তচিত্ত হইয়া চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন; নচেৎ রাজ্য বা রণকীর্ত্তি বিস্তারার্থে তিনি তাহাতে প্রবর্ত্ত হয়েন নাই। কিন্তু আলাউদ্দিন নগর অবরোধ করিয়া সমধিক আয়াস সহকারেও যখন নগর হস্তগত করিতে পারিলেন না, তখন প্রস্তাব করিলেন যে, পদ্মিনী প্রাপ্ত হইলেই তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু তদভিপ্রায়ও সিদ্ধ না হওয়ায়, অবশেষে পাঠান-পতি স্বীয় অভিলাষকে খর্ব্ব করিয়া,আদর্শে ঐ অসামান্যা রূপসীর প্রতিচ্ছায়া দর্শন করিতে পাইলেই সন্তুষ্ট ও সমরে বিরত হইবেন, এরূপ অঙ্গীকার করিলেন। রাজপুতগণ প্রবঞ্চক বা বিশ্বাস-ঘাতক নহেন, তাহা আলাউদ্দিন বিলক্ষণ জানিতেন; সুতরাং অত্যল্প মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে অসন্দিগ্ধ চিত্তে চিতোরে প্রবিষ্ট হইয়া মুকুরে মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকনান্তে প্রত্যাগত হইলেন। ভীমসিংহ ভদ্রতাচরণের অনুরোধে আলাউদ্দিনের সহিত আলাপ করিতে করিতে চিতোরের দুর্গ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। আলাউদ্দিন শিষ্টালাপে রাণার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদল গুপ্ত পাঠান সেনা সহসা প্রত্যক্ষ হইয়া নিঃসহায় ভীমসিংহকে আবদ্ধ করত, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আপনাদিগের শিবিরে প্রেরণ করিল। আলাউদ্দিন ব্যক্ত করিলেন যে, পদ্মিনীকে প্রদান না করিলে ভীমসিংহ মুক্ত হইতে পারিবেন না। সরলমতি রাজপুতপতিকে প্রতারণার দ্বারা আবদ্ধ করিবার নিমিত্তই দুষ্টপ্রকৃতি পাঠান অতি বিশ্বস্তের ন্যায় নগরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এতদ্‌ঘটনার সংবাদে চিতোরে সকলেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। রাজমহিষীকে প্রদান করিয়া রাজ্যরক্ষক ভীমসিংহকে মুক্ত করা কর্ত্তব্য কি না, নগর মধ্যে কেবল তাহারই আন্দোলন হইতে লাগিল। পতির বন্দি-দশার সমাচার পাইয়া পদ্মিনী পাঠানের সমীপে প্রেরিতা হইতে স্বয়ংই স্বীকৃত হইলেন। গোরা নামে পদ্মিনীর এক পিতৃব্য ও বাদল নামে ঐ গোরার এক ভ্রাতুষ্পুত্র চিতোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পদ্মিনী এই সঙ্কট সময়ে পিতৃকুলের ঐ দুই আত্মীয়ের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার ও স্বামি-উদ্ধারের উপায় অবধারিত করিলেন। আলাউদ্দিনের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরিত হইল যে, তিনি যে দিবস চিতোর-অবরোধের সৈন্য উঠাইয়া লইবেন, সেই দিবসেই পদ্মিনী তাঁহার নিকট সমাগতা হইবেন। ইহাও বলা হইয়াছিল যে,তিনি স্বয়ং সম্রাট, পদ্মিনীও রাজকুলের কামিনী; অতএব উভয়ের পদবীর উচিত সমারোহে পদ্মিনী তাঁহার শিবিরে সমুপস্থিত হইবেন। যে সকল সহচরী দিল্লী পর্য্যন্ত পদ্মিনীর সহগামিনী হইবেন, তাঁহারা এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য কুলকামিনীগণ পদ্মিনীকে জন্মশোধ বিদায় প্রদানার্থে সমভিব্যাহারে শিবির পর্য্যন্ত গমন করিবেন;—অতএব সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীগণের মর্য্যাদার বিরুদ্ধ আচরণ কেহ না করে, তৎপক্ষে যেন কঠিন আদেশ প্রচারিত হয়। নিরূপিত দিবসে বসনাবৃত সাত শত শিবিকা চিতোর হইতে সম্রাটের শিবিঃ রাভিমুখে যাত্রা করিল। প্রতি শিবিকার মধ্যে আয়ুধসম্পন্ন এক এক জন চিতোরের সামন্ত;—প্রতি শিবিকার বাহক ছয় ছয় জন চিতোরের সেনা। সম্রাটের শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে বস্ত্র-প্রাবরণ

বিন্যস্ত হইয়াছিল। ভীমসিংহ, প্রিয়তমা পত্নীর সহিত জন্মশোধ সাক্ষাৎ করণার্থে অর্দ্ধ ঘটিকা মাত্র সময় প্রাপ্ত হইয়া পাঠানের আদেশানুসারে ঐ প্রাবরণ মধ্যে আনীত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে একে একে সমুদয় শিবিকা সমবেত হইলে পর ভীমসিংহকে একখানি শিবিকায় আরূঢ় করিয়া কতিপয় সামন্ত শিবিকা-যানে চিতোরাভিমুখে গমন করিলেন;—অধিকাংশ সামন্তগণ শিবিকা সহ প্রাবরণ মধ্যে অবস্থিত রহিলেন। ইহাতে আলাউদ্দিন বুঝিলেন যে, পদ্মিনীর নিজ সহচরিগণ প্রাবরণ মধ্যে রহিয়াছেন, যাঁহারা কেবল বিদায় গ্রহণার্থে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলেও, ভীমসিংহকে মুক্তি প্রদান করা পক্ষে আলাউদ্দিনের ইচ্ছা ছিল না; বিশেষত পদ্মিনীর সহিত ভীমসিংহের সাক্ষাৎ করণে কালবিলম্ব হইতে দেখিয়া পাঠান-সম্রাট ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া প্রাবরণের দ্বার উন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন। দ্বার মুক্ত হইবামাত্র সহচরি-পরিবেষ্টিতা পদ্মিনী ও ভীমসিংহের পরিবর্ত্তে, মরণে কৃতসংকল্প আয়ুধধারী রাজপুত বীরগণ নয়নগোচর হইলেন! চিতোরাভিমুখে যে সকল শিবিকা প্রতিগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধৃত করণার্থে আলাউদ্দিন তৎক্ষণাৎ সেনা প্রেরণ করিলেন। প্রাবরণস্থ রাজপুত বীরেরা বহির্গত হইয়া ঐ সেনাদলের সম্মুখীন হইলেন, এবং তুমুল সংগ্রাম দ্বারা তাহাদিগের পথাবরোধ করত একে একে সকলেই সমর-ক্ষেত্রে শয়ান হইলেন। ভীমসিংহের নিমিত্ত একটি বেগগামী তুরঙ্গম ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি ঐ অশ্বে আরূঢ় হইয়া নির্ব্বিঘ্নে চিতোর দুর্গে আরোহণ

করিলেন; কিন্তু ঐ দুর্গের বহির্দ্বারে তাঁহার প্রধান প্রধান বীর-বর্গ বিপুল পাঠান সৈন্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিপতিত হইলেন। পদ্মিনীর আত্মীয় গোরা এবং বাদলের উদাহরণ প্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া রাণীর সম্ভ্রম রক্ষা ও রাজার উদ্ধার সাধনার্থে কোন রাজপুতই সে দিবসের রণে নিজ প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই;—অতি অল্পমাত্র সেনা সে দিবসের রণোত্তীর্ণ হইয়া চিতোরে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। আলাউদ্দিন, রাজপুতগণের ঈদৃশ বিক্রম ও অধ্যবসায় এবং নিজ দলের বিপুল ক্ষয় সন্দর্শনে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বাভীষ্ট সাধনে বিরত হইয়া রহিলেন।

মিবার রাজ্যের প্রধান শপথ-বাক্য এই;—"চিতোর উৎসাদনের পাপ হউক।" ভট্টগণের মতে সার্দ্ধ ত্রিবার চিতোর নগর উৎসাদিত হইয়াছিল। আলাউদ্দিনের এই প্রথমবারের আক্রমণ অর্দ্ধ উৎসাদন রূপে পরিগণিত হয়। এই আক্রমণে যদিও মুসলমানেরা নগর হস্তগত বা লুণ্ঠন করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু প্রধান প্রধান বীরবর্গের মৃত্যু নিবন্ধন এতদাক্রমণে নগরের অর্দ্ধ পরিমিত বিনাশ স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত খোমানরাস গ্রন্থে অতি সতেজ ভাবে বিবৃত আছে। সিংহল দেশীয় পূর্ব্বোক্ত বাদল এই যুদ্ধের সময়ে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক ছিলেন মাত্র;—তথাচ সমরে তিনি অসম সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আহত হইয়া চিতোরে প্রত্যাগত হইলে পর তাঁহার পিতৃব্য-গোরার পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! আমার প্রভু সমরক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" বালক বাদল উত্তর করিলেন, "মাত! আমার পিতৃব্য

সমরক্ষেত্রে শত্রু-শস্য যথেষ্ট কর্ত্তন করিয়াছেন,—আমি তাঁহার অনুগামী ছিলাম মাত্র। তাঁহার করবাল-কর্ত্তরী হইতে কদাচিৎ যে দুই একটি স্খলিত হইয়াছিল, আমি কেবল তাহাই ছেদন করিয়াছি। তিনি শত্রু-শবের বিচিত্র গালিচা বিস্তার করিয়া ও জনৈক যবন রাজকুমারের প্রাণ-হীন দেহ-উপাধানে মস্তক রাখিয়া এবং বৈরি-বেষ্টিত হইয়া বীরোচিত গৌরব শয্যায় শয়ান হইয়াছেন। গোরার পত্নী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বাদল! তুমি পুনর্ব্বার বল, আমার প্রিয় কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।" বাদল কহিলেন, "হে মাত! পিতৃব্যের কার্য্যের আর কি বর্ণনা করিব, তাঁহার বিক্রমে যে সকল বিপক্ষ বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা কেহই জীবিত নাই।" রাজপুত-বনিতা এতৎশ্রবণে সস্মিত-বদনে বাদলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং "প্রভু আমার বিলম্বে ক্রুদ্ধ হইতেছেন" এই মাত্র কহিয়া অগৌণে চিতানলে তনু-ত্যাগ করত পতির অনুগামিনী হইলেন।

আলাউদ্দিন স্বীয় ভগ্ন সৈন্য সবল করিয়া পুনর্ব্বার চিতোর নগর আক্রমণ করিলেন। ভট্টগণের গ্রন্থানুসারে এই আক্রমণের কাল সম্বৎ ১৩৪৬ (খৃষ্টাব্দ ১২৯০); কিন্তু ফেরেস্তা ঐ সময়ের ত্রয়োদশ বৎসর পরে এই আক্রমণের কালাবধারণ করেন। চিতোরের প্রধান প্রধান বীরবর্গ প্রথম আক্রমণেই নিহত হইয়াছিলেন, সুতরাং পাঠানেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিক্রম প্রকাশ করিয়া নগরের দক্ষিণ সীমার পর্ব্বত অধিকার করত তথায় পরিখা খনন পুরঃসর শিবির সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আলাউদ্দিনের পরিখা অদ্যাবধি চিতোর-

বাসিগণ প্রদর্শিত করিয়া থাকেন; কিন্তু ইতঃপর অনেকবার চিতোর আক্রান্ত হয় এবং অনেক পরিখাও তত্তৎ সময়ে খনিত হইয়াছিল; এনিমিত্ত কোন্ পরিখাটি আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক খনিত, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা সুকঠিন।

মহা বিভ্রাট-জনক আলাউদ্দিনের এই আক্রমণে, খোমান-রাস-গ্রন্থ-কর্ত্তা স্বীয় কাব্য-শক্তি পরিচালনার উৎকৃষ্ট উপকরণ লাভ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ আক্রমণ-কালে দৈনন্দিন শ্রমের অবসানে একদা রজনীযোগে ভীমসিংহ বিষণ্ণ চিত্তে প্রাসাদে উপবিষ্ট ছিলেন।—সমরে স্বীয় সমগ্র বংশের বিনাশ আসন্ন ও অনিবার্য্য জানিয়া কিরূপে আপনার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে অন্তত একজনের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, রাণা অনন্য মনে কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন; —ইতিমধ্যে সহসা এই শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল;— "মৈঁ ভুকা হুঁ"—আমি ক্ষুধার্ত্ত আছি। রাণা নেত্র চালনা করিয়া প্রদীপের মৃদু মন্দ আলোকে দেখিতে পাইলেন যে, প্রাসাদের পাষাণ-স্তম্ভরাজির অবকাশ মধ্যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রভাময়ী প্রতিমা বিরাজমানা! রাণা দেবীকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "এই সম্প্রতি তোমার উদ্দেশে আমার বংশের আট সহস্র পুরুষ প্রদত্ত হইয়াছেন, তথাপি তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই?"—দেবী উত্তর করিলেন, "আমি রাজবলির অভিলাষী;—মুকুট-মস্তক দ্বাদশ জন পুরুষ চিতোরের নিমিত্ত প্রাণার্পণ না করিলে এ রাজ্য অন্য বংশগত হইবে।" দেবী এই মাত্র বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে ভীমসিংহ সরদারগণকে আহ্বান

করিয়া অতীত যামিনীর সমুদয় বিবরণ বিদিত করিলেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় রাণার দেবি-সন্দর্শন স্বরূপত প্রগাঢ় চিন্তাজনিত ইন্দ্রিয় বিভ্রম মাত্র বলিয়া অবধারিত হইল। ইহাতে ভীমসিংহ সরদারগণকে নিশীথ সময়ে রাজবাটিতে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। সরদারেরা নিরূপিত সময়ে সমবেত হইলে পর ঐ দেবমূর্ত্তি পুনর্ব্বার প্রত্যক্ষ হইয়া আপনার পূর্ব্ব বর্ণিত প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়া কহিলেন, "সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছগণ প্রতি দিন ধরাশায়ী হইতেছে;—কিন্তু তাহাতে আমার কি হইবে?—ছত্র, চামর ও কিরণে সুসজ্জিত করিয়া প্রতিদিন চিতোরের সিংহাসনে এক এক জন নূতন রাজাকে অভিষিক্ত করিতে হইবে,—তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞা সম্যক প্রতিপালিত হইবে,—তদনন্তর চতুর্থ দিবসে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া সমরে ঐ রাজা প্রাণত্যাগ করিবেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে যদি দ্বাদশজন রাজা প্রাণত্যাগ করেন, তবে আমি গিহ্লোট কুলে অবস্থান করিতে পারি।"

এই দৈব সমাগম খোমানরাস গ্রন্থের কবির কল্পনা হইতেই উদ্ভূত হউক, অথবা উহা রাজপুতগণের সমরানুরক্তি উদ্দীপ্ত করণার্থে ভীমসিংহের কৌশল-জনিত অভিনয় মাত্রই হউক;—ফলত যে কোন প্রকরণেই উহার উৎপত্তি হউক, এস্থলে তাহার তথ্যানুসন্ধান করার আবশ্যক নাই। এস্থলে তৎসম্বন্ধে কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, ঈদৃশ দৈব-ব্যাপার রাজপুতজাতির বিশ্বাসবিরুদ্ধ নহে। গিহ্লোটকুলের রাজলক্ষ্মী যে নিয়মে চিতোর দুর্গে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে নিয়ম দেবভক্ত ও রণপরায়ণ রাজপুতজাতির প্রকৃতির অনুযায়ী হইয়াছিল,

সুতরাং উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী ঐ নিয়ম অবলম্বন করিতে রাজপুতেরা কিছুমাত্র ইতস্তত বা কাল গৌণ করিলেন না। রাজলক্ষ্মীর আদেশানুসারে সর্ব্বাগ্রে আত্ম সমর্পণ করণার্থে ভীমসিংহের মহাবীর্য্যবান দ্বাদশ পুত্রই তুল্যরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সর্ব্বাগ্রজ অরিসিংহ স্বীয় জ্যেষ্ঠত্বের হেতু প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বাগ্রে চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন;—এবং তিন দিবস রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া চতুর্থ দিবসে শত্রুর সহিত সমরে আপনার অল্পকালস্থায়ী রাজপদবী ও জীবন যুগপৎ বিসর্জ্জন করিলেন। তদনন্তর তদনুজ অজয়সিংহ অগ্রজের অনুগামী হইবার অভিলাষী হইলেন, কিন্তু ভীমসিংহ সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক স্নেহ করিতেন, একারণ পিতার অনুরোধে অজয়সিংহ অগ্রে স্ব-কনীয়ানগণের অভিষেকে সম্মতি প্রদান করিলেন। এইরূপে ভীমসিংহের একাদশ পুত্র একে একে রাজা হইয়া রণে নিহত হইলেন। দেবীর আদেশ নিঃশেষে প্রতিপালিত হইতে আর এক মাত্র বলির অপেক্ষা আছে, এরূপ সময়ে ভীমসিংহ সরদারগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "চিতোর রক্ষার উদ্দেশে আমিই শেষ বলি।" কিন্তু রাণার রণে গমন করিবার পূর্ব্বে একটি ভয়াবহ ব্রতের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন প্রতীয়মান হইল। —ঐ ব্রতের নাম "জহরব্রত"।—রাজপুত কুলকামিনীগণকে অনলে সমর্পণ করিয়া অসভ্য জেতৃগণের হস্ত হইতে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা রক্ষা করাই জহরব্রতের মহান উদ্দেশ্য। শত্রুর আক্রমণকালে নগর রক্ষার চরম উপায় বিফল হইলে, চিতোরে ঐ ব্রতানুষ্ঠানের আবশ্যক হইত।

আলাউদ্দিনের এই আক্রমণে নগর রক্ষায় হতাশ হইয়া ভীম-সিংহ ঐ জহরব্রতের আদেশ প্রচার করিলেন। ভূগর্ভ মধ্যে ঐ ব্রতানুষ্ঠানের যে একটি প্রকাণ্ড গহ্বর ছিল, রাণার আদেশানুসারে তাহার অন্ধতমসাচ্ছন্ন আগার সমূহ মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল। চিতোরের বীরবর্গ নীরবে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদিগের মমতাময়ী জননী রমণী ভগিনী ও নন্দিনী প্রভৃতি সহস্র সহস্র অঙ্গনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কালের কবল স্বরূপ ঐ গহ্বরাভিমুখে গমন করিতেছেন! ঐ রমণী-রাজিরূপ মণিমালার শিরোমণি স্বরূপ রাজমহিষী পদ্মিনী সকলের প্রান্তবর্ত্তিনী হইয়া প্রয়াণ করিলেন। রূপযৌবনশালিনী যে সকল কামিনীগণ পাঠানগণের লালসার বিষয় হইতেন, তাঁহারা সকলেই ঐ দলে সম্মিলিতা হইলেন। ঐ সকল কুল-কামিনীগণ একে একে ঐ অগ্নি-গর্ভ-গহ্বরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে পর বহির্ভাগ হইতে তাহার দ্বার অবরুদ্ধ করা হইল। এইরূপে জহরব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা পতিব্রতা রাজপুত মহিলা-গণ পাবকে প্রাণার্পণ করত আপনাদিগের সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

তদনন্তর অবশিষ্ট বলির বিষয়ে ভীমসিংহের সহিত তাঁহার এক মাত্র জীবিত পুত্র অজয়সিংহের বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। অজয়সিংহ আত্ম সমর্পণার্থে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে পিত্রাজ্ঞা নিবন্ধন তাহাতে বিরত হইয়া কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে শত্রুসৈন্য ভেদ করত নির্ব্বিঘ্নে কেলবারা প্রদেশে গমন করিলেন। রাণা স্বীয় বংশের সূত্র রক্ষা হইল জানিয়া এক্ষণে আপনার লোকান্তরগত পুত্রগণের

অনুগামী হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জীবনের সর্ব্ব প্রকার আকর্ষণ শূন্য চিতোরের বীরবর্গ সমবেত হইয়া নগরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। মরণে কৃতসংকল্প ও হতাশোন্মত্ত ঐ বীরদল সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া পাঠান সৈন্য বিমর্দ্দন করিতে করিতে একে একে সকলেই ধরাশায়ী হইলেন। আলাউদ্দিন নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নগর জন-শূন্য ;—পথ্যাচয় শব শরীরে সমাচ্ছন্ন। জহরব্রতের গহ্বর বিবর হইতে তখনও পর্য্যন্ত পুঞ্জে পুঞ্জে ধূম পটল সমুত্থিত হইতেছে ;—ঐ গহ্বর মধ্যে তাঁহার চিত্তহারিণী পদ্মিনী ভস্মাবশেষা হইয়াছেন! ঐ দিবসাবধি জহরব্রতের গহ্বর পবিত্র স্থান মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।—তদবধি ঐ তিমির-নিলয়ে প্রবেশ করিতে কেহই সাহসী হয়েন নাই। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তন্মধ্যে একটি প্রকাণ্ড কালসর্প বাস করে। কেহ ঐ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ঐ সর্পের বিষাক্ত নিশ্বাস দ্বারা ঐ ব্যক্তির করস্থ আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া যায়[১]।

এইরূপে গিহ্‌লোটগণের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ চিতোর, আলাউদ্দিনের বিজয়-চক্রে নিপতিত হইয়া বিচূর্ণিত হইল! দিল্লীর বাদশাহগণের মধ্যে আলাউদ্দিন অতি পরাক্রান্ত ও রণদক্ষ ছিলেন। সম্রাট আরঙ্গজেবের সহিত আলাউদ্দিনের

---

(১) খোমানরাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ সুড়ঙ্গের পথে গমন করিলে তন্মধ্যে একটি প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। টড সাহেব কহেন, আমি ঐ সুড়ঙ্গের দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া মিবার-বাসিগণের অভিপ্রেত নহে। বিশেষত আমি যে পদে নিযুক্ত ছিলাম, তাহাতে তাঁহাদিগের সংস্কার-বিরুদ্ধ কার্য্য করা আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য; অধিকন্ত বিষাক্ত সরীসৃপ ও দুর্গন্ধ বাষ্প বাহুল্য বশতঃ ঐ গহ্বরে প্রবেশ করাও সুকঠিন।

স্বভাবের বিশেষ সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।—উভয়েই তুল্যরূপ ধর্ম্মধ্বজী ছিলেন, এবং সেরূপ বাহ্য ভাণ দ্বারা উভয়েরই অভি-সন্ধি সাধনের যথেষ্ট সহায়তা হইত। আলাউদ্দিন "সেকন্দর সানি" অর্থাৎ দ্বিতীয় সেকন্দর উপাধি ধারণ করিয়া ঐ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করত রাজ্য মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন। ঈদৃশ উপাধি ধারণ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বলা যায় না। যে হেতু তিনিও অনেকানেক পরাক্রান্ত রাজ্য অধিকার করিয়া-ছিলেন। শোলাঙ্কি, প্রমারা ও পরিহার প্রভৃতি সমুদয় অগ্নি-বংশীয়গণের বাস ভূমি পত্তন, ধার, অবন্তি ও দেবগিরি রাজ্য আলাউদ্দিন নিঃশেষে নিপাতিত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ভাট্টি, খীচি এবং হরবংশীয়গণের অধিকার জষলমীর, গাগ্‌রৌণ এবং বুন্দিরাজ্যও তাঁহার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল;—কিন্তু নিঃশেষে নিহত হয় নাই।—কালক্রমে ঐ সকল রাজ্য পুন-র্ব্বার উন্নত-শির হইয়াছিল। মারবারের রাঠোর ও জয়পুরের কচবা-বংশীয়েরা তৎকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়েন নাই।—রাঠোরেরা সে সময়ে পরিহার-বংশীয়গণের অধীনে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছিলেন।—কচবাবংশীয়েরা তৎকালে জয়পুরের আদিম নিবাসী মীনা জাতির উপদ্রব সম্যক নিবারণ করিতেও সক্ষম হইতে পারেন নাই। তন্নিমিত্তই হিন্দুকুলের পরম-বৈরী আলাউদ্দিনের কঠোর দৃষ্টি তাঁহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হয় নাই।

পরম সমৃদ্ধিশালী চিতোর নগর অধিকার করত আলাউদ্দিন তাহাকে আপনার মহাজয় জ্ঞানে সাতিশয় উল্লাসে কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মান্ধতা হইতে যে সমস্ত

অশিষ্ট ও অসভ্য আচরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, আলাউদ্দিন তৎসমুদয় প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। চিতোরের উৎকৃষ্ট দেবায়তন ও অন্যান্য শিল্পকীর্ত্তি সমূহ পাঠানরাজ পরম উৎসাহ সহকারে ভগ্ন করিয়াছিলেন। ঝালোর প্রদেশের সরদার মালদেব সমরে পরাজিত হইয়া ইতিপূর্ব্বেই আলাউদ্দিনের অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রী-হীন চিতোরের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে ঐ মালদেবকে নিযুক্ত করিয়া আলাউদ্দিন স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পদ্মিনী ও ভীমসিংহ যে প্রাসাদে বাস করিতেন, চিতোরের শিল্পশোভার মধ্যে কেবল সেই প্রাসাদটি পাঠানপতির সংহার-হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছিল। পাঠানের কঠোর প্রাণ প্রেমপ্রভাবে কোমল হওয়াতেই তিনি পদ্মিনীর স্মৃতি-সূচক ঐ প্রাসাদে হস্তার্পণ করেন নাই;—তদ্ভিন্ন তাহার রক্ষার অন্য কোন কারণ উপলব্ধি হয় না।

যে শিশোদিয়া বংশ মিবার রাজ্যে দ্বাদশ শত বর্ষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব করিয়াছেন, এক্ষণে সেই বংশের একমাত্র ধুরন্ধর রাণা অজয়সিংহ সামান্য কেলবারা নগরে বাস করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মিবার রাজ্যের দক্ষিণ সীমা আরাবলি পর্ব্বতের মধ্যে শিরোনালা নামে একটি সুবিস্তৃত উপত্যকা আছে। কেলবারা নগর ঐ উপত্যকার উচ্চ ভাগে অবস্থিত। চিতোর উদ্ধারের আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অজয়সিংহ কতিপয় বিশ্বাসী অনুচর সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া কেবল সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা ভীমসিংহ বিদায় কালে তাঁহাকে এই চরম আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তুমি শতবর্ষ বয়স্ক (অর্থাৎ

পরলোক গত) হইলে তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর অরিসিংহের পুত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। নিজ পুত্রগণের অযোগ্যতা বশত ভীমসিংহের আজ্ঞা নিবন্ধন অজয়সিংহ স্বীয়ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম হামীর। অরিসিংহের পুত্র ঐ হামীরের দ্বারা চিতোরের উদ্ধার ও শিশোদিয়া বংশের মর্য্যাদা পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হামীরের জন্ম ও বাল্যকাল সংক্রান্ত বৃত্তান্ত ভট্টগ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে লিখিত আছে।

কথিত আছে যে, একদা যুবরাজ অরিসিংহ কতিপয় বয়স্যগণ সহ মৃগয়ার্থে অন্দবা প্রদেশের কাননে গমন করিয়া একটি বরাহ শিকারে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন। ঐ বরাহ নিকটস্থ একটি জনারের ক্ষেত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। যুবরাজ তদনু-সরণে সদলে ঐ ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হওয়ায় জনৈক কৃষককুমারী তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া স্বয়ং ঐ বরাহ ধরিয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। জনার বৃক্ষ সামান্যত ৬।৭ হস্ত উচ্চ হইয়া থাকে, কৃষক-কন্যা তাহার একটি উৎপাটন করত অগ্রভাগ ভল্লের ন্যায় তীক্ষ্ণ করিয়া লইলেন। তদনন্তর আপনার বসিবার মঞ্চে আরোহণ করিয়া ঐ কৃত্রিম ভল্ল দ্বারা বরাহকে বিদ্ধ করত মৃগয়ার্থিগণকে অর্পণান্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজপুত-মহিলাগণের বল-বিক্রম-ব্যঞ্জক বহুতর কার্য্য যুবরাজের জ্ঞাতসার ছিল, তথাচ অবলাজাতির মধ্যে ঈদৃশ অসামান্য শক্তির পরীক্ষা পাইয়া তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। অতঃপর নিকটস্থ একটি নদীর তট প্রাপ্ত হইয়া মৃগয়ার্থিগণ তথায় উপবেশন করিয়া জলযোগ করিতে করিতে

ক্ষেত্র-রক্ষিণী ঐ তরুণীর বাহুবল বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সহসা একটি মৃৎপিণ্ডের আঘাতে যুবরাজের অশ্ব ভগ্নপদ হইয়া নিপতিত হইল। মৃৎপিণ্ডের আগমন পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সেই কৃষক-কুমারী স্বীয় মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা শস্যহারী বিহঙ্গগণকে বিতাড়িত করিতেছেন। কুমারী নিজকৃত অপরাধের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং অশ্বের পদভঙ্গ নিমিত্ত যুবরাজের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার আপনার ক্ষেত্র রক্ষার আসন ঐ মঞ্চোপরে প্রত্যাগতা হইলেন। সায়ংকালে যুবরাজ পারিষদগণসহ গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন,এমন সময়ে পথি মধ্যে পুনর্ব্বার ঐ কন্যার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মস্তকে একটি দুগ্ধ কুম্ভ রহিয়াছে এবং দুই হস্তে দুইটি মহিষ শাবক পরিচালিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যুবরাজের জনৈক পারিষদ, তরুণীর মস্তকস্থ পয়স্কুম্ভ ভূতলে নিপাতিত করিবার অভিপ্রায়ে সবলে অশ্ব ধাবিত করিয়া (যেন অশ্ববেগ সামলাইতে পারিলেন না, এইরূপ ভাণ করিয়া) কুমারীর কলেবরে সবেগ তুরঙ্গাঙ্গের আঘাত প্রদান করিলেন। কৃষককন্যা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া মস্তকের দুগ্ধ কলস রক্ষা করত আপনার করচালিত একটি মহিষ শিশুকে অশ্বের চরণের সহিত এরূপ বিজড়িত করিয়া দিলেন যে, তজ্জনিত বেগের প্রতিঘাত বশত পরিহাস-প্রিয় আরোহীকে অগৌণে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। অরিসিংহ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেন যে, ঐ তরুণী চোহানবংশের চণ্ডানো শাখার কোন এক

সামান্য রাজপুতের কন্যা। রাজনন্দন পরদিবস পুনর্ব্বার তৎপ্রদেশে গমন করিয়া ঐ কন্যার পিতাকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন। বৃদ্ধ কৃষক উপস্থিত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে রাজনন্দনের অতি সন্নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। ব্যবহারানভিজ্ঞ কৃষকের ঈদৃশ প্রাগল্ভ্য দর্শনে পারিষদগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু অগৌণে রাজনন্দনকে ঐ দরিদ্রের কন্যার পাণি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে শুনিয়া তাঁহাদিগের হাস্য, বিস্ময়ে পরিণত হইল। বিশেষত দরিদ্র রাজপুতকে রাজপুত্রের প্রার্থনায় অসম্মত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। বৃদ্ধ, গৃহে প্রত্যাগত হইলে পর তাঁহার গৃহিণী আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করত তাঁহাকে পুনর্ব্বার যুবরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। এইরূপে পত্নীর মত-পরতন্ত্র হইয়া কৃষক সম্মত হইলে, প্রভূত বলশালিনী ঐ কৃষক-নন্দিনীর সহিত অগৌণে যুবরাজের বিবাহ ব্যাপার সমাধা হইল। ঐ চণ্ডানোবংশীয় কৃষক কন্যার গর্ভে হামীর জন্ম গ্রহণ করেন। হামীর জন্মাবধি চিতোরের বিপ্লব পর্য্যন্ত মাতুলালয়ে বাস করিয়া কৃষি কার্য্যের চর্চ্চায় স্বীয় বাল্য কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। চিতোরের বিভ্রাট সময়ে হামীর দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন। তদনন্তর পিতৃব্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়া স্বীয় বংশোচিত রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

মিবার রাজ্যের রাজধানী চিতোর নগর দিল্লীর দলবল দ্বারা দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত হইয়া রহিল। পক্ষান্তরে, পার্ব্বত্য সরদারগণের সহিত অজয়সিংহকে সর্ব্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইত, একারণ তিনি চিতোরের উদ্ধারার্থে কিছুমাত্র চেষ্টা

করিতে পারিলেন না। পার্ব্বত্যগণের মধ্যে মুঞ্জাবলৈচা নামক জনৈক সরদারের উপদ্রবে অজয়সিংহ অতিশয় বিব্রত হইয়াছিলেন। মুঞ্জা, সিরোনালা উপত্যকা আক্রমণ করিয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রাণার মস্তকে ভল্ল দ্বারা গুরুতর রূপে আঘাত করিয়াছিল। আজিমসিংহ ও সুজনসিংহ নামে অজয়সিংহের দুই পুত্র তৎকালে পঞ্চদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক ছিলেন। ঈদৃশ বয়সে রাজপুত যুবগণ আপনাদিগের ভাবী বিক্রমের প্রভূত পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু রাণার পুত্রদ্বয় তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পিতৃবৈরী মুঞ্জাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না।—তন্নিমিত্ত অজয়সিংহ ভ্রাতৃব্য হামীরকে আহ্বান করিলেন। হামীর আগত হইয়া মুঞ্জা সম্বন্ধীয় বিগ্রহের ভার গ্রহণ করত যুদ্ধ যাত্রাকালে কহিলেন, হয় কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইব, না হয় আর প্রত্যাগত হইব না। তদনন্তর কিয়দ্দিবস পরে দৃষ্টিগোচর হইল যে, হামীর অশ্বারোহণে কেলবারার পথে প্রত্যাগত হইতেছেন;—অশ্বের পর্য্যান-প্রান্তে মুঞ্জার ছিন্ন মুণ্ড নিবদ্ধ হইয়া প্রলম্বিত রহিয়াছে। হামীর পিতৃব্যের পদোপরি মুঞ্জার মস্তক রাখিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, " এই আপনার শত্রুর মস্তক দর্শন করুন। অজয়সিংহ পুলকিত হইয়া হামীরের কপোল চুম্বনান্তে কহিলেন, তোমার ললাটে রাজশ্রী জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই মাত্র কহিয়া তৎক্ষণাৎ মুঞ্জার মস্তকের শোণিত দ্বারা অজয়সিংহ, সেই ললাটে রাজতিলক অর্পণ করিলেন। হামীর রাজ্য প্রাপ্ত হওয়ায় অজয়সিংহের পুত্রদ্বয়ের ভাগ্যের চরম মীমাংসা হইল।—ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে আজিমসিংহ কেলবারা নগরে

পদস্থ প্রাপ্ত হয়েন, অপর পুত্র সুজনসিংহ হইতে গৃহবিবাদ ঘটনার সম্ভাবনায় তাঁহাকে দেশান্তরে প্রেরণ করা হয়। সুজনসিংহ দক্ষিণ দেশে বাস করিয়াছিলেন এবং ঘটনাক্রমে তাঁহার বংশ হইতেই মুসলমানগণ আপনাদিগের পীড়নের সমুচিত প্রতিশোধ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে হেতু যিনি 'সাতারা' রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন;—যাঁহার বিক্রমপ্রভাবে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান আধিপত্য অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, সেই যবনান্তক শিবজী সুজনসিংহের বংশসম্ভূত। শিবজীর পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম মিবারের ভট্টগ্রন্থে ধারাবাহিকরূপে লিখিত আছে[১]।

হামীর সম্বৎ ১৩৫৭ (খৃঃ ১৩০৩) অব্দে কেলবারা নগরে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। ঐ সময়ের এক শতাব্দি পূর্ব্বে মুসলমানেরা হিন্দুর সম্রাট্‌-সিংহাসন অধিকার করে। ঐ এক শতাব্দি কাল মধ্যে মিবার রাজ্যের যে সমস্ত ক্ষতি হইয়াছিল, হামীর একাদিক্রমে ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া তৎসমুদয় ক্ষতির পূরণ করিয়াছিলেন। অভিষেক দিবসে তিনি "টীকা-ডোর" সংজ্ঞক কৌলিক প্রথার অনুষ্ঠানে পূর্ব্বোক্ত মুঞ্জার নগর লুণ্ঠন ও তত্রত্য পোসালিও দুর্গ অধিকার করত স্বীয় ভাবী দক্ষতার

---

(১) অজয়সিংহ, সুজনসিংহ, দলীপজী, ভোরাজী, দেওরাজ, উগ্রসেন, মাহুজী, খৈলুজী, সমুজী, সাম্বজী, তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের সংস্থাপন কর্ত্তা শিবজী;—তদনন্তর সাম্বজী, রামরাজা। রামরাজার সময়ে পেশোয়ার দ্বারা রাজ্য অধিকৃত হয়। অনুপযুক্ত রামরাজার সময়ে মহারাষ্ট্রগণ মিবার-রাজবংশীয় সাম্বজীকে সাতারা রাজ্যে অভিষিক্ত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উদয়পুর-বাসীগণের ঈর্ষ্যা বশত তাহা ঘটে নাই। সাম্বজী, (টড সাহেবের সমকালীন) উদয়পুরের যুবরাজ শিওদানসিংহের পিতামহ ছিলেন। মিবার-রাজবংশের দেশান্তরগত দুই পুরুষ হইতে দুইটি প্রধান বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে;—শিবজীর বংশ, এবং নেপালের গোরখা বংশ।

যথোচিত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। টীকা-ডোর মিবার রাজবংশের একটি প্রাচীন প্রথা, এবং অদ্যাবধি তাহার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। অভিষেক দিবসে রাজতিলক প্রদত্ত হইলে পর ঐ প্রথানুসারে নূতন রাজাকে নিকটস্থ কোন বিপক্ষের, অথবা যাহার সহিত বিপক্ষতাচরণ করার অভিসন্ধি থাকে তাহার, নগর লুণ্ঠন কিম্বা দুর্গাধিকার করিতে হয়। বিপক্ষতাচরণের উপযুক্ত কোন ব্যক্তির অধিকার যদ্যপি নিকটে না থাকে, তবে ক্রীড়া অভিনয়ের দ্বারা ঐ প্রাচীন প্রথা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইতঃপর জয়পুরের রাজগণ দিল্লীর সম্রাটগণের সহিত সম্মিলিত হইলে পর, জয়পুর রাজ্যের প্রান্তবর্তী মালপুরা নামক নগর লুণ্ঠন করিয়া রাণাগণ ঐ কৌলিকব্রত পালন করিতেন।

ভট্ট গ্রন্থে লিখিত আছে, "অজয়সিংহ অপর পন্থায় প্রস্থান করিলে (অর্থাৎ পরলোকগত হইলে) অরিসিংহের পুত্র, অসি নিষ্কাশিত করিলেন; সে অসি তদবধি আর তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না।" দিল্লীর সেনাগণে সুরক্ষিত হইয়া মালদেব চিতোর অধিকার করিয়া রহিলেন। হামীর দুর্গসমন্বিত সুদৃঢ় নগর সমূহ সহসা আক্রমণ না করিয়া সমুদয় প্রজাপল্লী উৎসাদিত করিতে লাগিলেন। তিনি মিবার রাজ্যের প্রজাগণের প্রতি এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, যাহারা রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে চাহে, তাহারা আবাস ত্যাগ করিয়া পরিজনগণ সহ মিবারের পূর্ব্ব অথবা পশ্চিম সীমার পর্ব্বতে প্রস্থান করুক, নচেৎ তাহাদিগের প্রতিও বৈরিবৎ ব্যবহার করা যাইবে। এই আদেশ ঘোষণায় প্রজাবর্গ আপনাদিগের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া

দলে দলে আরাবলী পর্ব্বতে প্রস্থান করিতে লাগিল। তাহাদিগের গতায়াতে মিবারের সমুদয় পন্থা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজ্যের অর্থাগমের মূলীভূত-প্রজাবর্গ ;—তাহাদিগের উৎসাদনের এই অনিষ্টকর মন্ত্রণা এবং এই পর্ব্বত আশ্রম হইতে সুযোগানুসারে শত্রুকে আক্রমণ করার প্রথা, মিবার রাজগণ, মহম্মদ গজনবীর সময় (খৃঃ দশম শতাব্দি) হইতে দিল্লীর মহম্মদ সাহার সময় (অষ্টাদশ শতাব্দি) পর্য্যন্ত, মধ্যে মধ্যে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মিবার রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা হামীরের বাসস্থান কেলবারা[১] নগরে আসিয়া অবস্থিত হইল। ঈদৃশ বিপদ সময়ে, কেলবারা নগরে বাসস্থান মনোনীত করা অতি সদ্বিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল। যে হেতু ঐ নগর চতুর্দ্দিকে শৈলমালা পরিবেষ্টিত এবং কূট পন্থা সমূহে পরিবৃত। এই নগরের ঊর্দ্ধভাগে ইতঃপর কমলমীর সংজ্ঞক দুর্গ বিনির্ম্মিত হয়। ঐ ঊর্দ্ধভাগ অতি দুর্গম; তথায় অযত্ন সম্ভূত ফলমূল ও তৃণ জলাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ প্রদেশ প্রায় ২৫ ক্রোশ প্রশস্ত এবং ধরাতল হইতে ৮শত হস্ত ও সমুদ্রের সমতল হইতে দুই সহস্র হস্ত উচ্চ। এই স্থানে কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত ভূমির অভাব নাই এবং ইহার পাশ্চাত্য ভাগে উত্তম পন্থাচয় রহিয়াছে; তদ্দ্বারা মারবার, গুজরাট ও অগুণা রাজ্য হইতে অনায়াসে আহার্য্য আহরণ করা যাইতে পারে। অগুণার ভীলগণ মিবার

---

(১) হামীর এই স্থানে "হামীর-তলাও" নামে প্রসিদ্ধ একটি হ্রদ খনন ও তাহার তীরে একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।—তিনি এই নিভৃত স্থানে বাস কালেও নিষ্কর্ম্ম ছিলেন না।

রাজবংশের পরম মিত্র। তাহারা যুদ্ধকালে সময়ে সময়ে ধনুঃশর ধারী পাঁচ সহস্র সেনার আনুকূল্য করিয়াছে,—ভক্ষ্য দ্রব্য আহ-রণ করিয়া দিয়াছে,—এবং রাণাগণ সমরক্ষেত্রে গমন করিলে প্রহরী হইয়া তাঁহাদিগের পরিজনগণকে রক্ষা করিয়াছে। এই প্রদেশের পূর্ব্বভাগের পর্ব্বতগহ্বরে ও কানন মধ্যেও অনেক আশ্রয় স্থান ছিল, কিন্তু আলাউদ্দিন স্বয়ং তৎপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া ঐ সকল আশ্রয়স্থান ধ্বংস করিয়াছিলেন[১]। ঐ পূর্ব্ব-ভাগের জলবায়ু বা ফলমূলাদি, বর্ণিত প্রদেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। যখন মিবার রাজ্যের দুর্গ সমন্বিত নগর সমূহ শত্রুর হস্তগত,—কৃষিকার্য্যের স্থান প্রজাপল্লী হামীরের অবিরাম বিগ্রহে উৎসাদিত, সেই সময়ে চিতোরের শাসনকর্ত্তা মালদেব হামীরের সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠা-ইলেন। মন্ত্রিবর্গের অনভিপ্রায়েও হামীর ঐ প্রস্তাবে সম্মত হই-লেন। তাঁহাকে আবদ্ধ বা অপমানিত করার অভিপ্রায়, ঈদৃশ প্রস্তাবের কারণ হইতে পারে, হামীর তাহা বুঝিতে পারিয়াও, এই নিমিত্ত সম্মত হইলেন যে, তদ্‌ঘটনা হইতে চিতোর উদ্ধারের উপায় উদ্ভূত হইলেও হইতে পারে, অতএব তিনি বিবাহ সম্বন্ধ সূচক নারিকেল[২] গ্রহণ করিতে আদেশ করি-লেন এবং যে সকল মন্ত্রিগণ বিপদ সম্ভাবনার বিষয় বিদিত

---

(১) যবন ধর্ম্মাক্রান্ত কোন হিন্দুসন্তান, অথবা আলাউদ্দিনের অধীন কোন কবি, কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত একটি খোদিত লিপি টড সাহেব এই স্থানে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।

(২) রাজপুতগণের বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পক্ষ হইতে একটি নারিকেল ফল প্রেরিত হয়। বিবাহে সম্মতি থাকিলে, বর ঐ নারিকেল গ্রহণ করেন, নচেৎ তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নারিকেল ফিরাইয়া দিলে পাত্রীর পিতৃবংশীয়গণ অতিশয় অপমান বোধ করেন।

করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রশান্ত ভাবে কহিলেন, "আমার পিতৃপুরুষগণ যে প্রাসাদে বিরাজ করিতেন, এই সুযোগে আমি চিতোরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই প্রাসাদের পাষাণ সোপানে অন্তত একবার পদার্পণ করিতেও সক্ষম হইব। ভাগ্যের পরিবর্ত্তনে রাজপুতের ভীত হওয়া উচিত নহে। রাজপুত অদ্য আহত হইয়া আবাসচ্যুত হইলেন, পর দিবস পুনর্ব্বার মস্তকে মুকুট ধারণ করিতে পারেন।" অবধারিত হইয়াছিল যে, হামীর পাঁচ শত মাত্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে চিতোরে গমন করিবেন। তদনুসারে তিনি নিরূপিত দিবসে চিতোরের নিকটবর্ত্তী হইলে, মালদেব চোহানের পঞ্চ পুত্র প্রত্যুদ্গমন করত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু হামীর নগর দ্বারে তোরণ[১]-রচনা দেখিতে পাইলেন না। তোরণ রাজপুতগণের বিবাহ ব্যাপারের

---

(১) রাণার দুই কন্যার সহিত জয়লমীর ও বিকানীরের রাজদ্বয়ের এবং রাণার এক পৌত্রীর সহিত কিষণগড়ের রাজার বিবাহ সময়ে টড সাহেব উদয়পুরে অবস্থিত ছিলেন। এবং স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া তোরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—তিন খণ্ড কাষ্ঠের দ্বারা একটি ত্রিকোণ আকৃতি বিরচিত করা হয়, তাহারই নাম তোরণ। সংখ্যার মধ্যে ৩ সংখ্যার এবং আকৃতির মধ্যে ত্রিকোণ আকৃতির মর্ম্ম অতি গুহ্য। শিরোভাগে একটি কৃত্রিম ময়ূর সন্নিবিষ্ট করত ঐ ত্রিকোণ-যন্ত্র পাত্রীর ভবনদ্বারে প্রলম্বিত করিয়া দিতে হয়। বর অশ্বারূঢ় হইয়া ভল্ল দ্বারা ঐ ত্রিকোণাকৃতি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে পাত্রীর সখীবর্গ ঐ যন্ত্র রক্ষা করার প্রয়াসে সৌধ শির হইতে পাত্রের কলেবরে নানা প্রকার কৃত্রিম লঘু অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকেন। পলাশ পুষ্পের চূর্ণ দ্বারা এক প্রকার লোহিতবর্ণ ফল্গু প্রস্তুত হয়, বরের কলেবরে ঐ ফল্গুই প্রচুর পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই ক্রীড়াযুদ্ধের সময়ে কন্যার সখীগণ সময়োচিত দ্ব্যর্থ গান করিতে থাকেন। অবশেষে তোরণ ভগ্ন হইবামাত্র বরযাত্রীগণ জয়ধ্বনি করেন ও কন্যার সহচরিগণ প্রস্থান করেন। এইরূপে ঐ ত্রিকোণ যন্ত্র ভগ্ন করা প্রথার নাম "তোরণ-তোড়ন"।

এই স্থানে টড সাহেব ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইউরোপের উত্তরভাগ ও আসিয়ার অন্যান্য দেশবাসিগণের মধ্যে এই তোরণ-তোড়নের অনুরূপ ব্যবহার লক্ষিত

একটি প্রধান অঙ্গ। হামীর ইহাতে প্রতারণার আশঙ্কা করিয়া তোরণ বিষয়ক প্রশ্ন করায় কন্যা পক্ষ হইতে যে সকল উত্তর প্রদত্ত হইল, তৎসমুদয় তাঁহার প্রত্যয় জনক হইল না। তথাচ তিনি প্রত্যয়ের ভাণ প্রদর্শন করত নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পৈতৃক রাজধানী চিতোরে হামীরের এই প্রথম প্রবেশ। হামীর স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের ভবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র, মালদেব, তৎপুত্র বনবীর এবং অন্যান্য সরদারগণ বদ্ধা-ঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মালদেব অগোণে স্বীয় তনয়াকে তথায় সমুপস্থিত করিলেন, বিবাহ প্রথানুযায়ী অন্যান্য আড়ম্বর কিছুমাত্র অনুষ্ঠিত হইল না;—কেবল বর-কন্যার বসনে গ্রন্থি নিবদ্ধ ও করে কর সমর্পিত হইল মাত্র। কুল-পুরোহিত ধৈর্য্যধারণ করিতে উপদেশ প্রদানান্তে কন্যা পক্ষীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তদ-নন্তর হামীর বাসর গৃহে গমন করিলে, নববধূ স্বয়ংই ব্যক্ত করি-লেন যে, তিনি বিবাহিত-পূর্ব্বা। ভাট্টিবংশীয় এক সরদারের সহিত মালদেবের ঐ কন্যার এরূপ শৈশবকালে আর একবার বিবাহ হইয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তির আকৃতির বিষয়ও কন্যার স্মরণ হয় না। বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই সংগ্রামে ঐ সরদারের

হইয়া থাকে। ঐ সকল জাতির অন্যান্য বিষয়ক সাদৃশের সহিত এতৎ বিষয়ক সাদৃশ্যও পরিগণনীয়। পুরাকালে বল প্রকাশ দ্বারা পুরুষেরা প্রণয় পাত্রীকে গ্রহণ করিতেন; তাহার প্রমাণ স্বরূপে এই প্রথা অদ্যাবধি ভূমণ্ডলে প্রচলিত রহিয়াছে। সুইডন দেশীয় প্রাচীন কালীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বাসর গৃহের অন্যান্য সজ্জার মধ্যে ভল্লাস্ত্রেরও আবশ্যক হইত;—রাজপুতেরাও ভল্লাস্ত্র দ্বারা তোরণ ভগ্ন করিয়া থাকেন। সুইডন দেশীয় বিবাহে যে মর্ম্মে ভল্লাস্ত্রের ব্যবহার হইত, রাজপুতগণের বিবাহেও সেই মর্ম্মে তদস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রাণান্ত হইয়াছিল। হামীর এতৎ সংবাদ শ্রবণে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু মালদেবের কন্যার সদয় ও সানুরাগ ব্যবহারে তাঁহার ক্ষোভের অনেক সমতা হইল। যে বিধবাকে বিবাহ করিয়া হামীর আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছিলেন, সেই বিধবাই ঐ অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ স্বরূপ চিতোর উদ্ধারের মন্ত্রণা উদ্ভাবন করিয়া দিলেন। বিবাহান্তে জামাতা কোন দ্রব্য যৌতুক স্বরূপে চাহিলে, তাহা প্রদান না করিলে শ্বশুরের পক্ষে অত্যন্ত গ্লানি-জনক হয়, এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। জাল নামে মেহতা বংশীয় জনৈক কর্ম্মচারী চিতোরের রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হামীর স্বীয় বনিতার শিক্ষানুসারে ঐ কর্ম্মচারীকে যৌতুক স্বরূপে মালদেবের নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন। তদনন্তর এক পক্ষ কাল চিতোরে অবস্থান করণান্তে ঐ কর্ম্মচারী ও বনিতাকে সঙ্গে লইয়া কেলবারা নগরে প্রত্যাগত হইলেন। ঐ বনিতার গর্ভে হামীরের পুত্র ক্ষেত্রসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন।—দৌহিত্রের জন্মোপলক্ষে মালদেব চিতোরের সমুদয় পার্ব্বত্য প্রদেশ হামীরকে যৌতুক স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রসিংহ এক বর্ষ বয়স্ক হইলে তাঁহার জন্ম পত্রিকায় কোন একটি গ্রহের বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হয়; তৎপ্রতিকারার্থে ঐ শিশুকে চিতোরের দেবপ্রতিমার মন্দিরে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন জানাইয়া মালদেবের কন্যা স্বীয় পিতাকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে মালদেব পরিচারকবর্গ প্রেরণ করিলে, হামীর-পত্নী পিতার আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া সন্তান সহ চিতোরে প্রবেশ করিলেন। মালদেব স্বীয় দলবল লইয়া তৎকালে মীর সংজ্ঞক

জাতির প্রতিকূলে মাদারিয়া প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। চিতোরে যে কিছু সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, মেহতাবংশীয় কর্ম্মচারীর উপদেশানুসারে হামীর-পত্নী চিতোরে উপনীত হইয়া তৎসমুদয় হস্তগত করিলেন। হামীর অনতিদুরে বাগোর নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন। সমুদয় পূর্ব্বানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে তিনি চিতোরে সমুপস্থিত হইলেন, কিন্তু নিষ্কণ্টকে চিতোর অধিকার করিতে পারিলেন না। মালদেবের আত্মীয়বর্গ যেরূপ প্রবল বাধা জন্মাইতে লাগিলেন, তাহাতে হামীরের প্রয়াস বিফল হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। যাহা হউক, অবশেষে বল প্রকাশ দ্বারা তিনি নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় করবাল প্রভাবে সমুদয় প্রতিবন্ধকের প্রতিকার করিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার পৈতৃক প্রাসাদস্থ সকল ব্যক্তিই শপথ সহকারে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

মালদেব প্রত্যাগত হইয়া বিভ্রাট বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রদানার্থে স্বয়ং দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে লোকান্তরগত আলাউদ্দিনের স্থলে খিলিজীবংশীয় মহম্মদ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে চিতোরের প্রাকারোপরি সূর্য্য-প্রতিমা-পরিশোভিত বাপ্পার পতাকা পুনর্ব্বার উড্ডীয়মান হইল এবং তদ্দর্শনে মিবারের প্রজাগণ পলায়ন স্থান হইতে পুনর্ব্বার আপনাদিগের পূর্ব্ব পল্লীতে সমাগত হইতে লাগিল; —পশ্চিম প্রান্তস্থ উন্নত প্রদেশ সমূহ এবং কমলমীর হইতে অবিরাম জনস্রোত সমাগত হইতে লাগিল এবং ম্লেচ্ছের অধীনত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হিন্দু সরদারেরা পরমানন্দ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের সঞ্চারে হামীর সুখাশক্ত বা অলস-পরবশ হইলেন না। চিতোর উদ্ধারার্থে দিল্লী হইতে খিলিজী মহম্মদ সসৈন্যে সমাগত হইতেছেন শুনিয়া তিনি পরম উৎসাহবান্ সামন্তবর্গ ও সৈন্যগণ সহ সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করণার্থে অতি তৎপর হইয়া চিতোর হইতে যাত্রা করিলেন। মহম্মদ অতি অবিবেচকের ন্যায় মিবারের পূর্ব্বভাগস্থ পথ দ্বারা আগত হইয়াছিলেন। ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশের পন্থাচয়ের কুটীলতা ও সংকীর্ণতা নিবন্ধন সমরকালে তাঁহার বহু পরিমিত সৈন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিল সুতরাং অপেক্ষাকৃত অধিক সেনা সত্ত্বেও তিনি জয়লাভ করিতে পারিলেন না। এই প্রদেশের সমতল ভূমি হইতে চম্বল নদের পতন স্থান অবধি উপর্য্যুপরি তিনটি স্তর আছে, মহম্মদ তাহার মধ্যস্তরে সিঙ্গলি নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। হামীর ঐ স্থানে তাঁহাকে সমরে পরাজয় করিয়া ধৃত করত চিতোরে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হরিসিংহ নামে মালদেবের একপুত্র, সম্রাটের পক্ষে থাকায় সমরে হামীর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সম্রাট বন্দী দশায় চিতোরে তিন মাস বাস করিয়া অবশেষে আজমীর, রিন্তম্বর, নাগোর এবং সুইসোপুর প্রদেশ হামীরকে প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ ভবিষ্যতে আর চিতোর আক্রমণ করিবেন কি না, হামীর তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র উক্তি না করিয়া মুক্তি প্রদানকালে সম্রাটকে এইমাত্র কহিলেন যে, তাঁহার সদৃশ শত্রু হইতে চিতোর রক্ষার নিমিত্ত হামীর নগরের বহির্ভাগেই প্রস্তুত থাকিবেন;—নগরের অভ্যন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইবে না।

মালদেবের পুত্র বনবীর এই সময়ে হামীরের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। হামীর স্বীয় শ্বশুর কুলের সম্ভ্রমোচিত ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থে নীমচ, জীরণ, রতনপুর এবং কেরার প্রদেশ প্রদান করিয়া ঐ সকল বৃত্তির পাট্টা প্রদান কালে বনবীরকে কহিলেন, " আমার বিশ্বাসভাজন হইয়া সেবা কর, ও প্রতিপালিত হও। তুমি পূর্ব্বে যবনের ভৃত্য ছিলে, এক্ষণে তোমার সমধর্ম্মী হিন্দুর সেবায় প্রবিষ্ট হইলে। এই চিতোর আমার পৈতৃক সম্পত্তি ;—এক সময়ে আমার পিতৃপুরুষগণের রুধিরে এই চিতোর আর্দ্র হইয়াছিল। কুলদেবতা কৃপা করিয়া আমার নিজ সম্পত্তি আমাকে পুনর্ব্বার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে আমি অবশ্যই এই রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইব এবং আমার পিতামহের ন্যায় নারীমাধুরীর অনুরাগী হইয়া আমি এই রাজ্যকে কখনই বিপন্ন করিব না।" বনবীর অনতিবিলম্বে ভিনস্রোর প্রদেশ মুসলমানগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া ঐ হৃত-অধিকার পুনর্ব্বার মিবার রাজ্যে সংযুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুর প্রাধান্য পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইল দেখিয়া রাজস্থানের সমুদয় প্রদেশের সরদারগণ পরম পুলকিত হইলেন। তাঁহারা প্রীতি সহকারে সকলেই হামীরকে পূজা প্রদান ও তাঁহার আদেশ পালন করিতেন।

এতৎ সময়ে ভারতবর্ষে হামীর ভিন্ন হিন্দু বংশীয় পরাক্রান্ত রাজা আর কেহই ছিলেন না। অন্যান্য সমুদয় প্রাচীন রাজবংশ মুসলমানেরা ইতিপূর্ব্বেই বিদলিত করিয়াছিল। মারবার ও জয়পুরের বর্ত্তমান রাজগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা এবং বুন্দি, চান্দ্রি, রায়সিন, গোয়ালিয়র এবং সিক্রি প্রভৃতি প্রদেশের

সরদারেরা সে সময়ে চিতোর পতির অনুগত ছিলেন এবং সকলেই তাঁহার আহ্বানানুসারে সেনাসহ সমরে সমাগত হইতেন।

মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পূর্ব্বে মিবার রাজ্য অতিশয় পরাক্রান্ত ছিল, কিন্তু হাম্মীর কর্তৃক চিতোরনগর পুনরাধিকৃত হওয়ার পর দুই শত বৎসর পর্যন্ত মিবারের শক্তি ও সৌভাগ্য পূর্ব্বাপেক্ষাও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। চিতোর উদ্ধারের সময় হইতে বাবরশাহার আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত অতি কীর্ত্তিমান রাজগণের নাম মিবারের ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতঃপর মালব, গুজরাট ও দিল্লীতে নূতন নূতন মুসলমান বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদিও মিবার রাজ্যকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল, তথাচ একক মিবার রাজ্যের দ্বারা তৎসমুদয়ের দমন সাধন হইয়াছিল। এই সময়ে খিলিজি লোদি ও সুরবংশীয় মুসলমানেরা পরস্পর কলহে প্রবর্ত্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে দিল্লী রাজধানী আপন আপন হস্তগত করিয়াছিল। মুসলমানগণের এবম্বিধ গৃহ-বিবাদের সুযোগে মিবার রাজগণের শক্তি এরূপ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা সে সময়ে যুদ্ধ সজ্জায় নিজাধিকার হইতে বহির্গত হইয়া নাগোর ও সৌরাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিকূলে গমন করিতেন এবং কখন কখন দিল্লীর প্রাচীরের কলেবরে আপনাদিগের জয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া প্রত্যাগত হইতেন। সে সময়ের যে সমস্ত রাজকীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুভূত হয় যে, মিবারের প্রজাগণ ঐ সময়ে সুদীর্ঘকালব্যাপী শান্তি ও সম্পদ ভোগে সক্ষম হইয়াছিল। তৎকালে যে জয়তোরণ বিনির্ম্মিত হয়,—তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে একটি সমগ্র রাজ্যের আয়ের আবশ্যক

হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হয়। বর্ত্তমানকালে মিবাররাজের নিজ ভূমির দশ বৎসরের আয়ের দ্বারাও তাদৃশ তোরণ নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। পূর্ব্বের শিল্পকীর্ত্তি আলাউদ্দিন সমুদয়ই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকাল-বিনির্ম্মিত কেবল একটি জৈনমন্দির মাত্র এক্ষণে অবশিষ্ট রহিয়াছে। জৈনগণ এক ঈশ্বরবাদী বলিয়াই বোধ হয়, আলাউদ্দিন তাহাদিগের ধর্ম্মমন্দির বিনষ্ট করেন নাই। মিবারের রাজবংশ একান্ত শিল্পপ্রিয়; বিশেষত তদ্‌বংশীয়েরা অট্টালিকার অতি অনুরাগী। মিবার রাজ্যের প্রধান আয় কেবল ভূমির কর মাত্র। অধিকন্তু সে সময়ে মিবার রাজ্যে বহু পরিমিত সৈন্য থাকার বিবরণও জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব কেবল ভূমির কর দ্বারা তাদৃশ বিপুল সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া কি রূপে এরূপ শিল্প-কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন হইল, তাহা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মিবারের রাজশাসন-প্রণালী নিতান্ত প্রজা-বৎসল প্রকৃতি-সম্পন্ন ছিল। অনুরক্ত প্রজাগণের সাহায্য ব্যতীত ঈদৃশ বিপুল ব্যয়সাধ্য শিল্পকীর্ত্তি সমুদয় বিনির্ম্মিত হওয়ার উপা-য়ান্তর উপলব্ধি হয় না। বিখ্যাত বিখ্যাত প্রজাগণের স্মরণার্থেও তৎকালে কীর্ত্তি স্তম্ভাদি বিনির্ম্মিত হইত। ঐ সকল স্মৃতিকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি রাজস্থানের বিজন প্রদেশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। হামীর পরিণত বয়সে অতিবিস্তৃত ও সুদৃঢ় রাজ্য স্বীয় পুত্রকে প্রদান করত পরলোকগত হইয়াছিলেন। মিবার-রাজ্যে হামীরের নামের স্মৃতি অদ্যাবধি সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। মিবারবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদিগের অতি পরাক্রান্ত ও বিচ-ক্ষণ রাজা বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন।

হাম্মীরের পুত্র ক্ষেত্রসিংহ সম্বৎ ১৪২১ (খৃঃ ১৩৬৫) অব্দে স্বীয় পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ক্ষেত্রসিংহ পিতার রাজ্য ও সদ্‌গুণ উভয়েরই অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি আজমীর এবং জাহাজপুর অধিকার করেন। জাহাজপুর তৎকালে লিলা পাঠান নামক মুসলমানের অধিকার ভুক্তছিল। তাঁহার রাজত্বকালে মণ্ডলগড় ও দশোর প্রদেশ পুনর্ব্বার মিবার রাজ্যে সংযুক্ত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সমুদয় চপ্পন রাজ্য তিনিই প্রথমত মিবার রাজ্যের সহিত সম্মিলিত করেন। বাক্‌রোল নামক স্থানে দিল্লীর হুমাউনের সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষেত্রসিংহ জয়লাভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার নিজাধীন বনোদা প্রদেশের হরবংশীয় এক সরদারের সহিত তিনি বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই বিবাদেই ক্ষেত্রসিংহের জীবনান্ত হয়। ঐ সরদারের কন্যার সহিত অতি সত্বর তাঁহার বিবাহ হওয়ার বিষয়ও অবধারিত হইয়াছিল।

তদনন্তর লাক্ষা রাণা সম্বৎ ১৪৩৯ (খৃঃ ১৩৮৩) অব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে মিরবারা নামক পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করত তত্রত্য বিরাট নগর ভগ্ন করিয়া ঐ স্থানে বেদনোর নামে এক নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রসিংহ ইতিপূর্ব্বে যে চপ্পন দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, লাক্ষা রাণার রাজত্বকালে তথায় জাবুরা নামক স্থানে টিন ও রৌপ্যখনি আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কার দ্বারা স্বরাজ্যের সৌভাগ্য সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বাপ্পার সময়েও ঐ সকল খনির অস্তিত্ব অপ্রকাশ ছিল না। সে যাহা হউক, তৎ-

সমুদয়ের খনন কার্য্য যে লাক্ষার সময়েই প্রথম আরম্ভ হয় তাহাতে সংশয় নাই। কথিত আছে যে, ইতিপূর্ব্বে মিবার রাজ্যে সপ্তধাতু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কিন্তু এ কথায় কিয়দংশ অসত্য ; যে হেতু সপ্তধাতুর প্রধান ধাতু স্বর্ণ মিবার রাজ্যে কোন কালে যে উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। টিন, রৌপ্য, তাম্র এবং রসাঞ্জন যে যথেষ্ট উৎপন্ন হইত, তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। রৌপ্য ও টিন এতদুভয় ধাতু এক খনির পদার্থ হইতেই বিভাগ করিয়া লওয়া হইত। কিন্তু কালক্রমে টিন হইতে রৌপ্যের ভাগ আর তাদৃশ লব্ধ হইত না।[১] নাগরচাল[২] রাজ্যের সঙ্কল বংশীয় রাজপুতগণকে লাক্ষা রাণা জয়পুরে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন। লোদি বংশীয় মহম্মদ শাহার সহিতও তাঁহার সংগ্রাম হইয়াছিল এবং এক সময়ে বেদনোর নগরের যুদ্ধে সম্রাটের সেনাগণকে পরাভব করিয়াছিলেন। তদনন্তর গয়াক্ষেত্র উদ্ধার নিমিত্ত লাক্ষা রাণা তথায় গমন পূর্ব্বক মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। লাক্ষা রাণা অতিশয় শিল্প-প্রিয় ও দেশহিতৈষী ছিলেন। তিনি হ্রদ ও সরোবর খনন ও তৎসমুদয়ের জলাবরোধ নিমিত্ত অত্যুচ্চ প্রাচীর

(১) বহুকাল হইল, ঐ সকল খনির খনন কার্য্য রহিত হইয়া গিয়াছে। খনকের ব্যবসাও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে, খনির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও আর পূজা প্রাপ্ত হয়েন না। ঐ সকল দেবতার বেদী এক্ষণে জীর্ণাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। দুই একটি বেদী ভীলেরা সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে। লক্ষ্মী-দেবী ভীলগণের নিকট শীতলা মাতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীলকামিনীরা সুখ-প্রসব কামনায় শীতলার উপাসনা করিয়া থাকে।

(২) ঝুন্‌ঝুনু, সিংহহানা, এবং নরবানা, এই সকল প্রদেশ পূর্ব্বকালে নাগোরচাল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি অনেক দুর্গও নির্ম্মাণ করেন। আলাউদ্দিন যে সকল দেবালয় ও প্রাসাদ বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে খনির উৎপন্ন দ্বারা লাক্ষা রাণা তৎসমুদয় পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। লাক্ষা রাণার নিজ প্রাসাদের কিয়দংশ অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ প্রাসাদ, পদ্মিনীর প্রাসাদ প্রভৃতি পূর্ব্বতন অট্টালিকার প্রণালীতে বিনির্ম্মিত। তিনি ব্রহ্মার উদ্দেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহু ব্যয়ে বিনির্ম্মিত ঐ বিপুলায়তন মন্দির অদ্যাবধি পূর্ণাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের মধ্যে প্রতিমা ছিল না; বোধ হয় তন্নিমিত্তই মুসলমানগণ তাহাতে হস্তার্পণ করে নাই।

লাক্ষা রাণা বহু পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুত্রগণের নামানুসারে তত্তৎ সন্তানগণ অভিহিত হইয়া আসিতেছেন;—যথা লুনাবৎ, দুলাবৎ। লুনাবৎ দুলাবৎগণ এক্ষণে অগুনার প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশের খাস প্রজা হইয়া রহিয়াছেন। ইতঃপর, কোন ঘটনাবশত লাক্ষার জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডার পরিবর্ত্তে কনিষ্ঠ পুত্র মকল সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক এই বিপর্য্যয় নিবন্ধন মিবার রাজ্য বংশান্তর গত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল; তদ্বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সবিস্তার বিবৃত করা যাইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজপুতগণের নারীজাতি সম্বন্ধীয় শিষ্টাচার;—মিবারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম অন্যথা হওয়ার বিবরণ;—প্রকৃত উত্তরাধিকারী চণ্ডার পরিবর্ত্তে বালক মকলজীর সিংহাসন প্রাপ্তি;—মিবারে রাঠোরগণের আধিপত্য ও তন্নিবন্ধন রাজ্যের বিভ্রাট;—চণ্ডা কর্ত্তৃক চিতোর হইতে রাঠোরগণ বিতাড়িত ও মণ্ডোর নগর অধিকৃত হওয়ার বিবরণ;—মিবার ও মারবারের পরস্পর বৈষয়িক সম্বন্ধ;—মকলজীর রাজত্ব;—তাঁহার হত্যার বিবরণ।

কোন কোন পণ্ডিতের এইরূপ মত যে, স্ত্রী জাতির প্রতি যে দেশবাসিগণ যে পরিমাণে সম্মান প্রদর্শন করেন, তদ্দেশবাসিগণকে সেই পরিমাণে সভ্য বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কোন জাতির সভ্যতা সত্যই যদ্যপি তজ্জাতির নারী-ভক্তির দ্বারা পরিমিত করিতে হয়, তবে রাজপুত জাতিকে অতি উচ্চশ্রেণীর সভ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রী জাতির সম্বন্ধে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ অতি সামান্য ত্রুটির উপলক্ষেই রাজপুতগণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে;—তাঁহাদিগের নিকটে সে অপরাধের আর ক্ষমা নাই। ইতঃপর মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রাদুর্ভাব সময়ে রাঠোর ও কচবা বংশীয়েরা সম্মিলিত হইয়া তাহাদিগকে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নারীসম্বন্ধীয় ব্যঙ্গোক্তি বশতই তাঁহাদিগের মৈত্রীভঙ্গ হয় এবং সেই সুযোগেই মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাদিগকে একে একে পরাভূত করে। পরন্তু নারীসম্বন্ধীয় একটি সামান্য পরিহাস বাক্যের নিমিত্তই

মিবার রাজবংশের জ্যেষ্ঠশাখাকে রাজত্বে বঞ্চিত হইতে হইল এবং তন্নিবন্ধন মিবার রাজ্যের যাদৃশ অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছিল, মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়গণের করবাল দ্বারা তাদৃশ অনিষ্ট ঘটনা হয় নাই।

লাক্ষা রাণা পরিণত বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া পুত্র পৌত্রগণের বৃত্তিবিধান করিয়া দিয়াছেন, এরূপ সময়ে মারবারের রাজা রণমল্ল, মিবারের যুবরাজ চণ্ডার সহিত নিজ তনয়ার বিবাহের প্রস্তাবনা-সূচক নারিকেল ফল প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাণা অমাত্য মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এরূপ সময়ে মারবারের দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। চণ্ডা তৎকালে সভামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন না। রাণা দূতের অভ্যর্থনা করিলেন এবং চণ্ডা আসিয়া নারিকেল গ্রহণ করিবেন, ইহা জ্ঞাত করণান্তে পরিহাস ভাবে স্বীয় গুম্ফে করস্পর্শ করত ঐ দূতকে কহিলেন, "আমার তুল্য শ্বেত শ্মশ্রুধারী ব্যক্তির উদ্দেশে ঈদৃশ ক্রীড়ার বস্তু কখনই প্রেরিত হওয়ার সম্ভব নহে।" সভাসদ্গণ রাজরসিকতার এতদুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পুনঃপুন তাহার আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে চণ্ডা সমাগত হইয়া পিতার ব্যঙ্গোক্তির বিষয় অবগত হইলেন। পিতা পরিহাস ছলেও স্বয়ং যে কন্যার পাণিগ্রহণের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাকে বিবাহ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় চণ্ডা মারবারের নারিকেল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। নারিকেল গ্রহণ না করিলে রণমল্ল উৎকট অপমান বোধ করিবেন, এদিকে চণ্ডাও নারিকেল গ্রহণে অসম্মত। লাক্ষা ঈদৃশ সঙ্কটাবস্থায় পুত্রের অসম্মতি নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যে,

তিনি স্বয়ং রণমল্লের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু অগ্রে চণ্ডাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ঐ রমণীর গর্ভে পুত্র জন্মিলে মিবার রাজ্যের স্বত্বাধিকার তাহাকে অর্পণ করত চণ্ডা স্বয়ং প্রধান সরদার হইয়া অবস্থান করিবেন। চণ্ডা পিতার ইচ্ছানুসারে একলিঙ্গ দেবের শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাই অঙ্গীকার করিলেন।

ঐ বনিতার গর্ভে মকলজী নামে লাক্ষা রাণার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মকলের পঞ্চম বর্ষ বয়সে লাক্ষা রাণা হিন্দু ধর্ম্মের বৈরী মুসলমানগণের হস্ত হইতে গয়া ক্ষেত্রের উদ্ধারার্থে যুদ্ধ যাত্রা করিতে কৃত সংকল্প হইলেন।—রাজদণ্ড ধারণ করিলে অবশ্যই পাপাচরণ করিতে হয়, অতএব ঐ পাপ মোচনের উদ্দেশে পরিণত বয়সে তপস্যা, তীর্থযাত্রা ও কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠানার্থে রাজভোগ পরিহার করার প্রথা ক্ষত্রিয় রাজগণের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। পরে যখন মহম্মদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বিপ্লুত হইতে আরম্ভ হইল, তখন গয়াক্ষেত্রের উদ্ধারার্থে মুসলমানগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই পারত্রিক মঙ্গল লাভের পরম উপায় বোধে হিন্দুরাজগণ তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন। ফলত খৃষ্টীয়ান রাজগণের পক্ষে এক সময়ে জেরুজিলম যেরূপ ধর্ম্ম-যুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়াছিল, বর্ণিত সময়ে হিন্দুরাজগণের পক্ষে গয়াধামও তদ্রূপ ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। তৎকালে হিন্দুরাজাদিগের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, গয়ার যুদ্ধে যদ্যপি অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তবে আর পুনর্জ্জন্ম-যাতনা ভোগ করিতে হইবে না, এবং ইহ দুঃখময় সংসার পরিহার পুরঃসর অপ্সরো-বাহি বিমান

আরোহণে সূর্য্যলোকে সমাগত হইয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবেন। সে যাহা হউক, লাক্ষা রাণা গয়ার উদ্দেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে স্বীয় রাজ্যের ব্যবস্থা করিবার অভিলাষ করিলেন। চণ্ডার প্রতিজ্ঞার পরে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে আর কখন কোন আন্দোলন হয় নাই। এক্ষণে লাক্ষা রাণা চণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মকলকে কোন্ বৃত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। চণ্ডা উত্তর করিলেন, "চিতোরের সিংহাসন"। পিতার সংশয় নিবারণার্থে চণ্ডা প্রার্থনা করিলেন যে, রাণা গয়ার উদ্দেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই মকল রাজ্যাভিষিক্ত হউন। তদনুসারে পঞ্চমবর্ষীয় বালক মকলজীর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল এবং চণ্ডাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রাজোচিত পূজা করিয়া আনুগত্য স্বীকারের শপথ গ্রহণ করিলেন। চণ্ডার ঈদৃশ স্বত্বত্যাগের বিনিময়ে ইহাই অবধারিত হইল যে, তিনি রাজসভায় প্রধান অমাত্যের পদবী প্রাপ্ত হইবেন এবং যে কোন পাট্টা প্রদত্ত হইবে, তাহাতে রাজার শ্রীসহির উপরি-ভাগে চণ্ডার ভল্লের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিবে। এই নিয়মানুসারে মিবাররাজের প্রদত্ত পাট্টায় রাজস্বাক্ষরের পূর্ব্বেই অদ্যাবধি সালুম্বরার [১] সরদারের ভল্লচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকে।

চণ্ডা সমুদয় রাজগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন, সুতরাং শিষ্টাচার ও পিতৃভক্তি নিবন্ধন তাঁহার ঈদৃশ স্বত্ব ত্যাগ নিতান্ত গুরুতর ক্ষমাগুণের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সাহস, সারল্য ও কৌশল সহকারে শিশু ভ্রাতার অনুকূলে

(১) চণ্ডার বংশীয় প্রধান সরদারের বাসস্থানের নাম সালুম্বরা।

তিনি উৎকৃষ্টরূপে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অপ্রাপ্ত-ব্যবহার পুত্রের রাজত্বকালে রাজমাতৃগণ স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে পুত্রের পরিবর্ত্তে আপনারাই রাজকার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু চণ্ডার অধ্যক্ষতা বশত মকলের মাতা ঐ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। তন্নিমিত্ত চণ্ডার প্রতি তিনি সাতিশয় অসূয়ান্বিতা হইয়া উঠিলেন। যাঁহার ক্ষমাগুণ নিমিত্তই তিনি মিবারের রাজমাতার পদবী লাভ করিয়াছেন, রাজমাতা এক্ষণে নিয়ত সেই চণ্ডার ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কোন প্রকৃত ত্রুটি না পাইয়া তাঁহার ব্যবহারে সংশয় আরোপ করিয়া রাজমাতা প্রচার করিলেন যে, চণ্ডা অধ্যক্ষতার উপলক্ষ করিয়া প্রকৃত রাজক্ষমতার পরিচালনা করিতেছেন ;—যদিও তিনি রাণা উপাধি ধারণ করেন নাই সত্য, কিন্তু রাণা উপাধি ক্ষমতাশূন্য একটি শব্দমাত্রে পরিণত হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। চণ্ডা নিজ মনের বিশুদ্ধতা জানিতেন, তথাচ বিবেচনা করিলেন যে, শিশু পুত্রের সম্বন্ধে মাতার মনে ঈদৃশ আশঙ্কার সঞ্চার হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নহে। অতএব এরূপ অমূলক সংশয় প্রকাশ নিমিত্ত বিমাতাকে ভৎর্সনা করত শিশোদিয়া বংশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিয়া চণ্ডা স্বয়ং চিতোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মান্দু রাজ্যে গমন করিলেন। মান্দুরাজ্য সে সময়ে বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল। তত্রত্য রাজা পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া হালার নামক প্রদেশ বৃত্তিস্বরূপে প্রদান করত তাঁহাকে তথায় স্থাপিত করিলেন।

চণ্ডা চিতোর হইতে প্রস্থান করিলে অগৌণে রাজমাতার

আত্মীয়বর্গ একে একে মণ্ডোর হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন। যাঁহার নামানুসারে যোধপুরের নাম-করণ হইয়াছে, রাজমাতার ভ্রাতা সেই যোধ প্রথমত আগমন করেন। তদনন্তর যোধের পিতা রণমল্ল এবং তাঁহার বহুসংখ্যক অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উর্ব্বরা মিবার-রাজ্যের গোধূম রোটিকা প্রাপ্ত হইতে পারিলে, শুষ্ক মরুভূমির জনার ভোজন কোন্ ব্যক্তি ইচ্ছাসহকারে পরিত্যাগ না করিবে?

বৃদ্ধ রাও রণমল্ল স্বীয় শিশু দৌহিত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বাপ্পার সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। বালক ক্রীড়াকৃষ্ট হইয়া সভাগৃহ হইতে গমন করিলে মিবারের রাজছত্র মণ্ডোরপতির মস্তকে ধৃত হইয়া থাকিত। শিশুরাজার শিশোদিয়া বংশীয়া ধাত্রী[১] তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া রাজমাতাকে কহেন, "তোমার বালকপুত্রের পৈতৃক সম্পত্তি তোমার পিতৃবংশীয়েরা ভোগ করিবে, ইহাই কি তোমার মনোগত ইচ্ছা?" ধাত্রীর ন্যায়-সঙ্গত এতদ্‌বাক্যের পরিণাম সমধিক অনিষ্টজনক হইয়া উঠিল। যে হেতু রাজ্য অধিকার করা রাজপুতগণের জাতীয় ধর্ম্ম; তদর্থে কোন অন্যায় আচরণ করিতে হইলেও তাহাতে তাঁহারা তাদৃশ কুণ্ঠিত হয়েন না। ধাত্রীর স্পষ্ট বাক্যে রাঠোরগণ আরও তৎপরতার সহিত আপনাদিগের অভীষ্ট সাধনের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং রাজমাতা অতি সত্বর নিরুপায় অবস্থায় নিপতিতা হইলেন।

---

(১) টড সাহেব কহেন, হিন্দুরাজাদিগের নিলয়ে ধাত্রীগণ বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "ধাই ভাই" অর্থাৎ ধাত্রী-পুত্রেরা চিরন্তন ভূমি-বৃত্তি ভোগ করিতে পায় এবং বিবাহের সম্বন্ধ ও সন্ধি বিগ্রহ সংক্রান্ত দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

স্বীয় পিতার সহিত রাজমাতার এতদ্বিষয়ক বচসা হওয়ায় রণমল্লের বাক্যের ভঙ্গিতে তিনি স্বীয় শিশুর জীবনের প্রতিও সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। অত্যল্পকাল পরেই রাঠোরগণ চণ্ডার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুদেবকে হত্যা করায় রাজমাতার সন্দেহ আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। রঘুদেব রাজসভার সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিহার করিয়া স্বীয় বৃত্তি কেলবারা প্রদেশে বাস করিতেন। রণমল্ল ঐ স্থানে তাঁহাকে রাজপ্রসাদ বলিয়া এক প্রস্থ পরিচ্ছদ প্রেরণ করেন। রাজদত্ত পরিচ্ছদ প্রাপ্তি মাত্রেই পরিধান করিতে হয়, এরূপ নিয়ম আছে। তদনুসারে রঘুদেব সত্বর হইয়া ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। সদ্‌গুণশালী, সাহসী ও বীরশ্রীবিশিষ্ট রঘুদেব মিবারবাসিগণের এরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, মৃত্যুর পরে মিবারে তিনি পিতৃ-দেবতাগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। মিবার রাজ্যের প্রতি গৃহস্থের ভবনে তাঁহার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রতিদিন তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। বিশেষত বৎসরের মধ্যে দুই বার [১] বিশেষ

(১) দশহরা নামে মিবারে এক পর্ব্বোৎসব হইয়া থাকে। ঐ পর্ব্বের সময়ে সেনা সংগৃহীত হয়। দশহরা পর্ব্বের অষ্টম দিবসে এবং চৈত্র মাসের দশম দিবসে রঘুদেবের প্রকাশ্য পূজা হইয়া থাকে। তৎকালে তাঁহার বেদি পরিষ্কৃত ও প্রতিমা ধৌত করা হয়। পুরুষেরা তাঁহার নিকট পুত্র প্রাপ্তির প্রার্থনা এবং নারীগণ অপত্যের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বেও বাপ্পার বংশীয় আর এক পুরুষ দেবতা পদবী লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুদেবের দেবত্ব প্রাপ্তির পরে তাঁহার উপাসনা ক্রমশ অন্তর্হিত হইয়াছে। মনুষ্যকে দেবত্বে বরণ করা কেবল মিবার রাজ্যের ব্যবহার নহে, রাজস্থানের সকল রাজপুতবংশেই অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রাপ্ত বালকগণ পুত্রক দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। বাপ্পার বংশীয়েরা এক্ষণে কেবল 'একলিঙ্গ' দেবের উপাসক নহেন, তাঁহারা অন্যান্য বংশের দেব দেবীগণেরও উপাসনা করিয়া থাকেন। যথা,

সমারোহের সহিত রাণা হইতে কৃষক পর্য্যন্ত মিবারের সকলেই রঘুদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন।

রাজমাতা এইরূপে বিপদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া তখন চণ্ডাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।—তিনি শিশোদিয়া বংশের আসন্ন বিপদের বিবরণ সম্বলিত চণ্ডাকে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, রাজকার্য্যের উচ্চ পদ সমুদয় রাঠোরগণ অধিকার করিয়াছে এবং প্রধান অমাত্যের পদে ভাট্টিবংশীয় জনৈক রাজপুত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। চণ্ডা যদিও দূরে অবস্থিত ছিলেন, তথাচ বালনায়কের আধিপত্যে সমূহ অনিষ্ট ঘটনা হয়, ইহা জ্ঞাত থাকায় চিতোরের সংবাদ লইতে ক্রটি করিতেন না। চিতোর হইতে প্রস্থান সময়ে দুইশত শিকারী তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিল। ঐ সকল শিকারীরা রাজবংশের পুরাতন ভৃত্য। পরিজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করার উপলক্ষে ঐ শিকারীরা চিতোরে প্রত্যাগত হইয়া চণ্ডার উপদেশানুসারে ক্রমে ক্রমে দ্বার রক্ষকগণের দাসত্বে নিযুক্ত হইল। চণ্ডা রাজমাতাকে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লিবাসিগণকে ভোজন করাইবার উপলক্ষ করিয়া শিশুরাজা যেন প্রতিদিন নগর হইতে বহির্গত হয়েন এবং প্রতিদিন পূর্ব্বদিনের গ্রামাপেক্ষা অধিক দূরের গ্রামে যেন আগমন করেন; পরে দেওয়ালীর দিবসে অতি

চৌরবংশের উপাস্যা ব্যামমাতা,—ইনি জীবন মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাঠোরবংশের উপাস্যা নাগনেচা দেবী,—ইনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; ক্ষেত্রপাল,—ইনি কৃষিকার্য্যের দেবতা; এইরূপ অনেকানেক ভিন্নবংশীয় দেবতাগণ এক্ষণে মিবারের ভক্তিভাজন হইয়াছেন। রঘুদেবের উপাসনার সহিত রোমানগণের এডোনিস দেবের উপাসনার সাদৃশ্য আছে;—উভয় দেবতারই প্রধান উপাসক রমণীগণ।

অবশ্যই যেন গম্ভুন্দা[1] গ্রামে ভোজ প্রদানার্থে তাঁহার আগমন হয়।

রাজমাতা চণ্ডার উপদেশানুসারে ভোজ প্রদানার্থে মকলকে প্রত্যহ নগর হইতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিরূপিত দেওয়ালীর দিবসে গম্ভুন্দা গ্রামে ভোজ হইতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত হইল, তথাচ চণ্ডা সমাগত হইলেন না। পুরোহিত, ধাত্রী এবং মন্ত্রণাজ্ঞ অন্যান্য ব্যক্তিগণ বিষণ্ণ মনে শিশু রাজাকে লইয়া চিতোরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চিতোরি নামক উচ্চস্থান পর্য্যন্ত সমাগত হইয়াছেন, এরূপ সময়ে চল্লিশ জন অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাদিগের নিকট দিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব ধাবিত করিয়া গমন করিলেন।—ঐ চল্লিশ জনের মধ্যে ছদ্মবেশ ধারী চণ্ডাও ছিলেন। স্বীয় রাজভ্রাতার পার্শ্ব দিয়া গমন করিবার সময়ে চণ্ডা তাঁহাকে রাজোচিত সম্ভ্রম চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন। রামপোল নামক তোরণ পর্য্যন্ত চণ্ডা সদলে উপস্থিত হইলে প্রহরিগণ তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় চণ্ডা কহিলেন, "আমরা নিকটবর্ত্তী প্রদেশের সরদার, গম্ভুন্দা হইতে রাজাকে চিতোরে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছি।" এইবাক্যে সকলেই বিশ্বস্ত হইল; ইতিমধ্যে চণ্ডার পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রধান সেনাভাগ আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র চণ্ডা করবাল নিষ্কাশিত করিলেন। তাঁহার চিরপরিচিত সিংহনাদ শ্রবণে দ্বার-অভ্যন্তরস্থ শিকারিগণ প্রহরীবর্গকে সংহার করিতে প্রবর্ত্ত হইল। ভাট্টিবংশীয় প্রধান অমাত্য ঈদৃশ অসম্ভাবনীয় আক্রমণে

(১) চিতোর হইতে ৩॥ ক্রোশ দক্ষিণে গম্ভুন্দা গ্রাম।

দ্বার রক্ষায় হতাশ হইয়া চণ্ডাকে নিহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চণ্ডার নিকটবর্ত্তী হইতে না পারায় সে অভিলাষ সফল হইল না। দূর হইতে চণ্ডাকে লক্ষ করিয়া ঐ অমাত্য স্বীয় করবাল নিক্ষেপ করিলেন। চণ্ডাও তাহাতে আহত হইয়া অগৌণে অমাত্যকে ধরাশায়ী করিলেন। প্রহরিগণ, অভ্যন্তর ভাগে শিকারিগণ কর্ত্তৃক ও বহির্ভাগে চণ্ডার দলবল দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় নিঃশেষে নিপাতিত হইল; চণ্ডার অনুচরবর্গ তদনন্তর নগরে প্রবিষ্ট হইয়া রাঠোরগণকে একে একে অনুসন্ধান করিয়া অতি নির্দ্দয় ভাবে নিহত করিল।

রাও রণমল্লের মৃত্যুর বিবরণ অতীব হাস্যরসাত্মক। রাজমাতার জনৈক পরিচারিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া বৃদ্ধ রাও অবশেষে বল প্রকাশে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করত সুরা ও অহিফেন সেবনে অচেতন দশায় স্বীয় চিত্তহারিণীর সহিত শয্যায় শয়ান ছিলেন। দ্বারের কোন সংবাদই তাঁহার জ্ঞাতসার হয় নাই। স্ত্রীলোকের চাতুরী ও বৈরনির্য্যাতন অভিলাষের ইয়ত্তা নাই। পরিচারিকা অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া রণমল্লের মারবারী উষ্ণীষ[১] খুলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে শয্যার সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল; ইহাতেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। পরে চণ্ডার অনুচরবর্গ ঐ গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল।—রোষাবিষ্ট বৃদ্ধ শয্যা হইতে উঠিবার নিমিত্ত নানা প্রকার ভঙ্গি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতেই প্রণয়িনীর বন্ধন-পাশ খণ্ডন করিতে পারিলেন না! অবশেষে রণমল্ল সবলে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কমঠ পৃষ্ঠের

(১) মারবারী উষ্ণীষ সাধারণতঃ ৬০ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

খর্পরের ন্যায় সমুদয় শয্যা তাঁহার পৃষ্ঠলগ্ন হইয়া রহিল। নিকটে আর কোন আয়ুধ না পাইয়া বৃদ্ধ রাও একটি জল-পাত্র লইয়া তদাঘাতেই বহুজনকে ধরাশায়ী করিলেন, কিন্তু পরিশেষে একটি বন্দুকের গুলি খাইয়া স্বয়ংই ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার পুত্র যোধ তৎকালে নগরের অপরভাগে অবস্থিত ছিলেন ;—তিনি এই সকল গোলোযোগের সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে স্বীয় বেগগামী তুরঙ্গমের প্রসাদে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। এদিকে তাঁহার আত্মীয়বর্গ অতি দীন ভাবে নিহত হইয়া পরাধিকার হরণের সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু ইহাতেও রাঠোরগণের প্রতি চণ্ডার কোপের সমতা হইল না। তিনি যোধকে ধৃত করিবার অভিলাষে রাঠোরগণের নিবাস স্থান মণ্ডোর নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যোধ তাঁহার সহিত সমরে আপনাকে অক্ষম জানিয়া মণ্ডোর পরিত্যাগ করত হরবা নামে সঙ্কালাবংশীয় জনৈক রাজপুতের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চণ্ডা মণ্ডোর অধিকার করত স্বীয় পুত্রদ্বয় কণ্ঠজী ও মুঞ্জাজীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নূতন সেনাসহ সমাগত হইলে তাহাদিগের প্রতি নগর রক্ষার ভারার্পণ করত চণ্ডা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাঠোরগণের চিতোরাধিকারের প্রতিশোধে তাহাদিগের মণ্ডোর নগর দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত শিশোদিয়াগণের অধিকৃত ছিল। যোধপুরের সংস্থাপক যোধের ইতঃপরবর্ত্তী বিবরণ এস্থানে বিবৃত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু গদবার প্রদেশ যেরূপে মিবাররাজ্যে ভুক্ত হয়, তদ্বৃত্তান্ত প্রকটিত করার

আবশ্যক বিধায় প্রসঙ্গত যোধের ইতিবৃত্তও বিবর্ণিত হই-তেছে। গদবার প্রদেশ তিন শত বৎসরাবধি মিবারের প্রভুত্বাধীন ছিল, পরে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পুনর্ব্বার ঐ প্রদেশ অপহৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে রাঠোর ও শিশোদিয়াগণের মধ্যে তৎসূত্রে পুনর্ব্বার বিগ্রহানল প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা।

"বিপদের ফল অতি মধুর।" যোধের বিপদ তাঁহার পক্ষে ভাবী উন্নতির সোপান স্বরূপ হইয়াছিল। সার্দ্ধৈক শতাব্দি পূর্ব্বে কনোজ বিনষ্ট হইলে কনোজের কতকগুলি অধিবাসী মরুস্থলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে ভূম্যধিকার করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া কখন কাহারও নগর বল দ্বারা অধিকার এবং কখন বা কোন নূতন নগর সংস্থাপন করিতে লাগিল। মণ্ডোর নগর পরাধিকৃত হইলে, তাহারা তৎপরিবর্ত্তে যোধপুর প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু যোধপুরের সংস্থাপনকর্ত্তা যোধ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, তাঁহার সন্তানগণ এক পিতার পুত্র (এক বাপ্‌কা বেটা) নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এক লক্ষ করবালের অধীশ্বর হইবে এবং সিন্ধুনদ হইতে যমুনার ক্রোড় পর্য্যন্ত ও সতদ্রু হইতে আরাবলীর মূল অবধি আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত করিবে।

মিবারের এতৎকালীন ইতিবৃত্তের সহিত মারবারের বিশেষ সংস্রব আছে, তন্নিমিত্ত এস্থানে মারবারের ইতিবৃত্তের কিয়দংশ বিবৃত করা হইতেছে। উভয় রাজ্যের ঐ সংস্রব-জনিত ঘটনার অবগতি দ্বারা তদুভয় রাজবংশের চরিত্রও বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।—অতএব যোধের মণ্ডোর হইতে পলায়নের সময় হইতে ঐ নগর পুনর্ব্বার রাঠোরগণের

হস্তগত হওয়া পর্য্যন্ত মারবার রাজ্যের ইতিবৃত্ত অগ্রে প্রকটিত করিয়া তদনন্তর সকলের রাজত্বের বিবরণ বিবৃত করা যাইবে।

রাজস্থানে এক প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বিবাহ করেন না; তাঁহারা অতি কঠোর ব্রত পরায়ণ এবং ভোজ্য পেয় দ্বারা পরম যত্নে অতিথি সেবা করিয়া থাকেন। কোন আর্ত্ত ব্যক্তি তাঁহাদিগের শরণাগত হইলে, তাহার বৈরনির্যাতনার্থে সময়ে সময়ে তাঁহারা অস্ত্রধারণও করেন। ফলত ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ যোগী ও বীর উভয় ভাবাপন্ন। হরবা সঙ্কলা নামে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তির নিকট যোধ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাজস্থানের অনেকানেক স্থানে অতিথিশালা থাকিত ; যে কেহ হউক, তথায় উপস্থিত হইলে ভোজন প্রাপ্ত হইত। ঈদৃশ অতিথিসেবার নাম সদাব্রত। সদাব্রতের ব্যয় রাজকোষ হইতে এবং বিখ্যাত ব্যক্তিগণের ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইত। কখন কখন সামান্য ব্যক্তিগণ চাঁদা করিয়াও ঈদৃশ অতিথিশালা সংস্থাপন করিতেন। মিবার রাজ্যের বর্ত্তমান নিঃস্ব অবস্থাতেও অদ্যাবধি দেববৃত্তির ন্যায় রাজকোষ হইতে অতিথিসেবার ব্যয়ও প্রদত্ত হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন, অর্দ্ধ অসভ্য জাতীয়েরাই অতিথি সেবাকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকে। যদ্যপি তাহাই হয়, তবে সভ্যাভিমানী জাতিকে জীবনের পরম সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছে। সে যাহা হউক, যোধ ১২০ জন অনুচর সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোক্ত হরবা সঙ্কলার অতিথিশালায় সন্ধ্যা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন আহার্য্য দ্রব্যাদি কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। মজ্‌দ[১] নামে এক প্রকার কাষ্ঠ আছে, তদ্দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করা হয়। মরুপ্রদেশে ভোজ্য দ্রব্যের অনাটন হইলে ঐ কাষ্ঠ ভক্ষিত হইয়া থাকে। হরবা সঙ্কলা অতিথি সমাগমে নিরুপায় হইয়া ঐ কাষ্ঠ চূর্ণ করত কিঞ্চিৎ গোধূম চূর্ণে মিলিত ও সর্করাযোগে পাক করিয়া যোধ ও তদনুচরবর্গকে ভোজনার্থে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, আগামী প্রাতে আপনাদিগের আহারের উচিত আয়োজন করা যাইবে। কিন্তু কাষ্ঠ চূর্ণের বিষয় অতিথিগণকে বিদিত করিলেন না। যোধ, সঙ্গিগণসহ তাহাই ভোজন করিয়া ক্লান্তিভরে সত্বর নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সকলেই বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।—সকলেরই গুম্ফরোম ঐ কাষ্ঠের রঞ্জন গুণ প্রভাবে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। হরবা, মূল কারণ গোপন করিয়া তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে গুম্ফ রঞ্জনের বিষয়, দৈবনিমিত্তক বলিয়া তাহার এই রূপ ব্যাখ্যা করিলেন যে, বার্দ্ধক্যের ধূসর গুম্ফ যেরূপ আশার উষারাগে রঞ্জিত হইয়াছে, সেই ভাবে তোমাদিগের সৌভাগ্যও পুনর্ব্বার তরুণ হইয়া উঠিবে এবং মণ্ডোর নগর পুনর্ব্বার তোমাদিগের হস্তগত হইবে।

---

(১) এই কাষ্ঠ ঈষৎ কৃষ্ণ-মিশ্রিত রক্তবর্ণ। জেরুজিলমে সুলেমান রাজা যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার কাষ্ঠের নাম আল্‌মগ। "আল্‌" উপসর্গ মাত্র; তাহার কোন স্বতন্ত্র অর্থ নাই। গুজরাটের ইতিবৃত্তে প্রকাশ পায় যে, তত্রত্য আদিনাথ দেবের মন্দিরও ঐ কাষ্ঠ দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, ঐ কাষ্ঠ কিছুতেই নষ্ট হয় না, এমন কি, অগ্নি যোগেও দগ্ধ হয় না। পুরাকালে টায়র দেশবাসীরা সমুদ্র পথে ভারতবর্ষের উপকূলে বাণিজ্যার্থে সমাগত হইত। বোধ হয় সুলেমান রাজার মন্দির নির্ম্মাণার্থে ভারতবর্ষ হইতেই তাহারা ঐ কাষ্ঠ লইয়া গিয়াছিল।

ঈদৃশ উৎসাহ বাক্যে উদ্দীপ্ত হইয়া যোধ হরবা সঙ্কলাকে আপনার দলভুক্ত করিয়া লইলেন। তদনন্তর তাঁহারা মেওহ নামক প্রদেশের এক সরদারের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, ঐ সরদারের "মন্দুরায় একশত উৎকৃষ্ট অশ্ব থাকিত।" "অঙ্গার তুল্য কৃষ্ণবর্ণ" অশ্বারোহী পাবুজী নামে আর এক সরদারও তাঁহাদিগের সহকারী হইলেন। এই রূপে প্রস্তুত হইয়া যোধ মণ্ডোর নগর উদ্ধারার্থে যাত্রা করিলেন। চণ্ডার পুত্রদ্বয় অকুতোভয়ে সমরে অবতরণ করিলেন, কিন্তু বিপক্ষের সমধিক সেনা সংখ্যা বশত জয়লাভ করিতে পারিলেন না। চণ্ডার জ্যেষ্ঠপুত্র রণভূমিতে শয়ান হইলেন। কনিষ্ঠ অগত্যা অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিপক্ষগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া গদবার প্রদেশে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিল।—এইরূপে যোধও বৈরনির্যাতন করিয়া মণ্ডোর নগর হস্তগত করিলেন। কিন্তু মারবারের এক মাত্র রণমল্লের পরিবর্তে মিবার রাজবংশের দুইজন পুরুষ নিহত হইলেন, সুতরাং উভয় পক্ষের বৈর-নির্যাতন সমতুল্য হইল না। কিন্তু যোধ আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, চিতোর অধিকারার্থী হইয়া তিনিই প্রথম অপরাধ করিয়াছেন এবং সমধিক সমৃদ্ধিশালী মিবার রাজ্যের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতেও তাঁহার ক্ষমতা হইবে না; বিশেষত তাঁহার বর্ত্তমান পরাক্রম পরানুগ্রহ-মূলক; অতএব সন্ধি করাই শ্রেয় জানিয়া তাহারই অনুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হইলেন। চণ্ডার পুত্র মুঞ্জাকে যে স্থানে নিহত করা হয়, গদবার প্রদেশের ঐ স্থান মিবার ও মারবার রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমারূপে

অবধারিত করা হইল এবং তদ্ভিন্ন চণ্ডার পুত্রগণের নিধনের বিনিময়ে যোধ মুণ্ডকাটিও[১] প্রদান করিলেন। এই সন্ধির দ্বারা গদবার প্রদেশ মিবার রাজ্য ভুক্ত হইল। তিন শতবর্ষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মিবারের রাজগণ ঐ প্রদেশ আপনাদিগের অধিকারে রাখিয়াছিলেন, তৎপরে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দির গৃহ বিবাদের গোলযোগে ঐ প্রদেশ তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে। উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম পরিবর্ত্তনের সূচনায় ঐ প্রদেশ মিবার-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, এবং উত্তরাধিকারিত্ব সংক্রান্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন সূত্রে গৃহ কলহ ঘটনা হইয়া পুনর্ব্বার ঐ উৎকৃষ্ট প্রদেশ তাঁহাদিগের অধিকারচ্যুত হইয়াছে[২]।

কে আশা করিতে পারে যে, ঈদৃশ মারাত্মক বৈরাচরণ সমস্তই এক পুরুষের মধ্যে বিস্মৃত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে উভয় রাজবংশের মধ্যে পুনর্ব্বার সাতিশয় সৌহার্দ্দের সঞ্চার হইবে? চিতোরের মকল রাণার হত্যার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মারবারপতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, হত্যাকারিকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া মকলের শিশু পুত্রকে চিতোরের সিংহাসনে

(১) প্রধান ব্যক্তিগণের নিধনের পরিবর্ত্তে যে অর্থদণ্ড প্রদান দ্বারা সন্ধি করা হয়, রাজস্থানের চলিত ভাষায় সেই অর্থদণ্ডের নাম "মুণ্ড-কাটি"।

(২) টড সাহেব কহেন, যাবৎকাল পর্য্যন্ত বৃটিস গবর্ণমেণ্ট রাজস্থানের শান্তি রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মিবার কর্ত্তৃক গদবার প্রদেশ উদ্ধার হওয়া সুদূরপরাহত। ঐ প্রদেশের নিমিত্ত উভয় রাজ্যের পরস্পর বিবাদ দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও মিবারের কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যোধের সময়ে মারবার রাজ্য যেরূপ ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে এবং অর্থ সম্বন্ধেও এক্ষণে মিবার রাজ্যের যেরূপ ভগ্নদশা, মারবারের তদ্রূপ নহে। বিশেষত গদবার প্রদেশ মারবারের অতি নিকটবর্ত্তী, সুতরাং উদ্ধার করিতে পারিলেও মিবারের পক্ষে তাহা রক্ষা করা সুকঠিন।

যাবৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি উষ্ণীষ বন্ধন বা শয্যায় শয়ন করিবেন না। রাজপুত জাতির উগ্র প্রকৃতি ব্যঞ্জক এরূপ অনেক উদাহরণ রাজস্থানের ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অত্যল্প কারণেই তাঁহাদিগের মধ্যে বৈরভাবের সঞ্চার হয়, বৈরনির্যাতনেও তাঁহাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এবং যাবৎ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাবৎকাল নিতান্ত অধীরভাবে অতিবাহিত হয়। কিন্তু বৈরিনির্যাতন সম্পন্ন হইলে সমুদয় কোপের সমাধান হয়। শত্রুর কন্যার সহিত যদ্যপি বিবাহ হয়, তবে পূর্ব্ব শত্রুতার আর কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না। যে উভয় শত্রুর মধ্যে অতি সম্প্রতি তুমুল বিরোধ প্রবাহমান ছিল, ভট্টগণ তখন তদুভয়ের নাম এক কারিকা ভুক্ত-করিয়া উভয়েরই মহিমা গান করেন এবং তৎশ্রবণে উভয়েই পরম পুলক সহকারে স্বীয় স্বীয় গুম্ফ আকুঞ্চন করিতে থাকেন।

টডসাহেব কহেন, অতি প্রাচীন কাল হইতে রাজপুতগণ এইরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছেন;—ভবিষ্যতেও তাঁহাদিগের তদ্রূপ আচরণের অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঈদৃশ জাতি হইতে পরিণামে যাহা ঘটনা হওয়ার সম্ভব, তাহা চিন্তা করিতে গেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইংরাজ ভিন্ন এক্ষণে রাজপুতগণের শত্রু মিত্র আর কেহই নাই;—মুসলমান শত্রু সমাধি-গহ্বর-গত হইয়াছে, এবং দস্যু মহারাষ্ট্রও নিগড়-নিবদ্ধ হইয়াছে। সে যাহা হউক, সম্প্রতি মূল প্রবন্ধ আরব্ধ হউক।

চণ্ডার স্বত্বাধিকার ত্যাগনিবন্ধন মকল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শিশোদিয়া বংশের অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত

অনেক সদ্‌গুণের ভাজন হইয়াও তিনি দীর্ঘকাল রাজ-বিভব ভোগ করিতে পারিলেন না। সম্বৎ ১৪৫৪ (খৃঃ ১৩৯৮) অব্দে তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। ঐ সময়ে ভারতবর্ষে একটি মহান্ ব্যাপারের ঘটনা হয়। প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী তৈমুর ইতিপূর্ব্বেই আসিয়ার মধ্যভাগ অধিকার এবং কুস্‌তুন্‌তুনিয়া (কনষ্টাণ্টিনোপল) রাজ্য বিদলিত করিয়া ঐ সময়ে ভারত-বর্ষের অভিমুখে স্বীয় অস্ত্র সঞ্চালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দিগ্বিজয় লালসা ভারতবর্ষে চরিতার্থ হইল না। মিবা-রের ভট্টলিখিত ইতিবৃত্তে তৈমুরের আক্রমণের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। ইহাতেই অনুমিত হয় যে, মিবার রাজ্যের প্রতি তৈমুরের দৃষ্টিপাত হয় নাই। ভট্টগ্রন্থে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই সময়ে দিল্লীর এক জন সম্রাট মিবার রাজ্য আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে ভ্রমক্রমে ঐ সম্রাট ফিরোজ সাহা নামে লিখিত হইয়াছেন। স্বরূপত ফিরোজ সাহার এক পৌত্র এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তৈমুরের উপদ্রবে তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া গুজরাটে পলায়ন করেন। বোধ হয় গুজরাটে গমন সময়ে আরাবলী পর্ব্বত পার হইয়া তিনিই মিবার আক্রমণের অভিলাষী হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, মকল রাণা পূর্ব্বেই দিল্লীশ্বরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আরাবলী পর্ব্বতের পর পারে রায়পুরা নামক স্থানে পথাবরোধ করিয়া তাঁহার অভিলাষ বিফল করিয়াছিলেন। তদনন্তর রাণা মকল সম্বর প্রদেশ ও তত্রত্য লবণহ্রদ অধিকার করেন এবং অন্যান্য বিভাগেও স্বীয় রাজ্যের শক্তি ও আয়তনের বিশেষ বৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

তৈমুরের আক্রমণে দিল্লীর সাম্রাজ্য বিপ্লুত হওয়ায় মকল স্বীয় রাজ্যের উন্নতি সাধনের বিলক্ষণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লাক্ষা রাণা যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, মকল তাহা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ প্রাসাদ এক্ষণে জীর্ণাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন মকল মিবার রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থ পর্ব্বতে চতুর্ভুজ দেবের এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রাণা মকল তিন পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন লাল-বাই নামে পরম রূপবতী এক কন্যাও তাঁহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। গাগরৌণ রাজ্যের খীচিবংশীয় রাজার সহিত ঐ কন্যার পরিণয় প্রদানকালে রাণা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, শত্রুর সহিত যুদ্ধ সময়ে তিনি জামাতাকে সাহায্য করিবেন। কিয়দ্দিবস পরে মালব-পতি হোসঙ্, গাগরৌণ রাজ্য আক্রমণ করায় খীচি রাজার পুত্র ধীরাজ সাহায্য প্রাপ্তির প্রার্থনায় রাণার নিকটে সমাগত হইলেন। রাণা তৎ-কালে পার্ব্বত্যগণের বিদ্রোহ দমনার্থে সসৈন্যে মাদারিয়া নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন। ধীরাজ তথায় আগত হইয়া ইচ্ছানু-যায়ী সেনা লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই সেই স্থানে আত্মীয় হস্তে রাণার জীবনান্ত হইল। তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ এই :—

রাণা ক্ষেত্রসিংহ সূত্রধর বংশীয়া এক পরমা সুন্দরী রমণীর প্রতি আশক্ত হইয়া তদ্গর্ভে চাচা ও মেরা নামে দুই পুত্র উৎ-পাদন করিয়াছিলেন। মিবার রাজগণের দাসী-পুত্রেরা পঞ্চম পুত্র আখ্যান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা রাজানুগ্রহে পরম সুখে দিনযাপন করে, কিন্তু বিশেষ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় না।

সময়ে সময়ে তাহাদিগের প্রতি অতি বিশ্বস্ত কার্য্যের ভারার্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু রাজসভায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সরদারগণের অধোভাগে তাহাদিগকে উপবেশন করিতে হয়। ক্ষেত্রসিংহের দাসীগর্ভজ ঐ দুই পুত্রকে রাণা মকল মাদারিয়ায় অবস্থান সময়ে সাত শত অশ্বারোহীর অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পঞ্চম পুত্র দ্বয়ের ঈদৃশ উন্নতি দর্শনে সরদারগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে থর্ব্ব করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঘটনা ক্রমে তাঁহারা সত্বর সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তদুপলক্ষে রাণারও প্রাণান্ত হইল। সরদারগণের সহিত একদিন বৃক্ষমণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রাণা কোন একটি বৃক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। চোহান বংশীয় জনৈক সরদার অজ্ঞতার ভাণ করিয়া রাণাকে জনান্তিকে কহিলেন যে, চাচা ও মেরাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উহার নাম বলিতে পারিবে। রাণা সরদারের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া সরলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাকা, এটি কি গাছ?" ইহাতে চাচা ও মেরা ভাবিলেন যে, এতৎ প্রশ্ন কেবল তাঁহাদিগের জননীর সূত্রধার বংশ-সূচক পরিহাস মাত্র। অতএব ঐ দিবসেই, রাণা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে যখন মালা জপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে উভয় সহোদরে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া প্রথম আঘাতে তাঁহার বাহু ছেদন ও দ্বিতীয় আঘাতে তাঁহার জীবন ঘাতন করিল। তদনন্তর চিতোর অধিকার করার মানসে হয়ারূঢ় হইয়া উভয় ভ্রাতা অতি সত্বর তদভিমুখে গমন করে। কিন্তু চিতোরের দ্বার তাহাদিগের প্রতিকূলে অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিল না।

প্রচলিত প্রবাদানুসারে মকলের মৃত্যুর মূল কারণ পূর্ব্বোক্ত ব্যঙ্গোক্তি মাত্র। কিন্তু মকলের পুত্র কুম্ভরাণা অতি সতর্ক হইয়া চাচা ও মেরার প্রতিকূলে চিতোরের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা এতদ্‌ঘটনার মূলে নিগূঢ় ষড়যন্ত্র থাকার বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়। বিশ্বাসঘাতক ঐ সহোদর দ্বয় চিতোর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মাদারিয়ার নিকটবর্ত্তী একটি দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কুম্ভরাণা পিতৃবৈরী দ্বয়ের শাস্তি বিধানার্থে মারবার-রাজের আনুকূল্য প্রার্থনা করায় মারবার পতি সেনা সহ স্বীয় পুত্রকে কুম্ভরাণার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। চাচা ও মেরা মাদারিয়া ত্যাগ করত পাই নামক প্রদেশে পলায়ন করিয়া রাতাকোট নামক পর্ব্বতের একটি সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিল।—যে শৈলমালা উদয়পুর পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, তাহারই একটি উচ্চ শৃঙ্গের নাম রাতাকোট। রাতাকোট ও ঐ দুর্ব্বৃত্ত-দ্বয়ের তত্রত্য দুর্গের ধ্বংসাবশেষ নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ হইতে অদ্যাবধি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দুঃশীল ভ্রাতৃদ্বয় প্রস্থানকালে চোহান বংশীয় জনৈক রাজপুতের একটি কুমারী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং সেই সূত্রেই তাহাদিগের পলায়ন-স্থানের সন্ধান হইয়াছিল। ঐ কুমারীর পিতার নাম সুজা। সুজা কারিকরগণের দলে মিলিত হইয়া চাচা ও মেরার দুর্গে গমন করত তাহার পন্থা নিরূপণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তদনন্তর বিচার প্রার্থী হইয়া রাজসমীপে গমন করিতেছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যেই সেনা-সমন্বিত কুম্ভ ও রাঠোর যুবরাজের সহিত তাঁহার সমাগম হইল। দগ্ধহৃদয় সুজা বসনে বদনাবরণ করিয়া

স্বীয় কুলের কলঙ্ক জনক বিবরণ রাজনন্দনদ্বয়ের নিকট নিবেদন করিলেন। তাঁহারা আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া দেলবারা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া সুজাকে আপনাদিগের নিকটে রাখিলেন। তদনন্তর রজনীযোগে ঐ বৃদ্ধের প্রদর্শিত পথে সসৈন্যে রাতাকোট দুর্গের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পদব্রজে পর্ব্বতের মূলদেশে উপনীত হইয়া সোপান সংলগ্ন করত পর্ব্বতস্থ লতাবলীর অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে উচ্চে আরোহণ করিতে লাগিলেন। একে অতি দুর্গম পথ, তাহাতে রজনীর ঘোরান্ধকার ;—সকলেই পতনের আশঙ্কায় পার্শ্ববর্ত্তী জনের বসনপ্রান্ত ধারণ করিয়া আরোহণ করিতে লাগিলেন। বৈরনির্যাতন পরায়ণ সুজা নির্ভীক চিত্তে সকলের অগ্রসর হইয়া উঠিতেছিলেন। কিয়দ্দূর আরোহণ করিলে পর যামিনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি ব্যাঘ্রীর অগ্নিপ্রভ লোচন যুগল সুজার দৃষ্টিগোচর হইল। সুজা পার্শ্ববর্ত্তী রাঠোর যুবরাজের বাহু পেষণ দ্বারা সঙ্কেত করায় তিনি ব্যাঘ্রীকে দেখিবামাত্র করবাল প্রহারে তাহাকে নিহত করিলেন। রাজপুতগণের সংস্কারানুসারে ঈদৃশ ঘটনা শুভসূচক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তাঁহারা সত্বরেই পর্ব্বতের শিখরদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কেহ কেহ দুর্গের প্রাচীরোপরি আরোহণ করিয়াছেন,কেহ বা আরোহণের চেষ্টা করিতেছেন, ইতিমধ্যে সমভিব্যাহারী ভট্টগাথক পদস্খলিত হইয়া নিপতিত হইলেন। জয়সূচক গাথা গান করিবার সময়ে গাথকগণ সঙ্গে সঙ্গে পটহ ধ্বনি করিয়া থাকেন। পতনকালে গাথকের গল-লগ্ন ঐ পটহ শব্দায়মান হওয়ায় দুর্গের অভ্যন্তরে চাচার কন্যা জাগরিতা

হইয়া উঠিলেন। চাচা স্বীয় তনয়াকে কহিলেন, "তুমি ঈশ্বর স্মরণ করিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাও,—বিপক্ষগণ অতি দূরে অবস্থান করিতেছে,—এ কেবল ভাদ্রমাসের মেঘ গর্জ্জন ও বৃষ্টি পতনের শব্দ মাত্র"—বলিতে বলিতেই রাঠোর যুবরাজ ও তাঁহার সঙ্গিগণ দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, সুতরাং দুর্জনদ্বয় আর পলায়নের অবকাশ প্রাপ্ত হইল না। জাতরোষ সুজা চাচার কলেবর অগৌণে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং রাঠোর রাজপুত্রের করবাল প্রহারে দুঃশীল মেরাও অবিলম্বে ভূতলশায়ী হইল। তদনন্তর দুর্গ অধিকার করিয়া তত্রত্য সমুদয় দ্রব্য সেনাগণ বিভাগ করিয়া লইল।

সপ্তম অধ্যায়।

কুম্ভ রাণার সিংহাসন প্রাপ্তি;—কুম্ভ রাণার সহিত সংগ্রামে মালবাধিপতি মহম্মদের পরাভব ও বন্দিত্ব প্রাপ্তি;—কুম্ভ রাণার রাজত্ব কালীন সমৃদ্ধির বিবরণ;—স্বীয় পুত্র কর্ত্তৃক কুম্ভ রাণার হত্যা;—ঐ পিতৃহন্তার সিংহাসন রায়মল্ল কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার বিবরণ;—সম্রাট-সৈন্যের দ্বারা মিবার আক্রমণ;—যুদ্ধে রায়মল্লের জয়লাভ;—রাজবংশীয়গণের পরস্পর কলহ।

সম্বৎ ১৪৭৫ (খৃঃ ১৪১৯) অব্দে কুম্ভ রাণা স্বীয় পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে কিছুমাত্র অমঙ্গলের সম্ভাবনা লক্ষিত হয় নাই। বিবিধ প্রতিকূল কারণ স্বত্বেও তাঁহার রাজত্বকাল পরম সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত

অতিবাহিত হইয়াছিল। মিবারের ভট্টগণ মারবার রাজের যশঃ-কীর্ত্তনের প্রসঙ্গে এরূপ লিখিয়াছেন[১] যে, তিনি নিজ রাজ্যের শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া মকলের হত্যাকারিদ্বয়কে সচেষ্ট হইয়া শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মারবার পতি আত্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ কারণের বশবর্ত্তী হইয়া ঈদৃশ মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রধান কারণ এই যে, বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থী হইলে তাহাকে সাহায্য না করা রাজপুতগণের চিরন্তন ব্যবহার বিরুদ্ধ ও অতীব গ্লানিজনক কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হয়। বিশেষত " কুম্ভ মারবারের ভাগিনেয় ছিলেন "।

বহু শতাব্দি পর্য্যন্ত অতি সক্ষম রাজগণ ক্রমান্বয়ে মিবার রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর কোন রাজ্যের ইতিবৃত্তে ঈদৃশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এরূপ বিচক্ষণ রাজবর্গের ধারাবাহিক নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।—এতৎসময়ে মিবার রাজ্যের সৌভাগ্য, মধ্যাহ্ন কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ধর্ম্ম দ্বেষ্টা পরম বৈরী মুসলমানেরা এই সময়ে মিবার রাজগণের নিকট বন্দিভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে! এক শতাধিক বর্ষ অতীত হইল ধর্ম্মান্ধ আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর নগর উৎসাদিত হয়; কিন্তু বর্ণিত সময়ে মিবার রাজ্যের তৎসমুদয় ক্ষতির পূরণ হইয়াছিল।—নূতন নূতন উৎকৃষ্ট অট্টালিকার দ্বারা চিতোর নগর পুনর্ব্বার শোভমান হইয়া উঠিল।—

(১) রিক্ষরভট্ট রাজরত্ন সংজ্ঞক স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মারবার পতি কুম্ভরাণার প্রধান অমাত্যের পদে অভিষিক্ত ছিলেন এবং তিনিই মওবা ও দীত্বানা প্রদেশ জয় করিয়া মিবার রাজ্যে সংযুক্ত করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দিনের আক্রমণ সময়ে চিতোর রক্ষার্থে যে সকল বীর-পুরুষেরা পীতবস্ত্র[১] পরিধান করিয়া সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তরুণ বীরবর্গের দ্বারা এক্ষণে তাঁহাদিগের অভাব নিরাকৃত হইল। ককেসস[২] পর্ব্বতের মূল ও অকসস্[৩] নদীর কূল হইতে মোগল আক্রমণ রূপ ভাবি ঝটিকাগমের পূর্ব্ব লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাইয়া কুম্ভরাণা মিবারের শক্তিবর্দ্ধন পক্ষে প্রয়োজনীয় সমুদয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঐ প্রবল ঝটিকা ইতঃপর কুম্ভের পৌত্র সাঙ্গা রাণার শিরোপরি প্রবাহিত হইয়াছিল। কুম্ভ রাণা হামীরের তুল্য কর্ম্মিষ্ঠ, লাক্ষার ন্যায় শিল্পপ্রিয় এবং উভয়ের তুল্য বিচক্ষণ ও উভয় অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী ছিলেন। তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাই সফল হইত। তাঁহার প্রভাবে সমরসিংহের পরাজয় ভূমি কাগ্‌গার নদীর কূলে মিবারের লোহিতবর্ণ পতাকা পুনর্ব্বার উড্ডীয়-মান হইয়াছিল। প্রজা-বৎসল প্রকৃতি রাজশাসনের সহিত, প্রজা-পীড়ন শাসনের কিরূপ প্রভেদ, তাহা মিবারের এতৎ কালীন হিন্দু রাজত্বের সহিত মুসলমান রাজত্বের সমন্বয় করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে।

ভারতবর্ষের জয় কর্ত্তা সাহেবুদ্দিনের সময় হইতে বর্ণিত সময় মধ্যে দুইটি মুসলমান বংশের রাজত্বের অবসান হয়। ঐ দুই বংশের ২৪ জন পুরুষ ও একজন স্ত্রী তৎকাল মধ্যে

---

(১) মিবারে, জহর ব্রতানুষ্ঠানের পর, মরণে কৃতসঙ্কল্প বীরবর্গ পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

(২) কৃষ্ণ এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত মালার নাম ককেসস পর্ব্বত।

(৩) ইহার অপর নাম আমু।—ইহা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরস্থ শ্রীকোলহুদ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় সাত শত ক্রোশ প্রবাহিত হওয়ানন্তর আরল হ্রদে পড়িতেছে।

দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। হত্যা, বিদ্রোহ, ও সিংহাসনচ্যুতির দ্বারা পর পর অতি সত্বর তাঁহাদিগের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। ঐ ২৫ জনের রাজত্বের সমুদয় কাল একত্র করিয়া সমান অংশে বিভাগ করিলে প্রতি জনের রাজত্ব নয় বৎসরের অধিক হয় না। পক্ষান্তরে সাহেবুদ্দিনের সমকালীন সমরসিংহ হইতে কুম্ভ রাণা পর্য্যন্ত মিবার রাজগণের মধ্যে অনেকেই রাজ্য রক্ষার্থে এবং গয়ার উদ্ধারার্থে সমরে নিহত হইয়াছিলেন, তথাচ তত্তাবৎ কাল মধ্যে একাদশ জন মাত্র রাজা মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

খিলিজী বংশের রাজত্বের শেষ ভাগে দিল্লীর অধীন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীন হইয়া স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিতে লাগিলেন।—দক্ষিণে বিজয়পুর ও গোলকন্দ এবং পূর্ব্বভাগে মালব, গুজরাট ও জৈনপুর রাজ্য তৎকালে সংস্থাপিত হয়। তন্মধ্যে মালব ও গুজরাট রাজ্য কুম্ভ রাণার রাজত্ব প্রাপ্তির সময়ে বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। ঐ দুই রাজ্যের রাজদ্বয় এক যোগে বিপুল সৈন্যসহ সম্বৎ ১৪৯৬ (খৃঃ ১৪৪০) অব্দে মিবার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরম ভাগ্যবান কুম্ভ রাণার শাসনে তৎকালে মিবার রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি যথোচিত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এক লক্ষ অশ্ব ও পদাতিক এবং চৌদ্দ শত রণমাতঙ্গ সহ কুম্ভ রাণা মিবারের দক্ষিণ ভাগে তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া উভয় রাজাকেই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। অধিকন্তু মালবেশ্বর ধৃত হইয়া বন্দিভাবে চিতোরে সমানীত হইয়াছিলেন।

আবুলফজল স্বীয় গ্রন্থে এই যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কুম্ভ পণ গ্রহণ না করিয়া উপহার সহ মালব পতিকে মুক্তি প্রদান করায় গ্রন্থকার রাণার ঔদার্য্য গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। স্বরূপত হিন্দুর এইরূপই চরিত্র।—হিন্দু রাজ-গণের প্রকৃতিতে আত্মাভিমান, রাজ্যতন্ত্রবিষয়ে অদূরদর্শিতা, গর্ব্ব এবং দয়ার সম্মিলন ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। অবনত শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হিন্দু বীরগণের নিকট পরম ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা হিন্দুগণ কার্য্যত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, ভট্ট গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মালবপতি মহম্মদ বন্দিভাবে ছয় মাস পর্য্যন্ত চিতোরে অবস্থান করিয়াছিলেন।—এই যুদ্ধের জয় নিদর্শন স্বরূপে মালবেশ্বরের মুকুট বহু দিবস পর্য্যন্ত চিতোরে সংরক্ষিত ছিল। বাবরশাহ সাঙ্গা রাণার পুত্রের নিকট হইতে ঐ মুকুট উপহার প্রাপ্ত হইয়া নিজ রচিত গ্রন্থে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। চিতোরের জয়স্তম্ভ, এই যুদ্ধের জয়লাভ বিষয়ের আর একটি নিদর্শন।—"পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া সমুদ্রসম ব্যাপক সেনা সহ গুজরখণ্ড-পতি ও মালবেশ্বর মধ্য-পাট আক্রমণ করায়" যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় ঐ স্তম্ভের কলেবরে সবিস্তার বিবৃত রহিয়াছে। যুদ্ধের একাদশ বৎসর পরে কুম্ভ রাণা ঐ স্তম্ভের রচনায় প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহা নিঃশেষে নির্ম্মাণ করিতে দশ বৎসর সময়ের আব-শ্যক হইয়াছিল। "ললাট দেশের অলকার ন্যায় শোভমান এই স্তম্ভ লাভ করিয়া চিতোর নগর মেরুর প্রতিও উপ-হাস প্রদর্শন করে"; অতএব ঈদৃশ স্তম্ভের নির্ম্মাণ কার্য্যে দশ

বৎসরকে সামান্য কাল বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। নির্ম্মাতার কীর্ত্তি ঘোষণার্থে এই স্তম্ভ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকুক, আমরা এতৎ প্রার্থনা সহ সম্প্রতি তাহার বর্ণনায় বিরত হইলাম।

মালবেশ্বর মহম্মদের সহিত মিবার পতির ইতঃপর মৈত্রীভাব হওয়ারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিবার ও মালবের সৈন্যগণ এক পক্ষ হইয়া ঝুন্ঝুনু নামক স্থানে সমরে দিল্লীশ্বরের সেনাকে পরাজিত করিয়াছিল। এই সময়ে সম্রাটগণের ক্ষমতা অতীব হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মস্‌জিদে তৈমুরের নামেই খুতবা পাঠ হইত এবং সুরবংশীয় শেষ সম্রাটকে মালবরাজ একাকীই সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছিলেন।

মিবার রাজ্যের ৮৪টি দুর্গের মধ্যে ৩২টি দুর্গ কুম্ভরাণা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে একটি দুর্গের নাম কুম্ভমেরু।[১] ঐ বিশাল দুর্গ প্রায় চিতোর-দুর্গের সমতুল্য। ঐ দুর্গের স্থান স্বভাবত অতি দুর্গম; বিশেষত তাহার রচনা-কৌশল দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, উহা অধিকার করিতে পারে এরূপ সৈন্য এক্ষণে এদেশে আর নাই। যে স্থানে কুম্ভমেরু বিনির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে পার্ব্বত্য জাতির অধিকৃত আর একটি প্রাচীন দুর্গ ছিল। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ঐ প্রাচীন দুর্গ দ্বিতীয় শতাব্দিতে সম্প্রীত-রাজ দ্বারা বিনির্ম্মিত;—সম্প্রীত-রাজ চন্দ্রগুপ্তের বংশসম্ভূত এবং জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ঐ স্থানের চতুষ্পার্শ্বে জৈনমন্দির সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে তদ্দর্শনে এতৎ প্রবাদ সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়। কুম্ভ রাণা

(১) সামান্যত ঐ দুর্গ "কমলমীর" নামে অভিহিত হয়।

নাগোর রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার তোরণ কপাট ও মহাবীর হনুমানের এক প্রতিমূর্ত্তি তথা হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ হনুমান অদ্যাবধি চিতোরের এক দ্বারের রক্ষক হইয়া রহিয়াছেন;—তাঁহার নামানুসারে ঐ দ্বার 'হনুমান-দ্বার' নামে প্রসিদ্ধ। আবু পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি কুম্ভ রাণা আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ঐ দুর্গে বাস করিতেন। ঐ দুর্গের প্রহরিশালা ও অস্ত্রশালা, কুম্ভের খোদিত নাম সহ, একাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য একটি মন্দির মধ্যে কুম্ভ এবং তৎপিতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে;—এখনও দেবতা ভাবে ঐ প্রতিমা দ্বয়ের পূজা হইয়া থাকে। মিবার রাজগণের প্রভাব দীর্ঘকাল হইল, তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি অদ্যাবধি এস্থানে অতি সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত রহিয়াছে। মিবার রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত ও আবু পর্ব্বতের অন্তবর্ত্তী পথ রক্ষার নিমিত্ত কুম্ভ রাণা দুর্গ বিরচিত করিয়াছিলেন এবং সিরোহির নিকটে বাসন্তি নামে আরও এক দুর্গ তৎকর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হয়। সিরোনালা এবং দেওগড় নামক স্থান আরাবলীর পার্ব্বত্য জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করণার্থে কুম্ভ রাণা মাচীন নামে আর এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি আহোর ও অন্যান্য প্রাচীন দুর্গের সংস্কার করিয়া ভূমিয়া[১] ভীলগণের আক্রমণ পন্থা অবরোধ করেন, এবং মিবার ও মারবারের সীমাবধারিত করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণার দুইটি দেবালয় অদ্যাবধি

(১) ভূমিয়া শব্দের তাৎপর্য্য "ভূমির প্রকৃত অধিকারী"।

বিদ্যমান রহিয়াছে।—তন্মধ্যে একটি আবু পর্ব্বতের উপরি-ভাগে অবস্থিত ;—ইহার নাম কুম্ভশ্যাম। চতুষ্পার্শ্বস্থ বিচিত্র বস্তু সমূহের নিমিত্ত কুম্ভশ্যামের শোভায় দর্শকের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় না ;—স্থানান্তরে বিনির্ম্মিত হইলে কুম্ভশ্যামও প্রিয়-দর্শন পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। অপর দেবালয়টি মিবারের পশ্চিম প্রান্তের সাদ্রি নামক পথে অবস্থিত। ঐ মন্দির ঋষভ দেবের উদ্দেশে বিনির্ম্মিত হয়[১]। যে সকল মন্দির এক্ষণে বিদ্যমান রহিয়াছে, ঋষভ দেবের মন্দির তৎসমুদয় অপেক্ষা বৃহৎ। এই মন্দির নির্ম্মাণার্থে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে আট লক্ষ টাকা রাজভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। মন্দিরটি অতি নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত থাকায় মুসলমানগণের কোপ চক্ষে নিপতিত হয় নাই। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে এক্ষণে স্বাপদকুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। কুম্ভ রাণা কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তৎকালীন মুসলমান রাজবংশীয়গণ নিজ নিজ প্রণয়িণীর সৌন্দর্য্য অথবা

---

(১) ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে রাণার জৈন ধর্ম্মাবলম্বী জনৈক মন্ত্রী ঋষভদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। চাঁদার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল। ঐ মন্দিরটি ত্রিতল এবং প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ (গ্রেনাইট) পাষাণ-স্তম্ভাবলীর দ্বারা সুশোভিত। আকিক ও অন্যান্য বিবিধ বর্ণের মনির দ্বারা ইহার অভ্যন্তর ভাগ খচিত ও বিচিত্রিত। ভূগর্ভাভ্যন্তর্গত গহ্বর মধ্যে এই মন্দিরে জৈন ঋষি-গণের প্রতিমা অবস্থিত আছে। ভারতবর্ষে শিল্প বিদ্যার হ্রাসের সময়ে এই দেবায়তন নির্ম্মিত হয়, সুতরাং ইহার রচনায় সমধিক পারিপাট্যের আশা করা যাইতে পারে না। তথাচ মন্দিরটি ভারতের শিল্প বিষয়ক কীর্ত্তিমধ্যে পরিগণনীয়।—বিশেষত কাল সহ-কারে ভারত রাজ্যে শিল্পবিদ্যার হ্রাস হওয়ার একটি বিশেষ নিদর্শন। মণি মাণিক্যের দ্বারা অট্টালিকা খচিত করার কৌশল যে প্রাচীনেরা জানিতেন, তাহার প্রমাণ এই মন্দিরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। টড সাহেব কহেন, ঋষভদেবের ঐ মন্দির আমি প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু সে ক্ষোভ এক্ষণে নিবারণ করিবার উপায় নাই।

স্বীয় স্বীয় বীরকীর্ত্তির প্রশংসায় কবিত্ব শক্তির পরিচালনা করিতেন, কিন্তু কুম্ভের কবিত্ব শক্তি অতি উচ্চ বিষয়ে নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের একখানি তিলকম্বা উপসংহার রচনা করিয়াছিলেন। টড সাহেব কহেন, ঐ গ্রন্থ আমার হস্তগত হয় নাই, সুতরাং তাহার দোষ গুণ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না।

মারবার রাজ্যের মেরতা প্রদেশের এক রাঠোর সরদারের কন্যাকে কুম্ভ রাণা বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ মহিলার নাম মিরাবাই। মিরাবাই অতীব সুন্দরী ও ধর্ম্মোন্মত্তা ছিলেন। তাঁহার নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ঐ রমণীর বিরচিত কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী অদ্যাবধি বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। মিরাবাই স্বামীর সংসর্গ-গুণে কবিত্ব শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, অথবা বনিতাই কুম্ভরাণার কবিতার গুরু, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। মিরাবাই বৃন্দাবন হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত সমুদয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন,—তন্নিমিত্ত তাঁহার গ্লানি-সূচক অনেক প্রবাদও শ্রুত হওয়া যায়। স্বরূপত তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত একটি অদ্ভুত উপাখ্যান বিশেষ। কুম্ভ রাণা প্রেম বিষয়েও শৌর্য্যশক্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন। ঝালাবার প্রদেশের সরদারের কন্যার সহিত মারবারের রাজার বিবাহের সম্বন্ধ অবধারিত হওয়ার পরে কুম্ভ রাণা বল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই ঘটনা বশত উভয় রাজবংশের পূর্ব্ববৈরিতা পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাঠোর রাজা ঐ কামিনীকে উদ্ধার করিয়া লইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনমতেই

কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। লিখিত আছে, "বর্ষা ধারায় দিঙ্মণ্ডল ধৌত ও পরিষ্কৃত হইলে কুম্ভমেরুর যে আগারে ঐ কামিনী বাস করিতেন, তাহার প্রদীপ-প্রভা ভাদ্র মাসের তামসী নিশায় মণ্ডোরপতির প্রাসাদে নিপতিত হইত। ঐ প্রভা যখন প্রণয়-ক্ষুণ্ণ মণ্ডোরপতির নয়ন গোচর হইত, তখন তাঁহার যাতনার আর পরিসীমা থাকিত না!"—সম্ভবত ঐ রমণীও রাঠোর-রাজের প্রতি আশক্তা ছিলেন;—আগার-প্রদীপ উভয়ের সঙ্কেত চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হইত। রাঠোর রাজ ঐ কামিনীর আগারে আগমন করিবার উদ্দেশে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। কুম্ভমেরুর পশ্চিম ভাগস্থ বন ভেদ করিয়া একদা নিশাযোগে তিনি অতি সন্নিকটে সমাগত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে মিবারের ভট্ট গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "যদিও তিনি ঝাল (বন) পার হইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু ঝালানীর (ঝালবংশ সম্ভূতা ঐ কামিনীর) নিকটস্থ হইতে পারেন নাই"।

কুম্ভ রাণা ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। তৎকাল মধ্যে তিনি হিন্দু বৈরী মুসলমানগণের দমন সাধন, দুর্গ ও মন্দিরাদির দ্বারা রাজ্যের শক্তি ও শোভা সম্পাদন এবং মিবারের গৌরব বর্দ্ধন সহকারে নিজগৌরব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মিবার রাজ্যের ঈদৃশ সৌভাগ্য ও সম্পদের সময়ে কুম্ভ রাণা নিহত হইলেন। কুম্ভ পরিণত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্বভাবের নিয়মানুসারে আর অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার জীবনের সমাপ্তি বিধান হইত। কিন্তু হত্যাকারীর পক্ষে সে বিলম্ব অসহনীয় হইয়া উঠিল। কুম্ভ রাণার প্রাণঘাতক অপর কেহ নহে;—তাঁহার পুত্র উদাসিংহই তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

সম্বৎ ১৫২৫ (খৃঃ ১৪৬৯) অব্দে কুম্ভ রাণা নিহত হইয়াছিলেন। উদা অত্যল্পকাল স্থায়ী রাজভোগের নিমিত্ত স্বীয় প্রাণদাতার প্রাণান্ত করিল! কিন্তু ঈদৃশ[illegible]পাপের প্রতি মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ বিদ্বেষ বশত মিবারের রাজাবলীর মধ্যে উদার নাম পরিগৃহীত হয় নাই। "হত্যারো" উপাধির যোগে উদার নাম চির কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। স্বগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পাপলব্ধ রাজপদ রক্ষার্থে উদাকে পরের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইতে হইল। উদার অধর্ম্মের রাজত্ব পাঁচ বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে মিবার রাজ্যের দীর্ঘকাল সঞ্চিত গরিমার অনেক খর্ব্বতা হইয়াছিল। তিনি আবুপ্রদেশের দেওরা বংশীয় সরদারকে স্বাধীন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং যোধপুরের রাজার বন্ধুতার পণ স্বরূপে সম্বর, আজমীর ও তৎসান্নিধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু পাপাচরণের স্বতঃসিদ্ধ গ্লানি নিবন্ধন তিনি বিবেচনা করিলেন যে, সহস্র উৎকোচ প্রদান করিলেও কোন হিন্দুই মনের সহিত তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে না, এবং হিন্দুর সাহায্যের প্রতি নির্ভর করাও তাঁহার পক্ষে কল্যাণ-জনক নহে। অতএব উদা দিল্লীতে যাইয়া সম্রাটের নিকট প্রণত হইলেন এবং দিল্লীশ্বর তাঁহার রাজ্যাধিকার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে নিজবংশীয়া একটি কন্যা সম্রাটকে অর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু দৈব তাঁহার প্রতিকূল হওয়ায় উদা, বাপ্পার বংশ কলঙ্কিত করিতে পারিলেন না। সম্রাটের নিকটে বিদায় গ্রহণান্তে দেওয়ানখানা হইতে বহির্গত হইবা মাত্র আকস্মিক বজ্রাঘাতে পিতৃহন্তা

[illegible] হইল। জনৈক ভট্ট উদার পাপ কার্য্যের স[illegible] [illegible] বিবরণ ভট্ট বংশের গ্লানি সূচ[illegible] [illegible] ইতিবৃত্ত সবিশেষ লিখিত নাই।

[illegible] ও ভট্ট, ইহাঁরা প্রতিগ্রহজীবী; ত[illegible] রাজস্থানে [illegible] সাধারণ নাম "মাগোন্তা" অর্থাৎ [illegible] মাগোন্তাগণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব অতি প্রবল। [illegible] রের সময় হইতে মাগোন্তাবর্গের মধ্যে চারণেরাই বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল। জনৈক জ্যোতির্ব্বেত্তা ব্রাহ্মণ একজন চারণের দ্বারা কুম্ভ রাণাকে তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর বিষয় বিদিত করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই অন্যান্য কারণে কুম্ভ রাণা চারণগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সম্প্রতি স্বীয় মৃত্যু-সূচক অশুভ ঘোষণা তজ্জাতির মুখে শ্রবণ করিয়া তিনি সমুদয় চারণগণের ভূমিবৃত্তি অপহরণ করত তাহাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। বর্ত্তমান কালেও ব্রাহ্মণাদি বিশুদ্ধ বর্ণের প্রতি ঈদৃশ আচরণ করিতে হিন্দু মাত্রেই কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, সুতরাং বর্ণিত সময়ে চারণগণের সম্বন্ধে এরূপ আচরণ কুম্ভ রাণার পক্ষে নিতান্ত সাহসের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যুবরাজ রায়মল্লকে কুম্ভ রাণা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত[1] করায় তিনি ইদর প্রদেশে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। জনৈক চারণ যুবরাজের অনুগত ছিলেন। ইতঃপর যুবরাজ রায় মল্ল পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলে ঐ চারণের কৌশলে

---

(১) ঝুন্‌ঝুনু নামক স্থানের যুদ্ধে জয়লাভ করা অবধি কুম্ভরাণা আসন গ্রহণের পূর্ব্বে তিনবার স্বীয় মস্তকোপরি করবাল বিঘূর্ণিত ও অস্পষ্ট উচ্চারণে একটি মন্ত্রপাঠ করত তদনন্তর উপবিষ্ট হইতেন। রায়মল্ল পিতার নিকট ঐ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করার অপরাধে মিবার হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।